বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.btc.gov.bd

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ১৯৯২ সাল থেকে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন আইনের শর্তানুযায়ী নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। সারা বছরের কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রকাশিত হচ্ছে।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি কমিশনের গঠন, কাঠামো এবং কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় যৌক্তিক শুল্কহার নির্ধারণ, দেশীয় শিল্প বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অসাধু বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিরোধ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ বিদ্যমান চুক্তির আওতায় শুল্ক আদায় ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণের নিমিত্ত নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণে সরকারকে কার্যকর সুপারিশ প্রদানে কমিশন বিগত বছরেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা হলে ভবিষ্যতে কমিশন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ

(মুশফেকা ইকফাৎ)
চেয়ারম্যান

সূচি পত্র

কমিশনের পরিচিতি ১

১. ভূমিকা : ১

১.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা ১

১.২ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গঠন ১

১.৩ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো ২

১.৪ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল ২

কমিশনের প্রশাসনিক ও বিভাগওয়ারী কার্যাবলি ৪

১। কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি ৪

১.১ কমিশনের বাজেট ৪

১.২ কমিশনের আয় ৪

১.৩ কমিশনের ব্যয় ৫

১.৪ ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি ৫

১.৫ কমিশনের গ্রন্থাগার ৬

২। কমিশনের বিভাগওয়ারী কার্যাবলি ৭

২.১ কমিশনের প্রধান কার্যাবলি ৭

২.২ ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ... ৮

ক) এন্টি-ডাম্পিং ৮

(খ) কাউন্টারভেইলিং ৯

(গ) সেইফগার্ড ১০

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ১১

ভূমিকা : ১১

১। সম্পাদিত কার্যক্রম ১২

২। প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০

৩। প্রকাশিত সমীক্ষা প্রতিবেদন ২৬

৪। বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের কর্মপরিকল্পনা ২৬

বাণিজ্য নীতি বিভাগ ২৭

ভূমিকা : ২৭

১। শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ ও জাতীয় কমিটির সুপারিশ ২৮

২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল ৪৯

৩। সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান.....৫২
৪। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদন..... ৫৩
৫। বাণিজ্য নীতি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা.....৫৪
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ.....৫৬
ভূমিকা :.....৫৬
১। আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি.....৫৭
২। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি ৬৩
৩। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি.....৬৯
৪। অন্যান্য কার্যাদি.....৭৫
৫। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের কর্মপরিকল্পনা.....৭৮
কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা.....৮০
সমস্যাবলী.....৮০
সুপারিশমালা.....৮১
পরিশিষ্ট - ১..... ৮৩
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানগণ..... ৮৩
পরিশিষ্ট - ২ .....৮৭
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো ৮৭
পরিশিষ্ট – ৩.....৮৮
The Customs Act, 1969 (IV of 1969) [Section 18A to 18D].....৮৮
পরিশিষ্ট - ৪.....৯৫
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন ৯৫
পরিশিষ্ট - ৫ .....১০১
THE PROTECTIVE DUTIES ACT, 1950 .....১০১
পরিশিষ্ট - ৬ .....১০৩
কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ.....১০৩
পরিশিষ্ট - ৭.....১০৮
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণ ১০৮
পরিশিষ্ট - ৮ .....১১০
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কর্মকর্তাগণের স্থানীয় প্রশিক্ষণ.....১১০

কমিশনের পরিচিতি

১. ভূমিকা :

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। কমিশনের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান কমিশনের মূল দায়িত্ব। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর এ প্রতিষ্ঠান গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনা করে। দেশীয় শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্য হওয়ার পর কমিশন আন্তর্জাতিক, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর উপর সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আসছে। এছাড়া, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়েও সরকারকে অব্যাহত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

১.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণসহ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২" (১৯৯২ সালের ৪৩ নং আইন) অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১.২ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গঠন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৫ ধারা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের

অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করেন। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৮ জন কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (পরিশিষ্ট-১)। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তাছাড়া আইনের ১১ ধারা মতে কমিশনের একজন সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

১.৩ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব ব্যতীত বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৬ জন কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা, কর্মরত লোকবল এবং শূন্য পদের বিবরণী নিম্নরূপঃ

শ্রেণী বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত লোকবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	৩২	০৭
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৮	০৬
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	২৮	০৩
মোট	১১৫	৯৮	১৬

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট -২ এ দেখানো হল।

১.৪ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/ যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)
০৪।	সচিব	১ (এক)
০৫।	সিস্টেম এনালিষ্ট	১ (এক)
০৬।	উপ-প্রধান	৮ (আট)
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)
১২।	লাইব্রেরীয়ান	১ (এক)
১৩।	পাবলিক রিলেশনস এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১৫।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)
১৬।	সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫ (পাঁচ)
১৭।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ (এক)
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)
২১।	কেয়ার-টেকার	১ (এক)
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)
২৩।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯ (নয়)
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
২৬।	গাড়িচালক	৮ (আট)
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬ (ছাব্বিশ)
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	২ (দুই)
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ (দুই)

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

কমিশনের প্রশাসনিক ও বিভাগওয়ারী কার্যাবলি

১। কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সচিব রয়েছেন। সচিব কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে সচিবকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন), একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

১.১ কমিশনের বাজেট

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড নং ১৭০৫-স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কোড নং ২৯৩১-বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ৫৯০০-সাহায্য, মঞ্জুরি এর অন্তর্ভুক্ত।

১.২ কমিশনের আয়

কমিশনের কর ব্যতীত প্রাপ্তি ও কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তির (সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি) বিবরণী নিম্নের সারণিতে দেখানো হলঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছর				
কোড নম্বর ও আয়ের খাত	বাজেট (লক্ষ্য মাত্রা) (টাকা)	সংশোধিত লক্ষ্য মাত্রা (টাকা)	প্রকৃত আয় (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৩	৪
সেবা বাবদ প্রাপ্তি				
২০৩৭-সরকারি যানবাহনের ব্যবহার	৭৩,০০০.০০	৭৩,০০০.০০	৬৭,৫২৩.৪৭	
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি				
২৬৭১-অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	৬৩,৪৪,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০	১,৯৭৮.০০	৩০শে জুন এর অব্যয়িত অর্থ কমিশনের কোন আয় হিসেবে গণ্য না করায় আয় হ্রাস পেয়েছে।
২৬৮১-বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৫,০০০.০০	২৫,০০০.০০	৩,৭৩,৯০৬.০০	এ খাতে ২ (দুই) টি কার নিলামে বিক্রয়সহ পুরাতন মালামাল বিক্রি করায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
সর্বমোটঃ	**৬৪,২২,০০০.০০**	**২০,৯৮,০০০.০০**	**৪,৪৩,৪০৭.৪৭**	

১.৩ কমিশনের ব্যয়

কমিশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয় বিবরণী নিম্নের সারণিতে দেখানো হলঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছর			
কোড নম্বর ও খরচের খাত/উপখাত	বাজেট বরাদ্দ (টাকা)	সংশোধিত বরাদ্দ (টাকা)	প্রকৃত খরচ (টাকা)
১	২	৩	৪
৫৯০১-সাধারণ মঞ্জুরি	৫,৫৩,৫০,০০০.০০	৭,১২,৭০,০০০.০০	৬,৫৮,৫২,২৪৩.৮৪
৫৯৯৮-মূলধন মঞ্জুরি	১৭,২০,০০০.০০	১৭,২০,০০০.০০	১৫,৮৩,২৮৩.০০
সর্বমোটঃ	৫,৭০,৭০,০০০.০০	৭,২৯,৯০,০০০.০০	৬,৭৪,৩৫,৫২৬.৮৪

প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৬,৭৪,৩৫,৫২৬.৮৪ (ছয় কোটি চুয়াত্তর লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ টাকা চুরাশি পয়সা) মাত্র। অব্যয়িত ৫৫,৫৪,৪৭৩.১৬ (পঞ্চান্ন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশত তিয়াত্তর টাকা ষোল পয়সা) মাত্র ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেয়া হয়েছে। কর্মকর্তা পর্যায়ের ১ জন সদস্য, ১ জন যুগ্মপ্রধান বদলি হওয়ায় এবং একজন যুগ্মপ্রধান এর ৬মাসের লামগ্র্যান্ট প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় ও ১ জন কর্মচারীর ১০ মাস যাবৎ বেতন-ভাতাদি বন্ধসহ ৩ জন কর্মচারী বরখাস্ত থাকায়, ৭ জন গবেষণা কর্মকর্তাসহ মোট ১০জন কর্মকর্তা শ্রান্তি বিনোদনের প্রাধিকার থাকা সত্ত্বেও এ অর্থবছরে গ্রহণ না করায়, বেতন স্কেল/২০১৫-তে অন্যান্য ভাতা উঠিয়ে দেওয়াসহ গাড়ীচালকদের ওভারটাইমের ব্যয় কমে যাওয়ায়, সরবরাহ ও সেবা খাতে কমিশনের ৬টি অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাব সময় স্বল্পতার কারণে সমাপ্ত করতে না পারায় এবং রয়টার, টেলিফোন ও গ্যাসের বিল সময়মত পাওয়া না যাওয়াসহ সেমিনার, কনফারেন্স করতে বিলম্ব হওয়ায় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরাপুরি ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

১.৪ ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একজন সিস্টেম এনালিষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও আইটি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরুপ :

১। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্পীড বর্তমানে সংযোজিত ৭.৫ এম.বি.পি.এস ব্যান্ডউইথ এর স্থলে ১৬ এম.বি.পি.এস ব্যান্ডউইথ এ উন্নীত করা হয়েছে যা কমিশনের ডাটা সংগ্রহে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

২। কমিশনের পুরাতন ওয়েব সাইটটির ডোমেন নেইম www.bdtariffcom.org পরিবর্তন করে www.btc.gov.bd সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযোজন প্রদান করা হয়েছে।

৩। কমিশনে স্থাপিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করে ইউজার রোল অনুসারে ব্যান্ডউইথ এর সম ব্যবহারে বন্টন নিরবিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪। ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার স্থাপন করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

৫। কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপনন মনিটরিং সেলে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণের জন্য THOMSON REUTERS সফটওয়্যারটির পুরাতন ভার্সন থেকে নতুন ভার্সনে Upgrade করা হয়েছে।

৬। অফিসের সকল কর্মকর্তাকে আইটি এনাবেল সার্ভিস, ডাটা এনালাইসিস ও ডাটা মাইগ্রেশন এর কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সকল কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীর বিপরীতে দাপ্তরিক ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৮। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কমিশনের গবেষণা কর্ম, প্রতিবেদন ও সকল প্রকার রিপোর্ট এর কাভার পেইজ ডিজাইন ও মুদ্রণ করা হয়েছে।

৯। বাংলাদেশ জার্নাল অব ট্যারিফ এন্ড ট্রেড এর প্রকাশনা কাজে সকল প্রকার আইটি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১০। কমিশনের ১২তলায় অবস্থিত লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করতঃ আরও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

১১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত ASYCUDA world সফটওয়্যার এর ডাটা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ডাটা Manipulation করে ব্যবহার উপযোগি করা হয়েছে।

১.৫ কমিশনের গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশন সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের উপর ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপঃ

১। অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

২। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের উপর প্রণীত প্রতিবেদন ।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আমদানি ব্যয়, বার্ষিক রপ্তানি আয়, ত্রৈমাসিক ব্যাংক বুলেটিন, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, Schedule Bank Statistics ইত্যাদি প্রকাশনা ও ডকুমেন্ট ।

৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি এস.আর.ও, ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক এর গেজেট ।

৬। WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা ।

৭। FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ ।

৮। বিভিন্ন সাময়িকী/জার্নাল যেমন - Development Dialogue, The Economist, SAARC News (Monthly), ADB Newsletters (Quarterly, Commercial News (Monthly), BCI News Bulletin (Monthly), PPS-B-News (Quarterly), CUTS (Quarterly)।

৯। English to Bengali Dictionary, বাংলা বানান অভিধান, বাংলাদেশ কোড (ভলিউম ১- ৩৮), বাংলাদেশ গেজেট-২০১৪, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪-২০১৫, শুল্ক এস.আর.ও সংকলন-২০১৫, অপারেটিভ কাষ্টমস সিডিউল ২০১৫-২০১৬, চাকরির বিধানাবলী (৫৭ তম সংস্করণ), Dynamics of Resettlement Programme of Major Projects: Jamuna Bridge – A Case Study ইত্যাদি পুস্তকসহ অন্যান্য প্রকাশনা।

২। কমিশনের বিভাগওয়ারী কার্যাবলি

২.১ কমিশনের প্রধান কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭ ধারা মোতাবেক কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকেঃ

(ক) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা ;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

(ঘ) দেশীয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ;

(ঙ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন ;

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থার প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ;

(ছ) দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয় ;

(২) উপরের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করে থাকে, যথাঃ-

(ক) বাজার অর্থনীতি ;

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ ;

(গ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি ;

(ঘ) জনমত ।

(৩) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে ক্ষতি লাঘবের জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে থাকে।

২.২ ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ

ক) এন্টি-ডাম্পিং

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর এ সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী কোন দেশে উৎপাদিত পণ্য সেই দেশের স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে রপ্তানি করা হলে সেই পণ্য ডাম্পিং করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18B এর Sub-Section (6) (পরিশিষ্ট-৩) -এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার ৩০-১১-১৯৯৫ ইং তারিখে বহিঃশুল্ক (ডাম্পকৃত পণ্য সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আদায় এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। একই তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে ।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ সিরডাপ মিলনায়তনে বিটিসি কর্তৃক আয়োজিত "এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স" শীর্ষক কর্মশালা আনুষ্ঠিত হয়।

(খ) কাউন্টারভেইলিং

কোন পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি পর্যায়ের যে কোন এক বা একাধিক ক্ষেত্রে কোন দেশের সরকার বা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে আর্থিক সহায়তা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়ে থাকে, তা-ই ভর্তূকি হিসেবে গণ্য। অনেক দেশই তাদের নিজস্ব শিল্পের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি প্রদান করে থাকে যা বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করলে বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ধরণের অসাধু প্রতিযোগিতা হতে স্থানীয় শিল্পকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Agreement on Subsidies and Countervailing duties-এর আলোকে বাংলাদেশ সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18A-এর Sub-section (7) (পরিশিষ্ট-৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বহিঃশুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সনাক্তকরণ ও শুল্কায়ন এবং কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আদায়করণ এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ১২ই এপ্রিল ১৯৯৭ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে।

০৬ এপ্রিল ২০১৬ ,কমিশনের সম্মেলন কক্ষে "এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড " শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় ও অন্যান্য সুধীবৃন্দ

(গ) সেইফগার্ড

কোন পণ্য আমদানির পরিমাণ যদি অপ্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পায়,তবে তা দেশীয় অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি অথবা হুমকির কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনকারীদের ক্ষতির/লোকসানের হাত থেকে রক্ষা করতে সাময়িক সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিসেবে সরকার সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ বা সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করে থাকে। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18E-এর Sub-section (5) (পরিশিষ্ট-৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ৭ই জুন ২০১০ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে।

উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পাদনে এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Advisory body) হিসেবে কাজ করে। কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড কার্যক্রম বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিশন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নে বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক নীতি এবং জনমত বিবেচনা করে থাকে।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ

ভূমিকা :

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডাম্পিংসহ বিভিন্ন অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে নিয়োজিত। যদি কোন বিদেশী পণ্য এর স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়, তবে তা বাংলাদেশে ডাম্পিং করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে। ইহা স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকারক এবং অসাধু বাণিজ্য হিসেবে পরিগণিত। এরূপ ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা যেতে পারে। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যকে দেশীয় বাজারে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি যদি এত বেশি পরিমাণে হয় যে তা স্থানীয় শিল্পসমূহের ক্ষতির কারণ হতে পারে, তখন সেইফগার্ড কার্যক্রম নেয়া হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপ ও সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারী স্থানীয় শিল্পের আবেদন গ্রহণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ ধরণের আবেদনের শুনানির জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে। অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে অসাধু বাণিজ্য চর্চার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তদন্ত করা, বস্তুত স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি-না তা নিরুপন করা।

এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে। যদি কোন বাংলাদেশী রপ্তানিকারক উল্লিখিত চুক্তিসমূহে বর্ণিত যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ সংশ্লিষ্ট শিল্পকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ প্রতিবছর দেশীয় বিভিন্ন শিল্পের উপর সেক্টর স্টাডি করে সরকারের নিকট সুপারিশ করে থাকে।

১। সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণঃ

১. বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের উপর পাকিস্তান কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের প্রেক্ষিতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন ।

পাকিস্তানের হাইড্রোজেন পার অক্সাইড উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিতারা পার অক্সাইড লিঃ এবং মেসার্স ডেসকন অক্সিক্যাম লিঃ এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন গত ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের উপর এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক তদন্ত শুরু করে। তদন্ত নোটিশে উল্লেখ করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারক নোটিশ জারীর ১০ (দশ) দিনের মধ্যে Interested Party হতে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারবে।

১.১ বাংলাদেশের যে সকল প্রতিষ্ঠান হতে পাকিস্তানে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড রপ্তানি করা হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে শুনানীতে আগ্রহী পক্ষ হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ০৬-০৫-২০১৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করে এবং সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি:, এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এবং তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ আগ্রহী পক্ষ হতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে। সেইসাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উক্ত তদন্তে আগ্রহী পক্ষ হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করে। পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশের তিনটি রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারী চিহ্নিত করে এবং প্রশ্নমালা প্রেরণ করে। এগুলো হলোঃ

(১) তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি:

(২) সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি: এবং

(৩) এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস লি:

তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি: এবং সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি: যথাসময়ে প্রশ্নমালার জবাব ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করে। কিন্তু এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস লি: যথাসময়ে প্রশ্নমালার জবাব প্রেরণ করেনি।

১.২ পরবর্তিতে SAFTA আর্টিক্যাল ১১ (এ)-তে উল্লেখিত Least Developed Contracting States এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের আবেদন বিবেচনা করার পূর্বে Consultation এর সুযোগ নেওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে ১৪-০৫-২০১৬ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। SAFTA আর্টিক্যাল ১১ (এ) এ নিম্নরুপ উল্লেখ রয়েছে:

“(a) The Contracting States shall give special regard to the situation of the Least Developed Contracting States when considering the application of anti-dumping and/or countervailing measures. In this regard, the Contracting States shall provide an opportunity to Least Developed Contracting States for consultations. The Contracting States shall, to the extent practical, favourably consider accepting price undertakings offered by exporters from Least Developed Contracting States. These constructive remedies shall be available until the trade liberalisation programme has been completed by all Contracting States.”

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে আলোচ্য তদন্ত বিষয়ে SAFTA আর্টিক্যাল ১১ (এ) এর আলোকে বাংলাদেশকে Consultation এর সুযোগ দেয়ার জন্য পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়।

১.৩ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এ বিষয়ে রপ্তানিকারকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে কয়েকদফা বৈঠক করে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং আইন ও বিধিমতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও সরকারকে অবহিত করা হয়। এরই মধ্যে পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন রপ্তানি মূল্যের উপর সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ এর ক্ষেত্রে ২২.৮০%, তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ এর ক্ষেত্রে ২৫.৬৩% এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ২৫.৬৩% ডাম্পিং মার্জিন হিসাব করে সকলের উপর গত ১৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ১৯.৩২% সাময়িক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে।

১.৪ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশ সরকার এবং রপ্তানিকারকদের আমন্ত্রণ জানায়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনোজ কুমার রায় এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য আফরোজা পারভীন ও যুগ্ম-প্রধান(চ.দায়িত্ব) রমা দেওয়ান এবং বাংলাদেশের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবস্থিত ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। শুনানির পর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন পোস্ট হেয়ারিং সাবমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন বরাবর প্রেরণ করে।

১.৫ SAFTA আর্টিক্যাল ১১ (এ)-তে উল্লেখিত Least Developed Contracting States এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের আবেদন বিবেচনা করার পূর্বে Consultation এর সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন গত ১৮-০২-২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে Consultation এর জন্য আমন্ত্রণ জানায়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনোজ কুমার রায় এর নেতৃত্বে উপ সচিব জনাব আবদুছ

সাত্তার শেখ ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম-প্রধান (চ.দায়িত্ব) রমা দেওয়ান পাকিস্তানের ইসলামাবাদে Consultation এ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গত ০৭-০৩-২০১৬ তারিখে Post Consultation Submission বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

১.৬ গত ১৪-০৩-২০১৬ তারিখে পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এর উপর ফাইনাল মেজার্স হিসাবে নিম্নোক্ত হারে এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে:

Exporter/Foreign Producer	Anti-dumping Duty Rate(%)
Tasnim Chemical Complex Limited	12.14
Samuda Chemical Complex Limited	10.67
All others	12.14

১.৭ বর্ণিত অবস্থায়, বিষয়টি নিয়ে সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি: পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশনের আপিলাত ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছে এবং এর শুনানি চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কেসটি নিয়মিত ফলোআপসহ মনিটরিং করছে।

০২. দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান (এন্টি-ডাম্পিং,কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স) সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যশোরের নওয়াপাড়ায় সেমিনার অনুষ্ঠিত।

গত ১ জুন, ২০১৬, সকাল ১০ : ৩০ ঘটিকায় নওয়াপাড়া জুট মিলস এর সম্মলেন কক্ষ, নওয়াপাড়া, যশোর এ দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান (এন্টি-ডাম্পিং,কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স) সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল কাইয়ূম, সদস্য, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এবং সভাপতিত্ব করেন নওয়াপাড়া জুট মিলস এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ জামিল হোসেন। সেমিনারটি কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মো: আব্দুল লতিফ এর সঞ্চালনায় পরিচালিত হয়।

২.১ সভাপতি সেমিনারে সকল অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আশির দশকের মধ্য থেকে বাণিজ্য উদারীকরণ আরম্ভ হয়েছে। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাণিজ্য উদারীকরণ বেগমান হয় এবং তার ফলশ্রুতিতে শুল্কহার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু নন-ট্যারিফ বাঁধা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি ভারত সরকার পাটপণ্য রপ্তানির উপর কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের জন্য তদন্ত সাময়িক স্থগিত করলেও

ডাম্পিং বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ফলে পাট রপ্তানিতে সমস্যা হচ্ছে। এ কারণে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ বিষয়গুলো সুরাহার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক তাদের আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে ট্যারিফ বা শুল্ক প্রতিবন্ধকতা কমানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

সচেতনতা সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

২.২ প্রধান অতিথি, জনাব আব্দুল কাইয়ূম, সদস্য,বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, প্রথমেই নোয়াপাড়া জুট মিলস কর্তৃপক্ষকে এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি, কাউন্টারভেইলিং ডিউটি ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কিত বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। আমদানি উদারিকরণ ও আমদানি নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, আশির দশকের শেষ ও নব্বই দশকের প্রথম দিকে শুল্ক ধাপ ছিল ১৪টি এবং সর্বোচ্চ শুল্ক হার ছিল ৪০০%। সবোর্চ্চ শুল্ক হার হ্রাস পেয়ে এখন ২৫% এ দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় দেশীয় শিল্পকে রক্ষার্থে এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি, কাউন্টার ভেইলিং ডিউটি এবং সেইফগার্ড মেজার্স উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বলেন যে, এসব ডিউটি বা মেজার্স নেয়ার জন্য সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে কোন দেশ কর্তৃক বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানিতে এবং ঐ দেশে আমদানিতে এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি বা কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের ফলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারে।

সচেতনতা কর্মসুচীর একাংশ

২.৩ সেমিনারের ফলাফল:

(ক) নওয়াপাড়া কেন্দ্রিক জুট মিলস এর ব্যবসায়ীবৃন্দ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স এবং অশুল্ক বাধা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে;

(খ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সকল কার্যক্রমসহ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স ব্যবহার বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও পাট ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে;

(গ) সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ধরনের অনুষ্ঠান আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সেমিনার অনুষ্ঠানের ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়;

(ঘ). ভারতে পাটপণ্য রপ্তানি বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এন্টি-ডাম্পিং ও কাউন্টারভেইলিং তদন্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

০৩. দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান(এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স) সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিকে ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকায় সেমিনার অনুষ্ঠিত।

এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টরভেইলিং, সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ২১অক্টোবর'১৫ তারিখে টিকে ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-তে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটি মূলত হাইড্রোজেন পার অক্সাইড উৎপাদনকারি ও রপ্তানিকারক সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যুগ্ম-প্রধান(চ.দায়িত্ব) রমা দেওয়ান মূল প্রবন্ধ

উপস্থাপন করেন। এই সময়ে পাকিস্তানের ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশ হতে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড রপ্তানির উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত শুরু করে। বাংলাদেশের তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি:, সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি:, এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, এইচপি কেমিক্যাল লি: এর প্রতিনিধিবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ হতে যে কোন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড সংক্রান্ত সমস্যায় পড়লে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবে মর্মে সেমিনারে উল্লেখ করা হয়।

০৪. তৈরী পোশাক শিল্পে অশুল্ক বাধাঃ সমস্যা ও করণীয় (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবংসেইফগার্ড মেজার্স) সম্পর্কিত সেমিনার অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশের নীট তৈরি পোশাক শিল্পের প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের অশুল্ক পদক্ষেপ (Non-Tariff Measures) সম্পর্কে সম্যক ধারণা, অশুল্ক পদক্ষেপ জনিত বিদ্যমান সমস্যা ও এর সমাধানকল্পে করণীয় (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স) সম্পর্কে ০৮ ডিসেম্বর'১৫, সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় নারায়ণগঞ্জ বিকেএমইএ'র প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিকেএমইএ'র আয়োজনে ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সহযোগিতায় একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "তৈরি পোশাক শিল্পে অশুল্ক বাধাঃ সমস্যা ও করণীয় (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স)"। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আফরোজা পারভীন,সদস্য, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএ'র ২য় সহ-সভাপতি মনসুর আহমেদ। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জি.এম.ফারুক, সহ-সভাপতি (অর্থ), বিকেএমইএ।

৪.১ সেমিনারের ফলাফলঃ

(ক) বিকেএমইএ এর সদস্যভুক্ত ব্যবসায়ীবৃন্দ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স এবং অশুল্ক বাধা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে।

(খ) সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ধরনের অনুষ্ঠান ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সেমিনার অনুষ্ঠানের ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

(গ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও বিকেএমইএ এর সমন্বয়ে পোশাক শিল্পে অশুল্ক বাধা বিষয়ে বিকেএমইএ - এর

নেতৃত্বে বিস্তারিত গবেষণা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

০৫. বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানিকৃত পাটজাত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা।

বাংলাদেশ এবং নেপাল হতে রপ্তানিকৃত পাটপণ্য (Jute products comprising of jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabrics and jute sacking bags) ডাম্পিং হচেছ মর্মে ইন্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন থেকে অভিযোগ সম্বলিত আবেদন ভারতের Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD) বরাবর করা হয়েছে। এরপর গত ২১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে DGAD তদন্ত শুরুর নোটিফিকেশন জারি করেছে। আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারতীয় এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দেওয়ার সময় দুইবার বৃদ্ধি করে। ভারতের কলকাতায় গত ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পাটজাত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের উপর তদন্ত বিষয়ক আলোচনায় ৫ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। এরপর গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত শুনানিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধিসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশের রপ্তানিকারকবৃন্দ, ভারতের আমদানিকারকবৃন্দ, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকবৃন্দের আইনজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের লিখিত বক্তব্য ১০ আগস্ট'১৬ তারিখে DGAD বরাবর পাঠানো হয়। ভারতীয় এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ ৩১ জুলাই হতে ০৫ আগস্ট'২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের পাটপণ্য উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে On-the-spot verification পরিচালনা করে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের দুইজন কর্মকর্তা ভেরিফিকেশন টিমের সাথে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ গ্রহণ করে। উৎপাদনকারিগণ ও রপ্তানিকারকবৃন্দকে সর্বোত সহযোগিতাসহ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কেসটি নিয়মিত ফলোআপ করছে।

০৬. ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইড রপ্তানির উপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক।

এ বিষয়ে ভারত সরকার ১৪-০১-২০১৬ইং তারিখে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে। তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রশ্নমালা প্রেরণ করলে রপ্তানিকারকবৃন্দ তা যথাযথভাবে পূরণপূর্বক জমা দিয়েছেন। প্রশ্নমালা পূরণ ও সার্বিক সহযোগিতার বিষয়ে রপ্তানিকারকদের সাথে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত সরকার এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম প্রহণ করলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি নিয়মিত ফলোআপসহ মনিটরিং করা হচ্ছে।

০৭. ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে পাটপণ্য রপ্তানির উপর কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু।

গত ১২ ডিসেম্বর'১৫ তারিখে ভারতের Anti-dumping and Allied Duties কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ হতে পাটপণ্য রপ্তানির উপর কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যে সকল পাট পণ্যের উপর কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের জন্য তদন্ত শুরু করেছে তা হলো: Hessian Fabrics (53101013), Jute Yarn/twine (53071010, 53072000), Jute Sacking bags (63051040, 53101012)। এ ছাড়াও পণ্যগুলোর Chemical properties, uses, specification এবং physical properties এর বিষয় উল্লেখ রয়েছে। ভারতের ১৫টি কোম্পানি বাংলাদেশ হতে ভারতে পাট পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের জন্য এ পিটিশন দায়ের করে। পিটিশনারগণ এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১২মাসের জন্য তদন্ত সময় প্রস্তাব করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সেচেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট এর সার্কুলার নম্বর-১২, তারিখঃ ০৭ জুলাই ২০১৩ এবং সার্কুলার নম্বর ২৮, তারিখঃ০৩ জুলাই ২০১৪ মতে বাংলাদেশ সরকার Finished Jute Goods এ ১০ শতাংশ এবং Jute Yarn এ ৭.৫ শতাংশ ক্যাশ সাবসিডি দিয়ে থাকে মর্মে পিটিশনে উল্লেখ করা হয়। আরো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার এভাবে ক্যাশ সাবসিডি দেয়ার ফলে বাংলাদেশের পাটপণ্য ভারতের বাজারে কমমূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। ফলে ভারতের দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাজার সংকুচিত হচ্ছে এবং উৎপাদন কমে যাচ্ছে। অন্য দিকে ভারতে বাংলাদেশের পাট পণ্যের আমদানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ভারতের কর্তৃপক্ষ তদন্ত কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বিষয়টি সম্পর্কে কোন আলোচনার প্রয়োজন হলে তা ৮ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে জানানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দেয়। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন/বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরকারের পক্ষে আলোচনা করতে চায় মর্মে ০৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে।

ডব্লিউটিও'র নিয়ম অনুযায়ী ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে গত ০৩ ফেব্রুয়ারি '১৬ তারিখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লীতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদল তাদের অবস্থান বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, একই পণ্যের উপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত পরিচালনা করে। পরবর্তিতে এন্টি-ডাম্পিং তদন্তের স্বার্থে

বাংলাদেশ সরকার যাতে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে এবং এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের তদন্তটি আগে সমাপ্ত করার নিমিত্ত কাউন্টার-ভেইলিং শুল্ক আরোপের তদন্তটি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সাময়িক স্থগিত করেছে মর্মে পত্র প্রেরণ করে।বর্তমানে কেসটির কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

২। প্রশিক্ষণ কর্মশালা

১. এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত ।

গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ বুধবার সকাল ১০ টায় সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগে “এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স” সংক্রান্ত দিনব্যাপি একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও এফবিসিসিআই, ডিসিসিআইসহ বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণ এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাটি দু’টো পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং দ্বিতীয় পর্বে কর্মশালার বিভিন্ন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চোধুরী এনডিসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ এম.পি. এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এনডিসি ও এফবিসিসিআই - এর প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল মাতলুব আহমাদ উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় ভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে যথাক্রমে- এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অধিবেশনে সঞ্চালক হিসেবে যথাক্রমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য জনাব শেখ আব্দুল মান্নান, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য মিজ আফরোজা পারভীন এবং বাণিজ্য নীতি বিভাগের সদস্য জনাব আব্দুল কাইয়ূম দায়িত্ব পালন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য মিজ আফরোজা পারভীন এবং সভাপতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও
সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ

বিশেষ অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তাঁর বক্তব্যে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার গতিধারা ব্যাখ্যা করেন। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে আয়োজিত এ কর্মশালা হতে স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা আহরণের সুযোগ পাবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ তাঁর বক্তব্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দশম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে স্বল্পোন্নত দেশের অর্জন তুলে ধরেন। কর্মশালার বিষয়গুলো খুবই জটিল বিধায় দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ সকল হাতিয়ার ব্যবহারের উপর আরও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধান অতিথি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বলেন যে, প্রতিটি দেশই নিজস্ব শিল্প রক্ষার স্বার্থে কাজ করে থাকে। এ গতিধারায় বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সিমেন্ট, সিআর কয়েল, কাগজ ইত্যাদি শিল্পের উন্নয়নের বিষয় তুলে ধরেন

এবং বাংলাদেশের জিএসপি ও রুলস অব অরিজিনের সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং শুল্ক কৌশল ইত্যাদি কাজের সাথে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নিয়োজিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথ প্রক্রিয়ায় এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণের সুপারিশ করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারী স্থানীয় শিল্পের আবেদন গ্রহণ এবং পর্যালোচনা সাপেক্ষে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন যথার্থ সুপারিশ প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করে । দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ সকল টুলস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার যথাযথ প্রয়োগে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে। এছাড়া বাণিজ্য বাধা সম্পর্কেও সচেতন হবে। অতঃপর তিনি এ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ

কর্মশালার আলোচনা থেকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের জন্য নিম্নের বিষয়সমূহ বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়ঃ

(ক) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর কার্যাবলি ও বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বউদ্যোগে এ রকমের আরও কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।

(খ) বাণিজ্য প্রতিবিধান সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যৌথভাবে আয়োজন করতে পারে।

(গ) দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সহজ উপায়ে কিভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্ত পালন করে এন্টি-ডাম্পিং/কাউন্টারভেইলিং/সেইফগার্ড তদন্তের আবেদন করতে পারে সে সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে মত বিনিময় সভা করা যেতে পারে।

(ঘ) সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা অনুসারে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার যে ব্যবস্থাদি রয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২. এন্টি- ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন।

গত ৬ এপ্রিল ২০১৬ রোজ বুধবার সকাল ১১ টায় সেগুনবাগিচা ঢাকায় অবস্থিত প্রথম ১২তলা সরকারি অফিস ভবনের ১০ম তলায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার্থে কমিশনের উদ্যোগে দিনব্যাপি “এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স” শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত প্রশিক্ষণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন।

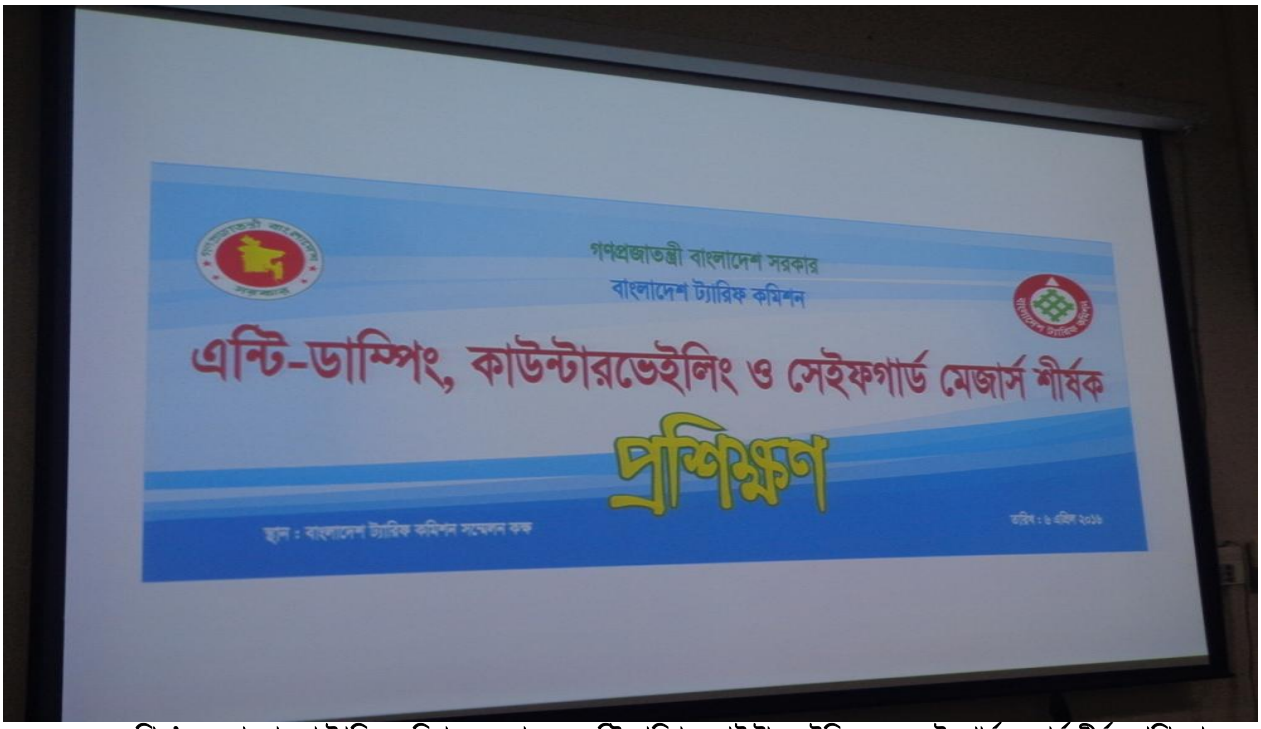

৬ এপ্রিল' ১৬ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ

উক্ত প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান । দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে সক্ষমতা অর্জনে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ অবদান রাখবে মর্মে উল্লেখ করেন। বিশ্বায়নের যুগে কোন দেশের পক্ষে এককভাবে উৎপাদন ও বিপণনে কর্তৃত্ব বজায় রাখার সুযোগ নেই । সকল ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতা করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে। সকলকে কৌশলী হতে হবে, এ প্রশিক্ষণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দেশীয় পণ্যের স্বার্থ রক্ষার্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখবে বলে তিনি জানান।

২.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব মুশফেকা ইকফাৎ বর্ণিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান ও এ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম সদস্য। এ সংস্থার বিধি-বিধান অনুসরণ করে বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে টিকে থাকতে হলে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন । তিনি আরো বলেন অদূর ভবিষ্যতে শুল্ক হার কমিয়ে আনা হলে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না ।

২.২ বর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি তিনটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পরিচিতি ও এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে মিজ রমা দেওয়ান, যুগ্ম-প্রধান (চ.দায়িত্ব) উপস্থাপন করেন। এ অধিবেশনে মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব শেখ আব্দুল মান্নান। তিনি এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন । দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স প্রয়োগ করে তবে বাংলাদেশ যথাযথ তথ্যের অভাবে কোন এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স গ্রহণ করতে পারেনি মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এ বিষয়ে শিল্প উদ্যোক্তাদের সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বৃন্দ

সবশেষে চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর বক্তব্যে অসাধু ব্যবসার ক্ষেত্রে কিভাবে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারেভইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ করা যায়, এসব বিষয়ে ডব্লিউটিও বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ করে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে যেসব তথ্য/উপাত্তের প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করে কমিশনকে যথাযথভাবে সহায়তা করতে অনুরোধ করেন। পরিশেষে উপস্থিত অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩। প্রকাশিত সমীক্ষা প্রতিবেদন

১. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ কর্তৃক দেশীয় শিল্পের উপর প্রণীত ও প্রকাশিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান নিম্নরুপঃ

(ক) Study on Growth Potential & Export of Ceramic Industries in Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা।

(খ) An Analysis of Assistance to Domestic Producers of Energy Saving Bulb in Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা।

৪। বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

১. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরূদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

২. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরূদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৩. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৪. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৫. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৬. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের বিরূদ্ধে অন্যায় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৭. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর উপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

৮. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর উপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

৯. Prospects and Problems of By-cycle Industries in Bangladesh সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১০. Anti-dumping Practices in the Neighbouring Countries of Bangladesh: A Study সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

ভূমিকা :

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন: ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেষ্টিক রির্সোস কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। এছাড়া, নিয়মিত ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের ‘মনিটরিং সেল’ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করছে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের ‘দ্রব্যমূল্য মনিটরিং’-এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act 1 of 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই ২০১২খ্রিঃ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর একটি আদেশে পিঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরণের মশলা এবং খাবার লবন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০জুন, ২০১২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাজেট সংক্রান্ত মতামত এই কমিটির সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে শুল্ক নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ হিসেবে বাজেট অধিবেশনের পূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হচ্ছে।

১। শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ ও জাতীয় কমিটির সুপারিশ

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন থেকে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়:

১.১। বিষয়: 'Quadricycle' এর নতুন এইচএসকোড এবং শুল্কহার নির্ধারণ।

উত্তরা মোটরস্ লিঃ যানবাহন তৈরিকারী/সংযোজনকারী একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি নমুনা হিসেবে একটি নতুন ধরণের ছোট গাড়ী আমদানি করতে আগ্রহী। কিন্তু গাড়ীটি নতুন প্রযুক্তির বিধায় প্রথম তফসিলের পণ্যের বর্ণনায় এই গাড়ীর জন্য কোন সুস্পষ্ট এইচএসকোড নির্ধারিত নেই। তাই প্রতিষ্ঠানটি **'Quadricycle'** এর নতুন এইচএসকোড এবং শুল্কহার নির্ধারণের সুপারিশ করার জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বরাবর আবেদন করেছে।

ভারতীয় বাজাজ অটো লিঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে RE 60 নামক Quadricycle (micro car) মডেলের কার বাজারজাত করে। গাড়ীটি চার চাকা বিশিষ্ট এবং ২১৬ সিসি। এই গাড়ীর গতি প্রতি ঘন্টায় ৭০ কিলোমিটার ও এক লিটার তেলে ৩৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এবং প্রতি কিলোমিটারে ৬০ গ্রাম কার্বন নির্গত করে, যা পরিবেশবান্ধব বলে জানা যায়। পৃথিবীর ১৪১ টি দেশে এই ছোট বাহনটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

২৮ জুন ২০১৬ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে "চামড়া এবং চামড়া উৎপাদনকারী শিল্প এর উপর সমীক্ষা" শীর্ষক সেমিনারে চেয়ারম্যান মহোদয় ও অন্যান্য

ভারতীয় বাজাজ কোম্পানী কর্তৃক Quadricycle এর মূল্য ধরা হয়েছে ২০০০ মার্কিন ডলার। সে হিসেবে শুল্কবিহীন অবস্থায় মূল্য দাঁড়ায় ১,৫৬,০০০ টাকা। উল্লিখিত গাড়ী বিভিন্ন দেশে ৮৭.০৩ এইচএস হেডিং এর অধীনে বিভিন্ন এইচএসকোডে (৬ থেকে ১০ ডিজিট কোডে) আমদানি হয়ে থাকে।

পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রথম তফসিলে উল্লিখিত এইচএসকোডে পণ্যের বর্ণনায় অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের গাড়ীর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু Quadricycle গাড়ীটি কিংবা সমজাতীয় কোন গাড়ীর বর্ণনা পণ্যের বর্ণনায় নেই। Quadricycle বর্ণনায় সাইকেল শব্দটি সংযোজিত থাকলেও এটি ০৪ (চার) চাকাবিশিষ্ট ১টি ছোট গাড়ী। এটিকে দৃশ্যত ছোট গাড়ী/মিনিবাস সমজাতীয় গাড়ীর মত মনে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই গাড়ীটি Light Duty Haulars, People Mover Industrial, GOLF ও EQC নামে পরিচিত। তবে যানবাহনের সাথে জড়িত সকলের সাথে আলোচনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ স্বল্প আয়, অপ্রশস্ত রাস্তা প্রভৃতি বিবেচনা করে এই গাড়ীটি দেশের জন্য উপযোগী বলে মতামত পাওয়া যায়। থ্রী হুইলার অটোরিক্সার বিকল্প হিসেবে এই গাড়ীটির অতিরিক্ত সুবিধা হচ্ছে সাধারণভাবে গাড়ীটি ১৯১ লিটার দ্রব্যাদি বহন করতে পারে। তবে প্রয়োজনে একটা সীট ভাজ করলে ৮৫০ লিটার মালপত্র বহন করার জায়গা বেড়ে যায়। বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যল ইম্পোর্টার এন্ড ডিলার এসোসিয়েশন, এফবিসিসিআই কর্তৃক উল্লিখিত ছোট গাড়ীটি অটো-রিক্সার বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশে আমদানি করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

(ক) Quadricycle এর আলাদা এইচএসকোড নির্ধারণ করা যেতে পারে;

(খ) নতুন এইচএসকোড নির্ধারিত হলে শুল্কের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

১.২। বিষয়: সম্পূর্ণায়িত পকেট গ্যাস লাইটার (এইচএসকোড ৯৬১৩.২০.০০) এবং পকেট গ্যাস লাইটার তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ-মিনি বাটন ব্যাটারী (এইচএসকোড ৮৫০৬.৪০.০০)-এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে ১০%-এ হ্রাসকরণ।

কাশেম ল্যাম্পস্ লিঃ পকেট গ্যাস লাইটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ৫ ধরণের গ্যাস লাইটার তৈরি করে থাকে। কাশেম ল্যাম্পস ছাড়া আরও ২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান (ক) কালার ম্যাক্স (খ) পলমল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ সীমিত পরিমাণে গ্যাস লাইটার তৈরি করে থাকে। গ্যাস লাইটার তৈরির যন্ত্রাংশ মিনি বাটন ব্যাটারীর আমদানি শুল্ক

২৫% থেকে ১০% এ হ্রাসের সুপারিশ করার জন্য কমিশনে আবেদন জানানো হয়। এর প্রেক্ষিতে কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সভা করে মতামত গ্রহণ করে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গ্যাস লাইটারের যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্ক ২৫% ছিল। কমিশন কর্তৃক গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে গ্যাস লাইটারের যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্ক ১০% করার জন্য সুপারিশ করা হয়। সকল যন্ত্রাংশের শুল্কহার হ্রাস করা হলেও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মিনি বাটন ব্যাটারীর উপর সম্পূরক শুল্ক ২০% আরোপসহ আমদানি শুল্ক পুনরায় ২৫% আরোপ করা হয়।

বর্তমানে দেশীয় উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে চীন থেকে গ্যাস লাইটার আমদানি করা হয়। সকল যন্ত্রাংশই চীন নিজে তৈরি করে বিধায় কমমূল্যে রপ্তানি করা চীনের পক্ষে সম্ভব হয়। জানা যায় চীনের তৈরি গ্যাস লাইটারের মূল্য প্রতিপিস ০.০৫ মাঃ ডলার শুল্কসহ ৬.০০ টাকা। কখনও এর চেয়ে কম মূল্যেও আমদানি হয়। সানলাইট-১ এল ফ্লিন্ট উইথ লেড ধরণের গ্যাস লাইটারে মিনি বাটন ব্যাটারী ব্যবহৃত হয়। সানলাইট ১ এল লাইটারের যন্ত্রাংশের বিদ্যমান শুল্কে উৎপাদন খরচ মূসক ব্যতীত ৫.৫০ টাকা এবং মূসকসহ ৬.৩২ টাকা। যার মধ্যে মিনি বাটন ব্যাটারীর ব্যয় মোট উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত ১৭.০২%। মিনি বাটন ব্যাটারী আমদানি শুল্ক ১০% করা হলে উক্ত লাইটারের উৎপাদন খরচ হয় ৫.৪৩ টাকা। আপাতঃ দৃষ্টিতে ০.০৭ টাকা উৎপাদন খরচ কম মনে হলেও মিলিয়ন পিসের উৎপাদন খরচ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হয় বলে জানা যায়।

প্রতিষ্ঠানটির সংরক্ষণের মাত্রা নির্ণয় করে দেখা যায় বিদ্যমান শুল্কে সংরক্ষণের মাত্রা ৮৭%। মিনি বাটন ব্যাটারীর শুল্কহার হ্রাস করে ১০% ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে এর সংরক্ষণের মাত্রা হবে ১২৬%। অন্যদিকে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন হার ৫৫% হলে এর সংরক্ষণের মাত্রা সর্বোচ্চ ৬০% পর্যন্ত প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান শুল্কে সহায়তা পাচ্ছে। তাছাড়া গ্যাস লাইটার উৎপাদনে মিনি বাটন ব্যাটারীর জন্য উৎপাদন ব্যয়ের ১২%-১৭% ব্যয় করতে হয়। বিষয়টি বিবেচনা করে শুধুমাত্র মিনি বাটন ব্যাটারীর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে বলে কমিশন মনে করে।

গ্যাস লাইটার একটি কম মূল্যের পণ্য, তাই সামান্য মূল্য পার্থক্যের কারণে চীনের সাথে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কষ্টকর। এই ব্যাটারী দিয়ে যে সকল পণ্য তৈরি হয়, তা স্বল্পমূল্যের। কাজেই স্বল্পমূল্যের পণ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শুল্ক ধাপ থাকলে উক্ত পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশী হবে। তাছাড়া, এই ব্যাটারী দেশেও তৈরি

হয় না, কিংবা কোন উন্নত প্রযুক্তিরও নয়, উন্নতমানের পণ্যেও ব্যবহৃত হয় না, কাজেই এর শুল্ক ন্যূনতম হওয়াই বাঞ্চণীয় বলে কমিশন মনে করে।

তাছাড়া অধিক জনবহুল পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কোন গ্যাস লাইটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নেই বলে জানা যায়। ভারতের সম্পূর্ণ বাজারটি চীনের দখলে। অথচ কিছু কম মূল্যে এবং অশুল্ক বাধা দূর করা গেলে ভারতের বাজারে দেশীয় গ্যাস লাইটারের প্রবেশ সম্ভব হতো বলে জানা যায়। প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে কমিশন থেকে নিম্নোক্ত প্রস্তাব করা হয়।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

মূসক নিবন্ধনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মিনি বাটন ব্যাটারী আমদানিতে আরোপিত ২০% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

১.৩। বিষয়: ফিনিশড ফাইবার অপটিক ক্যাবলের (এইচএসকোড ৮৫৪৪.৭০.০০) কাঁচামাল (ক) Granules for Loose Tube (Natural Colour) (এইচএসকোড ৩৯০৭.৯৯.০০), (খ) Filler Rod of Polypropylene (Dia. 2.2 mm) (এইচএসকোড ৩৯১৬.৯০.৯০) এবং (গ) Co-polymer Coated Aluminium Tape **(এইচএসকোড ৭৬০৭.২০.৯৯) আমদানি শুল্ক হ্রাসকরণ।**

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ ফিনিশড ফাইবার অপটিক ক্যাবলের শুল্ক বৃদ্ধি ও কাঁচামালের আমদানি শুল্ক হ্রাসের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিগত ১৩-০৭-২০১৪ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করেন। তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কর্তৃক মূখ্য সচিবকে শুল্ক অসংগতি বিষয়ে একটি আধা সরকারি পত্র প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত পত্রে বিষয়টি ট্যারিফ কমিশনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ট্যারিফ কমিশনে ফাইবার অপটিকের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জানা যায় বিআরবি ক্যাবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ২০১৪ সন থেকে ফাইবার অপটিক ক্যাবল উৎপাদন শুরু করেছে। সভায় ‘বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প ও বিআরবি ক্যাবলস্ লিঃ এর উৎপাদিত ক্যাবলের গুণগতমান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান দু’টির উৎপাদন ক্ষমতা বুয়েট

থেকে পরীক্ষা করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক বুয়েট কর্তৃক দুটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প সম্পর্কে বুয়েটের প্রতিবেদনে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের ফাইবার অপটিক ক্যাবল তৈরী করে এবং এর গুণগত মান সন্তোষজনক। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার অপটিক ক্যাবল উৎপাদন করার মত ক্ষমতা রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ এর ৩ শিফটে ১৮,০০০ কিঃ মিঃ ক্যাবল উৎপাদন করার ক্ষমতা রয়েছে। জানা যায় দেশে ক্যাবলের চাহিদা প্রায় ২০,০০০ কিঃ মিঃ। তাদের প্রকৃত উৎপাদন ২০১১-১২ তে ১৬০০ কিঃ মিঃ, ২০১২-১৩ তে ১৭৬১ কিঃ মিঃ, ২০১৩-১৪ তে ২৫৫৪ কিঃ মিঃ এবং ২০১৪-১৫ তে ৩৫৯৭ কিলোমিটার। অপরদিকে বিআরবি ক্যাবলের উৎপাদন ক্ষমতা ৫০,০০০ কিঃ মিঃ এবং প্রকৃত উৎপাদন ২০১৪-১৫ তে ১,৮০০ কিলোমিটার বলে জানা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে গত ১১-০৬-২০১৫ তারিখে সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, “আমদানিকৃত অপটিক্যাল ফাইবার কেবল এর উপর প্রস্তাবিত বাজেটে আরোপিত ১০% শুল্কহার যাতে বহাল থাকে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিঃ (বাকেশি) কর্তৃক উৎপাদিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এর কাঁচামালের উপর ০% ট্যারিফ নির্ধারণের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ট্যারিফ কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।”

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

(ক) Granules for Loose Tube (Natural Colour) এর আমদানি শুল্ক ৫% থেকে ০% করা যেতে পারে;
(খ) Filler Rod of Polypropylene (Dia. 2.2 mm) এর আমদানি শুল্ক ৫% থেকে ০% করা যেতে পারে;
(গ) Co-polymer Coated Aluminium Tape এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে ৫% করা যেতে পারে।

১.৪। বিষয়: ফুল উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল: (ক) বাল্ব বিভিন্ন ধরণের চারা গাছের মূল, জীবন্ত চারা গাছ (এইচএসকোড ০৬০২.৯০.০০), (খ) উন্নতমানের ফুল চাষের জন্য 'সেডিং নেট শীট' (এইচএসকোড ৬০০৫.৯০.০০) এবং (গ) মালচিং শীট (এইচএসকোড ৩৯২০.১০.৯০) এর শুল্ক হার হ্রাসকরণ।

তাজা ফুলের ব্যবহার সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সমাদৃত। প্রায় ৩ দশক যাবৎ বাণিজ্যিকভাবে ফুল উৎপাদন শুরু হয়েছে। ৮-১০ বছর যাবৎ এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিয়ে, গায়ে হলুদ, ভ্যালেনটাইন ডে, ২১-শে ফেব্রুয়ারি, জন্মদিন বিভিন্ন সভার মঞ্চ ফুল ব্যতীত চিন্তাই করা যায় না। যশোরের গদখালী, সাভার, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও নারায়ণগঞ্জসহ প্রভৃতি জায়গায় প্রায় ১০-১৫ প্রকারের ফুল বাণিজ্যিকভাবে প্রায় ১০,০০০ হেক্টর এলাকায় চাষ করা হয়। ফুল চাষ শস্য চাষের চেয়ে কয়েক গুণ লাভজনক বিধায় এর চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে দেশীয় জারবেরা ফুলটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং বেশ কয়েক দিন তাজা থাকে। দেশ জারবেরাসহ অন্যান্য ফুল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু চীন ও ভারত থেকে প্রচুর জারবেরা বৈধ/অবৈধ পথে আমদানি হয়। কমিশনের সুপারিশে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কাট ফ্লাওয়ারের আমদানি শুল্ক ১২% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% করা হয়েছে। তাজা ফুল আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য এর উপর সম্পূরক শুল্ক ২০% আরোপ করা যেতে পারে। ফুল উৎপাদনকারীদের মতে এ খাতে তাদের বিনিয়োগ প্রায় ২০০ কোটি টাকা। প্রায় ১০ লক্ষ জনবল ফুল ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। কমিশন থেকে তাজা ফুল ও ফলিয়েজের উপর একটি সাব-সেক্টর স্টাডি করা হয়েছে। কমিশনের সুপারিশের ফলে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কাট ফ্লাওয়ারের উপর আমদানি শুল্ক ১২% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% করা হয়েছে। এর ফলে আমদানিকৃত কাট ফ্লাওয়ারের আমদানি অনেকটা নিরুৎসাহিত হয়েছে। দেশীয় ফুল উৎপাদনকারীদের আরও উৎসাহিত করার জন্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের জন্য আমদানিকৃত ফুলের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। সমীক্ষায় জানা যায় ফুল উৎপাদনকারীদের ফুল উৎপাদনে ব্যবহৃত কিছু উপকরণের শুল্ক সুবিধা প্রদান করলে ফুলের দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হবে এবং ফুলের আমদানি নিরুৎসাহিত হবে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

(ক) তাজা ফুল আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য কাট ফ্লাওয়ারের উপর সম্পূরক শুল্ক ৩০% আরোপ করা যেতে পারে

(খ) বিভিন্ন চারা গাছের মূল, চারা গাছ প্রভৃতি এর শুল্ক কাঠামো পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকবে

(গ) শেডিং নেট শিট এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে ১০% এ হ্রাস এবং সম্পূরক শুল্ক ২০% প্রত্যাহার করা যেতে পারে। তবে এই কোড 'অন্যান্য' এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় সেডিং নেটের পৃথক ট্যারিফ লাইন করা যেতে পারে।

(ঘ) মালচিং শিটের আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে ১০% এ হ্রাস এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ৪% প্রত্যাহার করা যেতে পারে। তবে এই কোড 'অন্যান্য' এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় মালচিং শীটের পৃথক ট্যারিফ লাইন করা যেতে পারে।

১.৫। বিষয়: কয়ার রোপ (এইচএসকোড ৫৬০৭.৯০.০০) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল কয়ার ফাইবার (এইচএসকোড ৫৩০৫.০০.০০) এর শুল্ক হার হ্রাসকরণ।

শ্যামল বাংলা জুটেক্স লিঃ কয়ার রোপ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল কয়ার ফাইবার এর শুল্কহার হ্রাস এর বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য কমিশনে আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৭ সাল থেকে কয়ার রোপ (নারিকেলের ছোবড়ার ফাইবার/তন্তু থেকে পাকানো দড়ি) তৈরি করে কোরিয়াতে রপ্তানি করে। এছাড়া চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মালয়েশিয়া ও নেদারল্যান্ডে কয়ার রোপের প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কাঁচামলের উপর শুল্কহার অধিক থাকার কারণে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা ও ভারতের সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। প্রতিষ্ঠানটি আরও উল্লেখ করে যে, শুধু কয়ার রোপ (দড়ি) নয়, কয়ার নেটসহ অন্যান্য কয়ার পণ্য যেমন: কয়ার ম্যাট, কয়ার ফেল্ট, কয়ার নেট (পাখির বাসা), কয়ার কালিং ইত্যাদি পণ্যের বিদেশে চাহিদা থাকায় দেশে তৈরি করে রপ্তানির মাধ্যমে বছরে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এক্ষেত্রে বড় বাধা কয়ার ফাইবার আমদানি শুল্ক অনেক বেশী, যা প্রায় ৩১.৫০%। আমদানি শুল্ক ০% বা সর্বোচ্চ ৫% করা হলে প্রতিষ্ঠানটি কয়ার পণ্য তৈরি ও রপ্তানি করে আন্তর্জাতিক বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান দখল করতে পারবে বলে আবেদনকারী জানিয়েছেন।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নারিকেলের ছোবড়াও কয়ার ফাইবার তৈরীর একটি কাঁচামাল এবং এ ফাইবার দিয়ে কয়ার রোপসহ অন্যান্য পণ্যও তৈরী করা যায়। কয়ার রোপ ও কয়ার ফাইবারের শুল্কহার একই অর্থাৎ ১০%। তবে রপ্তানিতে কয়ার ফাইবারের উপর ০% শুল্কহার আরোপ ও মূসক প্রত্যাহার করা হলে রপ্তানিতে সংরক্ষণের মাত্রা হবে ৫২%। সংশ্লিষ্ট এইচএসকোডের অধীনে ৫৬০৭.৯০.০০ ট্যারিফ লাইনের "অন্যান্য" এর বিপরীতে কয়ার রোপ আমদানি ও রপ্তানি হওয়ার কারণে সঠিক আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, প্রতি মেট্রিক টন কয়ার রোপ উৎপাদন করতে খরচ হয় ৫২,২৪০ টাকা এবং কয়ার ফাইবারের জন্য ব্যয় করতে হয় মোট উৎপাদন খরচের ৭৬%। অপরদিকে রপ্তানি

করতে হয় প্রতি মে. টন ৪৮,৫৪০ টাকা। দেশে বর্তমানে ৮টি প্রতিষ্ঠান কয়ার রোপ উৎপাদন করে। দেশে কয়ার রোপ তৈরির মোট উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে ৩২৫০ মেট্রিক টন। আরও দেখা যায় যে, কয়ার ফাইবার আমদানি করে কয়ার রোপ তৈরীতে মূল্য সংযোজন হার হচ্ছে ৩৮%। বর্তমানে কয়ার ফাইবারের উপর আমদানিতে আরোপিত ১০% শুল্ক হারে শিল্পটির সংরক্ষণের মাত্রা হচ্ছে ৪৬% এবং ৫% শুল্কহারে শিল্পটির সংরক্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫% দাঁড়াবে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

(ক) কয়ার ফাইবারের বর্তমান শুল্কহার ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে।

(খ) কয়ার রোপ ও কয়ার ফাইবারের জন্য আলাদা ট্যারিফ লাইন করা যেতে পারে।

১.৬। বিষয়: মশার কয়েলের ব্যান্ডরোল (এইচএসকোড ৩৮০৮৯১২১) সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

এসিআই লিঃ মশার কয়েলের ব্যান্ডরোল সংযোজনের বিষয়ে চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বরাবর আবেদন জানায়। প্রতিষ্ঠানটি আবেদনে উল্লেখ করে, ইদানীং খুব নিম্নমানের মশার কয়েল বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশে মশার কয়েলের একটি বিশাল বাজার রয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ক্রমবর্ধমান। এই বিশাল বাজার থেকে সরকারের প্রচুর রাজস্ব আহরণের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডগুলোর পাশাপাশি চীনসহ অন্যান্য দেশ থেকে আমদানিকৃত ও অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে তৈরী প্রচুর পরিমাণ মশার কয়েলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডাটা বেইস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, চীন, ভারত, কোরিয়া , মায়ানমার ইত্যাদি দেশ হতে প্রায় ৩,১৮৫.৯ মেঃ টন কয়েল ও এরোসল আমদানি হয়েছে। এসব কয়েলের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ না থাকায় প্রচুর রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

মশার কয়েল উৎপাদন ও বিতরণ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয় এবং এক্ষেত্রে সরকারের সুস্পষ্ট নীতিমালাও রয়েছে। কিন্তু বাজারে মশার কয়েলের উৎপাদনকারী এবং আমদানীকারকের সংখ্যা প্রচুর হওয়ায় সরকারের পক্ষে যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিপদজনক এসব কয়েল

জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকির পাশাপাশি সরকারের প্রাপ্য মূসক ও অন্যান্য রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

তাই এ শিল্পে সুষম প্রতিযোগিতা ও সরকারের রাজস্ব আদায়ের জন্য তামাকজাত পণ্য, কোমল পানীয়, বোতলজাত পানি এবং সাবান ইত্যাদি শিল্পের ন্যায় উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ব্যান্ডরোল এর প্রচলন করা যেতে পারে। এর ফলে আমদানিকারক ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বিক্রিত কয়েল থেকে সরকারকে মূসক ও রাজস্ব প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারবে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

'ব্যান্ডরোল সংযোজন' পদ্ধতিটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিবেচনায় লাভজনক হলে কার্যকর করা যেতে পারে।

১.৭। বিষয়: মেইজ কর্ণ ফ্লাওয়ার (এইচএসকোড ১১০২২০০০) এর শুল্ক হার বৃদ্ধি।

বাংলাদেশ স্টার্চ এন্ড ডেরীভেটিভস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড ট্রেডার্স এসোসিয়েশন এর সদস্য প্রতিষ্ঠান রহমান কেমিক্যালস লিঃ, ভরসা এগ্রো কেমিক্যালস লিঃ ও মার লিঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত, দেশের পতিত জমিতে প্রান্তিক কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত কৃষিপণ্য ভুট্টা ব্যবহার করে ১১০৮ এবং ১১০২ হেডিং এর মেইজ স্টার্চ এবং মেইজ ফ্লাওয়ার উৎপাদন করে থাকে। তাদের এ কার্যক্রমে প্রায় লক্ষাধিক কৃষি শিল্প-শ্রমিক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত। চুক্তিবদ্ধ দেশীয় কৃষকদের উৎপাদিত ভুট্টার অন্যতম প্রধান ব্যবহার হয় স্টার্চ উৎপাদনে। ১০০% দেশীয় কাঁচামাল ভুট্টা দিয়ে স্টার্চ তৈরি হচ্ছে এবং কাঁচামাল হিসাবে ভুট্টা ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে দেশে ২৫ লক্ষ মেঃ টন ভুট্টা উৎপাদিত হচ্ছে যা থেকে উৎপাদিত স্টার্চ দেশের সকল চাহিদা মেটাতে সক্ষম। বর্তমানে আমদানিকৃত মেইজ স্টার্চ এর সাথে দেশে উৎপাদিত মেইজ স্টার্চ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এ প্রতিযোগিতায় দেশীয় কৃষকদের টিকে থাকতে হলে আমদানিকৃত মেইজ স্টার্চ এর শুল্ক হার সর্বোচ্চ (২৫%) বজায় রাখা প্রয়োজন বলে বাংলাদেশ স্টার্চ এন্ড ডেরীভেটিভস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড ট্রেডার্স এসোসিয়েশন তাদের আবেদনে উল্লেখ করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান আরো জানিয়েছে যে, কর্ণফ্লাওয়ার (এইচএসকোড ১১০২২০০০) এবং মেইজ কর্ণ স্টার্চ (এইচএসকোড ১১০৮১২০০) মূলতঃ একই পদার্থ। মেইজ কর্ণ স্টার্চ (এইচএসকোড

১১০৮১২০০) এর আমদানি শুল্ক ইতোমধ্যেই ২৫% করা হয়েছে। কিন্তু, কর্ণ ফ্লাওয়ার (এইচএসকোড ১১০২২০০০) এর আমদানি শুল্ক ১০% হওয়ায় বর্তমানে মেইজ কর্ণ স্টার্চ কর্ণ ফ্লাওয়ার এর নামে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশে আমদানির সুযোগ থাকায় বাংলাদেশ স্টার্চ এন্ড ডেরীভেটিভস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড ট্রেডার্স এসোসিয়েশন দেশীয় ভূট্টা চাষীদের স্বার্থ রক্ষার্থে কর্ণ ফ্লাওয়ার (এইচএসকোড ১১০২২০০০) এর আমদানি শুল্ক ১০% থেকে উন্নীত করে ২৫% করার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

মেইজ কর্ণফ্লাওয়ারের শুল্কহার ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% করা যেতে পারে।

১.৮। বিষয়: সম্পূর্ণায়িত পণ্য এয়ার ফ্রেশনার (এইচএসকোড ৩৩০৭.৪৯.০০) এর কাঁচামাল (ক) Tin Plated Cans (এইচএসকোড ৭৩১০২১২০), (খ) Mixture of Odoriferous Substances (এইচএসকোড ৩৩০২৯০০০) এবং (গ) Valve Button (এইচএসকোড ৮৪৮১.৮০.২৯) এর আমদানি শুল্ক হার হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

এসিআই লিমিটেড ও স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশের অন্যতম কেমিক্যাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান দু'টি এয়ার ফ্রেশনার উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে তাদের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ লক্ষ ইউনিট। এ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এয়ার ফ্রেশনার উৎপাদন করে। দেশের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৪০ লক্ষ ইউনিট। স্থানীয়ভাবে এয়ার ফ্রেশনারের যে চাহিদা রয়েছে তা স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা পূরণ করা সম্ভব। কিন্ত চীন, ভারত, আরব আমিরাত ইত্যাদি দেশ হতে প্রায় ১৬ লক্ষ ইউনিট এয়ার ফ্রেশনার আমদানি হচ্ছে। যার গড় আমদানি মূল্য ৬৪ টাকা। আমদানিকৃত এ পণ্যটি স্থানীয় বাজারে মানভেদে ৫০ থেকে ২০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে।

অন্যদিকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এ পণ্যটির উৎপাদন খরচ ৭০.২৫ টাকা। স্থানীয় উৎপাদন খরচের সাথে ভ্যাট ও সম্পুরক শুল্ক যোগ করার পর মূল্য দাড়ায় প্রায় ৯০ টাকা। প্রতি ইউনিট এয়ার ফ্রেশনার উৎপাদনে আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় ৩৭.৯২ টাকা। আমদানিকৃত কাঁচামাল বাদে স্থানীয় মূল্য সংযোজন প্রায় ৪৭%। কাঁচামাল

আমদানিতে গড়ে প্রায় ৫২.৬৮% শুল্ক আরোপিত আছে। বর্তমানে তুলনামূলক কম মূল্যে পণ্যটির আমদানি বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটির সুরক্ষার কার্যকর হার (ERP) নির্ণয় করলে দেখা যায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে ৫৯.৪৯% সুরক্ষা পাচ্ছে। এসিআই লিমিটেড ও স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড এর আবেদন অনুযায়ী আমদানিকৃত এয়ার ফ্রেশনার এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ২০% থেকে বাড়িয়ে ৪০% করা হলে সুরক্ষার কার্যকর হার (ERP) দাড়ায় ৯০.৪৭% এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এয়ার ফ্রেশনার কাঁচামালের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ২০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হলে সুরক্ষার কার্যকর হার (ERP) এর মাত্রা দাঁড়ায় ৭০.১১%।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে এয়ারফ্রেশনার উৎপাদনকারী এবং এর অন্যতম প্রধান কাঁচামাল টিনক্যানের স্থানীয় উৎপাদনকারী ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এয়ারফ্রেশনারের কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে কমিয়ে ১০% করা হলে প্রতিষ্ঠানটির সুরক্ষার কার্যকর হার (ERP) এর মাত্রা দাঁড়ায় ৬৭.৪৬%। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব এবং আমদানিকৃত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে আমদানি হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজন প্রায় ৪৭% তাই স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আরো বেশী সুরক্ষা দেয়া যেতে পারে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

ভ্যাট রেজিষ্টার্ড এয়ার ফ্রেশনার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কাঁচামাল –
(ক) Tin Plated Cans , (খ) Mixture of Odoriferous Substances ও (গ) Valve Button
এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ১০% করা যেতে পারে।

১.৯। বিষয়: স্টীল জাতীয় রন্ধনপাত্র এর কাঁচামাল (এইচএসকোড ৭৩২৩.৯৯.০০, অন্যান্য বর্ণনাসহ), এ্যালুমোনিয়াম জাতীয় রন্ধনপাত্রের কাচাঁমাল (এইচএসকোড ৭৬১৫.১০.০০) এবং High temperature resistant coating material (এইচএসকোড ৩২০৮.৯০.৯০ ও ৩২০৯.৯০.৯০) এর আমদানি শুল্ক হ্রাসকরণ।

‘কিয়াম’ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ দেশের প্রতিষ্ঠিত, স্বনামধন্য ও মানসম্মত রন্ধনপাত্র তৈরীকারী প্রতিষ্ঠান। শিল্প প্রতিষ্ঠানটি কুষ্টিয়ায় অবস্থিত। তাদের উৎপাদিত পণ্য, প্রেসার কুকার, নন-স্টিক ফ্রাইপ্যান, কারীডিশ, এ্যালুমিনিয়াম তৈজসপত্র, প্লাষ্টিক তৈজসপত্র ও ওপাল গ্লাস ওয়ার প্রভৃতি। উল্লেখ্য কাঁচামাল ও তৈরিপণ্য একই এইচ.এস.কোডের অধীনে বিধায় শুল্ক কাঠামো অভিন্ন। তাই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ‘কিয়াম’ ব্র্যান্ডের গৃহস্থালী রন্ধন পাত্র তৈরীর কাঁচামাল আমদানির জন্য নতুন ট্যারিফ লাইন এবং শুল্ক হ্রাস করার জন্য কমিশনে আবেদন জানায়।

দেশীয় বাজারে আমদানিকৃত এবং দেশের উৎপাদিত উভয় প্রকার তৈজসপত্র দেখা যায়। রন্ধনপাত্র গুলি সাধারণত চীন, ভারত, তুরস্ক, ইতালি প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানিকৃত। তবে দেশীয় ‘কিয়াম’ ব্র্যান্ডর রন্ধনপাত্র মানসম্মত এবং তুলনামূলক মূল্য বেশী। তাই গুণাগুণ ভাল হওয়া সত্বেও শুধুমাত্র মূল্য বেশী হওয়ার কারণে বিদেশী তৈজসপত্রের প্রতি ক্রেতার আগ্রহ বেশী। দেশীয় বাজারে আমদানিকৃত ফ্রাইপ্যান , প্রেসার কুকার, কারীপ্যান প্রচুর সংখ্যক দেখতে পাওয়া যায়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের রন্ধনপাত্র তৈরীর সময় আরও একটি কাঁচামাল coating material হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যার নাম High temperature resistant coating material যা ৩২০৮.৯০.৯০ এরং ৩২০৯.৯০.৭০ এইচএসকোডের অধীনে ‘অন্যান্য বর্ণনায় আমদানি করা হয়। এই coating material উচ্চ তাপ মাত্রায় সহনীয় এরং স্বাস্থ্য সন্মতভাবে তৈরী করা হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে আমদানি নির্ভর, এবং বিকল্প ব্যবহার নেই বলে জানা যায়।

প্রতিষ্ঠানটির আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ ৭৩২৩.৯৯.০০ এবং ৭৬১৫.১০.০০ এইচএস কোডের অধীনে আমদানি হয়। অধ্যায় ৭৩ ষ্টীল জাতীয় পণ্য এবং অধ্যায় ৭৬ এ্যালুমিনিয়াম জাতীয় পণ্যের বর্ণনা রয়েছে। কাঁচামালের উচ্চ শুল্ক প্রদান করে দেশে তৈরী তৈজসপত্র সম্পূর্ণায়িত আমদানিকৃত তৈজসপত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কষ্টকর বলে জানা যায়। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত কয়েকটি পাত্রের উৎপাদন খরচ প্রদান করেছে। যেমন- (ক) ৩০ সিন্টিমিটার (ওজন ২.১১ কেজি) একটি নন-স্টিক কড়াই এর উৎপাদন খরচ ৬০০.০০ টাকা। পক্ষান্তরে চীন থেকে এই মাপের আমদানিকৃত কড়াইয়ের মূল্য শুল্কসহ মাত্র ৩৫৭.৪২ টাকা। (বিল অব এন্ট্রি নং c27101 তারিখ: ২৯/১২/২০১৫)।

(খ) ২৮ সেন্টিমিটার (ওজন ১.৬৮ কেজি) একটি ফ্রাইপ্যানের উৎপাদন খরচ ৫৬৮.০০ টাকা। পক্ষান্তরে চীনের তৈরি একই মাপের ফ্রাইপ্যানের আমদানি মূল্য শুল্কসহ মাত্র ১৫৫.০০ টাকা (বিল অব এন্ট্রি নং c1356958 তারিখ: ২৭/১২/২০১৫)।

(গ) আবার ৪.৫ লিটারের (ওজন ১.৬৬ কেজি) প্রেসার কুকারের উৎপাদন খরচ ৬৫৫.০০ টাকা। কিন্তু একই মাপের ভারত ও চীন থেকে প্রেসার কুকারের শুল্কসহ আমদানি মূল্য ৩৮৩.৫৭ টাকা (বিল অব এন্ট্রি নং c194231 তারিখ: ১১ /২/২০১৬)।

উল্লেখ্য, আমদানিকৃত রন্ধনপাত্র ওজনে শুল্কায়ন করা হয়। আমদানিকৃত পাত্রের ওজন দেশীয় 'কিয়াম' ব্রান্ডের চেয়ে অনেক সময় কম হয়। কিন্তু ওজনের তারতম্যের চেয়ে মূল্য পার্থক্য বেশী মনে হয়। মূল্য পার্থক্য দেখে আন্ডার ইনভয়েসিং হচ্ছে বলে অনুমিত হয়। 'কিয়াম 'ব্রান্ডের রন্ধনপাত্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬,৯৮,৩৪৬ মাঃডলার। দেশের বাজারে যে সকল প্রেসার কুকার, ফ্রাইপ্যান, কারীপ্যান প্রভৃতি পাওয়া যায় তার অধিকাংশই চীন, কোরিয়া, তুরস্ক, ভারত ও ইতালি থেকে আমদানিকৃত এবং এগুলি তৈরির উপকরণসমূহও চীন ও ভারত থেকে আমদানি করা হয়।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

পণ্যসমূহের উপর বিদ্যমান এইচএসকোড ও আমদানি শুল্কহার অপরিবর্তিত থাকবে।

১.১০। বিষয়: ভলকানাইজড রাবার থ্রেড তৈরির প্রধান কাঁচামাল ভলকানাইজড রাবার থ্রেড এন্ড কর্ড এর (এইচএসকোড ৪০০৭.০০.০০) শুল্ক হ্রাসকরণ।

বাংলাদেশ গ্লীটার এন্ড গ্লীটার ইর্য়ান ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্ন ধরণের সুতা তৈরি করে থাকে। তন্মধ্যে বিভিন্ন ধরণের জরি সুতা, রাবার সুতা উল্লেখযোগ্য। শিল্প প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত ভলকানাইজড রাবার থ্রেড তৈরির প্রধান কাঁচামাল ভলকানাইজড রাবার থ্রেড এন্ড কর্ড। ভলকানাইজড রাবার থ্রেড এন্ড কর্ড এর (এইচএসকোড ৪০০৭.০০.০০) শুল্ক হ্রাস করার জন্য কমিশনে আবেদন জানানো হয়েছে। তাছাড়া বন্ডেড ওয়্যার হাউস এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ভলকানাইজড রাবার থ্রেড অবৈধভাবে বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও দেশীয়

প্রতিষ্ঠান হুমকির সন্মুখীন। বন্ডেড ওয়্যার হাউসের মাধ্যমে আমদানিকৃত ভলকানাইজড রাবার থ্রেড এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

এ থ্রেড দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংকোচন ও প্রসারণ হয় এমন কাপড় লেস, টেপ, কর্ড, মেয়েদের জিন্সের প্যান্টের কাপড়, আন্ডার গার্মেন্টস প্রভৃতি তৈরী করা হয়। দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ভলকানাইজড রাবার থ্রেড বেয়ার ব্যবহত হয়। আমদানিকৃত ভলকানাইজড রাবার থ্রেড এন্ড কর্ড কে জরি, সুতা, পলিষ্টার প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত করে ভলকানাইজড রাবার থ্রেড তৈরী করা হয়। যা পরবর্তিতে লেস, টেপ, আন্ডার গার্মেন্টস , মোজা প্রভৃতি তৈরীতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি টেক্সটাইল পণ্য। দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত উভয় ধরনের ভলকানাইজড রাবার থ্রেড দেশীয় বাজারে পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় ভলকানাইজড রাবার থ্রেড এন্ড কর্ড উৎপাদন একটি জটিল প্রক্রিয়া, এতে হাইটেক প্রযুক্তি এবং ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি জড়িত। উন্নত প্রযুক্তিতে ৬০% DRC লেটেক্সের সহিত রাসায়নিক সংমিশ্রণে হাইটেক মেশিনারী ব্যবহার করে Extruded Volcanized পদ্ধতিতে Round Section in Ribbon Form এ রুপান্তর করা হয়। এ পদ্ধতি বর্তমান বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত ও যুগোপযোগী । উল্লিখিত পদ্ধতিতে দেশে রাবার থ্রেড এন্ড কর্ড উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই এই থ্রেড আমদানির বিকল্প নাই।

- ভলকানাইজড রাবার থ্রেড এন্ড কর্ড কে সুতা (Cotton) দিয়ে আচ্ছাদিত করে ১ কেজির উৎপাদন খরচ ৩১৬.৩৭ টাকা। পক্ষান্তরে বন্ডে আমদানিকৃত মূল্য প্রায় ২৫০.০০ টাকা এবং এর আনুপাতিক ব্যবহার মোট খরচের ২৯.২৩% ।
- পলিয়েস্টার দিয়ে আচ্ছাদিত করলে ১ কেজির উৎপাদন খরচ ২৯৫.০৩ টাকা। পক্ষান্তরে বন্ডে আমদানিকৃত মূল্য প্রায় ২৩০ টাকা হতে ২৩৫ টাকা । এক্ষেত্রে আনুপাতিক ব্যবহার মোট খরচের ৪১.৭৯%।
- আবার জরি সুতা দিয়ে আচ্ছাদিত করলে ১ কেজির উৎপাদন খরচ ৫৫৪.৩৭ টাকা।পক্ষান্তরে বন্ডে আমদানিকৃত মূল্য প্রায় ৩৬৯ টাকা এবং এক্ষেত্রে আনুপাতিক ব্যবহার মোট খরচের ৩৬.১৪%।
- নাইলন দিয়ে আচ্ছাদিত করলে দেশীয় ১ কেজির উৎপাদন খরচ ২৯৯ টাকা। পক্ষান্তরে বন্ডে আমদানিকৃত মূল্য প্রায় ২৩৭ টাকা এবং এক্ষেত্রে আনুপাতিক ব্যবহার ৪৬.২৮%।

প্রাপ্ত তথ্যে এই ধারণা করা যায় যে, বন্ডে আমদানিকৃত ভলকানাইজড রাবার থ্রেড দেশীয় বাজারে বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা গেলে দেশীয় ভলকানাইজড রাবার থ্রেড উৎপাদনকারীদের জন্য সহায়ক হয়। বন্ডেড ওয়্যার হাউজের মাধ্যমে দেশে গার্মেন্টস শিল্প এই থ্রেড আমদানি করে। কিন্তু গার্মেন্টসসমূহ নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত থ্রেড আমদানি করে বাজারে বিক্রি করে দেয়। এর ফলে দেশীয় ভলকানাইজড রাবার থ্রেড উৎপাদনকারীগণ হুমকির সম্মুখীন। দেশে বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত ভলকানাইজড রাবার থ্রেড সহজলভ্য বিধায় আমদানিকারকগণ শুল্ক প্রদান করে রাবার থ্রেড আমদানি করতে আগ্রহী নয়। ফলে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে দেশীয় ভলকানাইজড রাবার থ্রেড উৎপাদনকারীগণ আবেদনে বলেছেন যেন বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত ভকানাইজড রাবার থ্রেড আমদানির সময় বিভিন্ন জায়গায় যেমন ইনভয়েস, কার্টুনের চর্তুরদিকে প্রিন্টেড দৃশ্যমান হরফে, লেভেল প্রতিটি ক্ষেত্রে “বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত ইহা বিক্রয়যোগ্য নহে” বর্ণনাটি উল্লেখ করা দরকার।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

ক) দেশীয় শিল্পকে সহায়তার লক্ষ্যে ভ্যাট নিবন্ধনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ভলকানাইজড রাবার থ্রেড এন্ড কর্ডের আমদানি শুল্ক ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে।

খ) বন্ডের মাধ্যেমে আমদানিকৃত ভলকানাইজড রাবার থ্রেড আমদানির সময় বিভিন্ন জায়গায় যেমন: ইনভয়েস, কার্টুন, লেভেল প্রতিটি জায়গায় “বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত ইহা বিক্রয়যোগ্য নহে” বর্ণনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

১.১১। বিষয়: বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল:- ক)সিলিকন ইলেকট্রিক্যাল স্টিল শীট (এইচএসকোড ৭২২৬.১১.০০), খ) ট্রান্সফরমার অয়েল (এইচএসকোড ২৭১০.১৯.৩৭) এবং গ) ইনসুলেটেড পেপার বোর্ড ও পেপার (এইচএসকোড ৪৮১১.৯০.২০) এর ক্ষেত্রে-ভ্যাট নিবন্ধনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি শুল্ক ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা।

এনার্জি প্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, টেকনো ভেনচার লিঃ, টিএস ট্রান্সফরমারস লিঃ ও বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন এর অধীন জেমকো লিঃ পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর আমদানি শুল্ক

বৃদ্ধি অথবা ট্রান্সফরমার উৎপাদনের কাঁচামালের আমদানি শুল্ক হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। বাংলাদেশে ২০০৩ সাল বা এর অব্যবহিত পর হতে পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ট্রান্সফরমার (১-১০ এমভিএ পর্যন্ত, এইচ এস কোড ৮৫০৪.২২.৯০) এবং ২০০৯-১০ হতে কারেন্ট ট্রান্সফরমার ও পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (এইচ এস কোড ৮৫০৪.৩১.০০) উৎপাদন শুরু হয়েছে।

বর্তমানে ছয়টি দেশীয় প্রতিষ্ঠান বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার উৎপাদন করছে। এগুলো হলো যথাক্রমে এনার্জি প্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, টেকনো ভেনচার লিঃ, টিএস ট্রান্সফরমারস লিঃ, পাওয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, ম্যানপাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ এবং ইলেকট্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। এছাড়া, বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন এর অধীন জেমকো লিঃ বিগত কয়েক বছর ধরে পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার সাফল্যের সাথে উৎপাদন করে আসছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে পাওয়ার ট্রান্সফরমারের বার্ষিক চাহিদা ৪০০-৫০০পিস। দেশে বর্তমানে যে সকল ট্রান্সফরমার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের বার্ষিক পাওয়ার ট্রান্সফরমার উৎপাদনের প্রকৃত হার ৩০০-৩৫০ পিস হলেও তাদের বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০০-৭০০ পিস বলে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ জানিয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশে কারেন্ট ট্রান্সফরমার ও পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারের বর্তমান বার্ষিক চাহিদা ২৫,০০০ হতে ২৬,০০০ পিস, দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত কারেন্ট ট্রান্সফরমার ও পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারের উৎপাদনের প্রকৃত হার ২০,০০০ পিস হলেও তাদের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৬,০০০ পিস ।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পূর্ণাঙ্গ কারেন্ট ট্রান্সফরমার ও পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (এইচ এস কোড ৮৫০৪.৩১.০০) এর আমদানি শুল্ক ১০% সহ মোট শুল্ক ৩৭.০৭%, পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ট্রান্সফরমার (১-১০ এমভিএ পর্যন্ত) (এইচএসকোড-৮৫০৪.২২.৯০) আমদানি শুল্ক ১০% সহ মোট শুল্ক ৩৭.০৭% ছিল।

পক্ষান্তরে, স্থানীয় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাঁচামালের যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্কের জন্য মোট শুল্ক ২৭.৪৭%-৬১.০৯% দিতে হয়। এরূপ শুল্ক বৈষম্যের ফলে দেশীয় ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্ণাঙ্গ ট্রান্সফরমার আমদানির বিপরীতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না বলে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আশংকা ব্যক্ত করেছে । আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এ কারণেই ট্রান্সফরমার উৎপাদনের কাঁচামাল ট্রান্সফরমার অয়েল (এইচএসকোড-২৭১০.১৯.৩৭), ইনসুলেটেড পেপার বোর্ড ও পেপার

(এইচএসকোড-৪৮১১.৯০.২০) এবং সিলিকন ইলেকট্রিক্যাল স্টিল শীট (এইচএসকোড-৭২২৬.১১.০০) এর আমদানি শুল্ক ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বিশ্লেষণ:

কারেন্ট ও পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (১ কেভিএ এর নীচে) (এইচএসকোড-৮৫০৪.৩১.০০), ১-১০ এমভিএ (এইচএসকোড-৮৫০৪.২২.৯০) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মোট শুল্ক হার, ট্রান্সফরমার উৎপাদনের কাঁচামালের আমদানি শুল্ক হারের তুলনায় কম হওয়ায় দেশীয় ট্রান্সফরমার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অধিকন্তু, সমজাতীয় সম্পুর্ণায়িত পণ্য পূর্ণাঙ্গ বিতরণ ট্রান্সফরমার (এইচএসকোড-৮৫০৪.২১.০০) আমদানিতে আমদানি শুল্কহার ২৫%। যেহেতু সকল প্রকারের ট্রান্সফরমার বর্তমানে বাংলাদেশেই উৎপাদিত হচ্ছে এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দেশীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম সুতরাং পূর্ণাঙ্গ বিতরণ ট্রান্সফরমার (এইচএসকোড-৮৫০৪.২১.০০) এর ন্যায় সকল প্রকার ট্রান্সফরমার আমদানিতে শূল্কহার ২৫% হওয়া বাঞ্চনীয়। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ট্রান্সফরমার উৎপাদনের কাঁচামাল ট্রান্সফরমার অয়েল (এইচএসকোড-২৭১০.১৯.৩৭) এবং ইনসুলেটেড পেপার বোর্ড ও পেপার (এইচএসকোড-৪৮১১.৯০.২০) এর ব্যবহার বাংলাদেশে শুধুমাত্র ট্রান্সফরমার উৎপাদনে। অপরদিকে সিলিকন ইলেকট্রিক্যাল স্টিল শীট (এইচএসকোড-৭২২৬.১১.০০) এর ব্যবহার ট্রান্সফরমার উৎপাদন ছাড়াও অন্যান্য জেনারেটর উৎপাদনেও রয়েছে। সিলিকন ইলেকট্রিক্যাল স্টিল শীট এর শুল্ক হ্রাস করলে তা অন্যান্য শিল্পের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল:-

ক) সিলিকন ইলেকট্রিক্যাল স্টিল শীট (এইচএসকোড ৭২২৬.১১.০০)

খ) ট্রান্সফরমার অয়েল (এইচএসকোড ২৭১০.১৯.৩৭) এবং

গ) ইনসুলেটেড পেপার বোর্ড ও পেপার (এইচএসকোড ৪৮১১.৯০.২০) এর ক্ষেত্রে - ভ্যাট নিবন্ধনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি শুল্ক ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে।

১.১২। বিষয়: Prepayment Kilowatt Hour Meter (এইচএসকোড ৯০২৮.৩০.২০) এর ক্ষেত্রে সম্পুর্ণায়িত পণ্যের জন্য আমদানি শুল্ক ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% করা প্রসংগে।

টেকনো ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড সম্পুর্ণায়িত প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার (এইচ এস কোড ৯০২৮.৩০.২০) আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার ১০% থেকে বাড়িয়ে ২৫% করার জন্য আবেদন জানিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে তিনটি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে টেকনো ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড, বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট ও হোসাফ মিটার প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার উৎপাদন করছে। আবেদনকারীর আবেদন থেকে জানা যায় যে, আমদানিকৃত প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার এর প্রতি পিস খরচ শুল্ক সহ পড়ে ২৭৫০ টাকা। অপরদিকে, দেশে উৎপাদিত প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার এর প্রতি পিস খরচ পড়ে ৩১০০ টাকা। এর ফলে দেশীয় প্রতিষ্ঠান আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেনা বিধায় প্রতিষ্ঠানটি আমদানিকৃত সম্পুর্ণায়িত প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার এর আমদানি শুল্ক ২৫% করা সহ মোট শুল্ক ৬১.০৯% করার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

পর্যবেক্ষণঃ

বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে আমদানিকৃত সম্পুর্ণায়িত প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার (এইচ এস কোড ৯০২৮.৩০.২০) এর আমদানি শুল্কহার এবং প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার এর যন্ত্রাংশের (এইচ এস কোড ৯০২৮.৯০.১০) আমদানি শুল্কহার একই হওয়ার কারণে দেশে উৎপাদিত প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটারের খরচ বেশী পড়ছে। সম্পুর্ণায়িত প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার এর আমদানি শুল্ক হার ১০% আবার এর পার্টস এন্ড এক্সেসরিজ এর আমদানি শুল্ক হার ও ১০% যা যুক্তিসংগত নয়। বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় যে, বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটারের গুণগতমান বুয়েট কর্তৃক যাচাই করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ দেশীয় প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার সম্পর্কে এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে যে, এটি তাদের গুণগতমান নির্ণায়ক নীরিক্ষণে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অপরদিকে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর সুপারিশে প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটারের (এইচ এস কোড ৯০২৮.৩০.২০) আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ১০% এ আনা হয়। সুতরাং, এই এইচএসকোডের বর্তমান আমদানি শুল্কহার ১০% থেকে ২৫%-এ উন্নীতকরণ সমিচিন হবে না।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

দেশীয় প্রি-পেমেন্ট কিলোওয়াট আওয়ার বৈদ্যুতিক মিটার এর যন্ত্রাংশ (এইচ এস কোড ৯০২৮.৯০.১০) আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট রেজিষ্টার্ড নিবন্ধনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০% থেকে ৫% করা যেতে পারে।

১.১৩। বিষয়: গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত সেলাই মেশিনের অন্যান্য যন্ত্রপাতি (এইচএসকোড ৮৪.৫২.৯০.৯০) এর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক হার ১% থেকে বৃদ্ধি করে ৫% করা প্রসংগে।

গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত সেলাই মেশিনের স্ট্যান্ডের যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী এস. এ ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে। এস. এ ইন্ডাস্ট্রিজ সেলাই মেশিনের যন্ত্রাংশ যেমন: PITMAN, TRADLE, HINGES ইত্যাদি প্রস্তুত করে থাকে। সেলাই মেশিনের Stand table, ঢালাই স্ট্যান্ড এবং এর ফিটিংসসমূহ আসবাব পত্রের অন্তর্ভুক্ত। গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত (ক) সেলাই মেশিন (খ) সেলাই মেশিনের আসবাব (গ) সেলাই মেশিনের অন্যান্য যত্রপাতি এই ৩টি শিরোনামে আমদানি হয়ে থাকে। সেলাই মেশিনের অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানির উপর সিডি ১%, আরডি ০%, এসডি ০%, ভ্যাট ১৫%, এআইটি ৫% ও এটিভি ৪% সহ মোট ২৬.২৭% শুল্ক আরোপিত আছে। সেলাই মেশিনের আসবাবপত্রের উপর সিডি ৫ %, আরডি ০%, এসডি ০%, ভ্যাট ১৫%, এআইটি ৫% ও এটিভি ৪% সহ মোট ৩১.০৭% শুল্ক আরোপিত আছে। ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সেলাই মেশিনের আসবাব (এইচএসকোড ৮৪.৫২.৯০.১০) এ কোন আমদানি হয়নি। অপরদিকে অন্যান্য পার্টস (এইচএসকোড ৮৪.৫২.৯০.৯০) এ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৭৭০, ৬৬৭ এবং ১০৪৬ মে. ট. আমদানি হয়েছে।

অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানি কোডে মোট শুল্ক কম বিধায় সেলাই মেশিনের আসবাবসমূহ উক্ত কোডে আমদানি হচ্ছে। আমদানিকৃত পণ্যসমূহ দেশীয় কিছু প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করছে। দেশীয় শিল্পে প্রস্তুত যন্ত্রাংশসমূহের উৎপাদন

খরচ আমদানি মূল্যের চেয়ে বেশী হওয়ায় দেশীয় শিল্প পণ্যসমূহ প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেনা বলে শিল্প কারখানাগুলো ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। তাছাড়া সেলাই মেশিনের আসবাব অন্যান্য কোডে কম শুল্কে আমদানি করায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। যেহেতু স্থানীয় কারখানাসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা স্থানীয় চাহিদা প্রায় ৮০% পূরণ করা সম্ভব তাই স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আরো বেশী সুরক্ষা পাওয়ার দাবীদার।

যৌক্তিকতাঃ

১। শুল্ক ফাঁকি ও মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে পণ্য আমদানির সুযোগ রোধ করা;
২। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে উৎপাদকারী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
৩। সেলাই মেশিনের অন্যান্য যন্ত্রপাতি উৎপাদনে দেশীয় শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত সেলাই মেশিনের অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমাদিকৃত এইচ এস কোড ৮৪৫২.৯০.৯০তে আমদানি শুল্ক হার ১% থেকে বৃদ্ধি করে ৫% করা যেতে পারে।

১.১৪। বিষয়: অপ্রচলিত পণ্য গরু ও মহিষের নাড়ি, ভুঁড়ি, শিং, রগ ইত্যাদি রপ্তানি ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% করা প্রসংগে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ এর গত ১৩ জুলাই ২০১৫ তারিখের এফ.ই.সার্কুলার নং- ০৮ অনুযায়ী হাড়ের গুঁড়া রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা ১৫% থেকে ৫% এ হ্রাস করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ ওমাসম এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন অপ্রচলিত পণ্য গরু মহিষের নাড়ি-ভূঁড়ি, জননেন্দ্রীয়, শিং ও রগ রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ৫% থেকে ৩০% এ বৃদ্ধি করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হাড়ের গুঁড়ার বিপরীতে এইচএসকোড ০৫০৬.১০.০০ এবং নাড়ি ভূঁড়ির বিপরীতে এইচএসকোড ০৫০৪.০০.০০ রয়েছে। এ অবস্থায় এ খাতে বর্ণিত পণ্য রপ্তানিতে আবেদনকারী এসোসিয়েশন এতদিন ১৫% সহায়তা পেয়ে আসছিল। উল্লেখ্য, হাড়ের গুঁড়া থেকে জিলেটিন ক্যাপসুল তৈরি করা হলে অধিক মুল্য সংযোজন হয়। তাছাড়া উক্ত ক্যাপসুল রপ্তানি করে হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষা অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় এবং ১০ বছর যাবৎ হাড়ের গুঁড়ার

উপর নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে বিধায় হাড়ের গুঁড়ার জন্য প্রদত্ত নগদ সহায়তার পরিমাণ ১৫% থেকে হ্রাস করে ৫% করার জন্য কমিশন ২০১২ সালে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করে। ফলে অপ্রচলিত পণ্য গরু মহিষের নাড়ি-ভূঁড়ি, জননেন্দ্রীয়, শিং ও রগ রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ১৫% থেকে ৫% এ হ্রাস পায়।

২০০২ সালে বাংলাদেশ হতে অপ্রচলিত পণ্য গরু ও মহিষের নাড়ি, ভূঁড়ি, শিং, রগ ইত্যাদি রপ্তানির কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ২৫-২৭ জন রপ্তানিকারক এ রপ্তানির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। প্রায় ০২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এর মাধ্যমে। গরুর ভুড়ি, যা বাংলাদেশে সচরাচর খাওয়া হয়, এটি সে জিনিস নয় বরং গরু/মহিষের পেটে গোবর রাখার যে থলি যা চট্টগ্রাম ও তার আশে পাশের অঞ্চলে 'সাতপল্লি' নামে পরিচিত সেটিই প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করা হচ্ছে। এর সাথে আরও রয়েছে গরু মহিষের জননেন্দ্রিয়, কান প্রভৃতি। এটি বর্জ্য বলে বাংলাদেশে এর কোন ব্যবহার নেই এবং এগুলো ফেলে দেয়া হয় এর দ্বারা পরিবেশ দূষণ হয়। এ সকল বর্জ্য পণ্যই বাইরের দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। চীন, থাইল্যান্ড, হংকং, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে এসব পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ পণ্য খুবই সংবেদনশীল। গরু-মহিষ জবাইয়ের ৩০ মিনিট ও ছাগল জবাইয়ের ১০ মিনিটের মধ্যে রেফ্রিজারেটরে স্থানান্তর করতে না পারলে এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় যা আর রপ্তানিযোগ্য থাকে না। অধিকন্তু, এ থেকে খুবই বাজে গন্ধ নির্গত হওয়ায় কোন ব্যক্তিই সংগ্রহের কাজ করতে চাননা। এজন্য পণ্য যখন পরিবহন করতে হয়, তার লেবার খরচ সাধারণ পণ্য পরিবহণের লেবার খরচের প্রায় ৭-৮ গুণ বেশী। শুধু তাই নয়, এগুলো যে হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়, সেই হিমাগারে বিশেষ পদ্ধতিতে তাপমাত্রা -১০ ডিগ্রী সে: এর নিচে রাখতে হয় এবং গন্ধের কারণে সে হিমাগারে অন্য কোন পণ্যও রাখা যায় না। তাই, হিমাগার খরচও পড়ে সাধারণ পণ্য রাখার চাইতে ৩-৪ গুণ বেশী। তাছাড়া, সংরক্ষণে অত্যাধিকমাত্রায় লবণ ব্যবহার করতে হয়, তাই প্রক্রিয়া করার জন্য যে সকল লৌহজাত পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তা দ্রুত নষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু, যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করে দেশের বাইরে রপ্তানি করা যায় তাহলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ সম্ভব। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ২০-২৫ কনটেইনার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে যার প্রতি কনটেইনারের গড় মূল্য ১.৫০ কোটি টাকা এবং প্রতি মে.টন এর মূল্য ৫,০০০-৮,০০০ ইউএস ডলার। ঔষধি গুণাগুণের কারণেই এ পণ্যের এত দাম। গরু-মহিষের হাড় কিংবা হাড়ের গুঁড়া এর এইচএসকোড আর গরু-মহিষের নাড়ি, ভূঁড়ি, শিং, রগ ইত্যাদির এইচএসকোড ভিন্ন হবার পরও কেন হাড়ের গুঁড়ার উপর থেকে রপ্তানি প্রণোদনা ১৫% থেকে কমে ৫% এ চলে আসলে তা গরু মহিষের নাড়ি, ভূঁড়ি, শিং, রগ ইত্যাদির রপ্তানি প্রণোদনার উপর প্রভাব ফেলবে তা বোধগম্য নয়। বাংলাদেশের পরিবেশ বান্ধব এ ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখা ও এতে উৎসাহ প্রদানের জন্যই এই রপ্তানি প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি করে ৩০% করা প্রয়োজন।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ:

ওমাসম রপ্তানিতে ২০% নগদ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে এবং ০২ (দুই) বছর পরপর রপ্তানির বিষয়টি গ্রহণ/বিবেচনা করে প্রণোদনা হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল

২.১। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের 'মনিটরিং সেল' এর কার্যক্রম নিম্নরূপ:

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ মোতাবেক বাণিজ্য নীতি বিভাগের সদস্যের নেতৃত্বে একজন যুগ্ম-প্রধান, একজন উপ-প্রধান ও দুই জন গবেষণা কর্মকর্তার সমন্বয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল গঠন করা হয়, যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে গঠিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপনন 'মনিটরিং সেল' নিম্নরূপ প্রতিবেদন ও তথ্য-উপাত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

ক. চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।

খ. বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের এলসি খোলা ও এলসি মীমাংসিত এর তথ্য সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষণ এবং পণ্যের সাপ্লাই চেইন এর সঠিকতা যাচাইকরণ।

পণ্যের অতিমূল্যায়ন (Over invoicing) ও অবমূল্যায়ন (Under invoicing) বিশ্লেষণ এবং পণ্যের সাপ্লাই চেইন (Supply-chain) সঠিক পর্যায়ে আছে কিনা তার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ. বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত পণ্যের কস্ট শীট বিশ্লেষণ পূর্বক পণ্যের যৌক্তিক মিলগেট মূল্য নির্ধারণ করে তা সুপারিশ আকারে প্রেরণ:

পণ্যের কস্ট শীট বিশ্লেষণপূর্বক পণ্যের যৌক্তিক মিলগেট মূল্য নির্ধারণ করে পণ্যের বাজার মূল্য মনিটরিংসহ উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ. জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান:

আদেশ অনুযায়ী গঠিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

ঙ. জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ:

ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে অর্পিত দায়িত্বের অনুবৃত্তিক্রমে জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে প্রতি মাসে জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

চ. সরকার কর্তৃক অর্পিত বিবিধ দায়িত্ব পালন:

সরকার বিশেষ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য, সরবরাহ, চাহিদা সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে স্থাপিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল এর সহায়তা নিয়ে থাকে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতি রমজান মাস, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা উদযাপনকালীন সময়ে সরকারের প্রয়োজনে পণ্যের সরবরাহ ও মূল্যের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। সে অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেও সে সকল কার্যাদি সম্পাদন করেছে যা বাজারে পণ্য মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

২.২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ‘মনিটরিং সেল’ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রেরণ করে:

(১) মশুর ডালের উৎপাদন, আমদানি, চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার মূল্যের উপর প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(২) ছোলার ডালের উৎপাদন, আমদানি, চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার মূল্যের উপর প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৩) ক্যানোলা অয়েল আমদানিতে শুল্ক হার হ্রাস বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৪) পিঁয়াজের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৫) রশুনের মূল্য বৃদ্ধির উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৬) চালের খুদ ও লোজিয়াই চাল রপ্তানির উপর মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৭) শ্রীলংকাতে জি টু জি পর্যায়ে চাল রপ্তানির বিষয়ে মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৮) পবিত্র মাহে রমজান ২০১৫ উপলক্ষে অত্যাবশকীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৯) সিটি গ্রুপের চিনি রপ্তানির বিষয়ে মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(১০) চিনির মজুদ ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(১১) চিনি রপ্তানির উপর প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(১২) চিনির উপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(১৩) লবনের চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি অবহিতকরণ বিষয়ে মতামত প্রদান;

(১৪) ভোজ্য তেল আমদানিতে ৩ স্তরের পরিবর্তে ১ স্তরে ট্যারিফ নির্ধারণের সুপারিশ প্রেরণ;

(১৫) ভোজ্য তেলের ব্যয় বিবরণী হালনাগাদকরণ ও সে অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণ;

(১৬) ‘বিশ্ব বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম কমলেও দেশের বাজারে দাম বাড়ছে’-শীর্ষক জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ;

(১৭) ১০ জাতীয় সংসদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রেরণ;

(১৮) ১০ জাতীয় সংসদের ১১তম অধিবেশনের বৈঠকে লিখিত প্রশ্নের উত্তরদান;

(১৯) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ-২০১১ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২০) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের চাহিদা, যোগান ও বাজার পরিস্থিতির উপর মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ;

(২১) সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ;

(২২) দেশের সকল জেলা, উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্যগণ সহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক বাজার পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন কর্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩। সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান

৩.১ । ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান নিম্নরূপ:

২৩ জুন ২০১৬ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে "বাংলাদেশের চিনি শিল্পের উপর সমীক্ষা" শীর্ষক সেমিনারে চেয়ারম্যান মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

(১) A Study on Steel Industries (MS road and billed) in Bangladesh.

(২) A Study on Sugar Industries in Bangladesh.

(৩) Impact of Tourism on Local Residents: A case Study on the Sea Beach Area of Cox's Bazar.

(৪) Hide & Skin, Leather & Leather Goods Manufacturing Industry in Bangladesh

২৯ জুন ২০১৬ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে "দেশে উৎপাদিত এনার্জী সেভিং বাল্ব এর উপর সমীক্ষা" শীর্ষক সেমিনারে চেয়ারম্যান মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

৪। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদন

৪.১ । ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের খতিয়ান নিম্নরূপ:

(১) শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের জন্য 'বাংলাদেশ চিনি (রাস্তাঘাট উন্নয়ন উপকর) আইন-২০১৫' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান;

(২) আমদানিকৃত সুপারি রপ্তানির ক্ষেত্রে ভ্যালু এডিশনের প্রকৃত পরিমান এবং ইপিজেড বহির্ভূত এলাকায় সুপারি রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার/বলবৎ রাখার বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ;

(৩) রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্তির নিমিত্ত মূল্য সংযোজনের হার ও নির্ণায়ক নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ;

(৪) বিভিন্ন ব্যবসায়িক এসোসিয়েশনের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজনপূর্বক উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৫) বিভিন্ন ব্যবসায়িক চেম্বারের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজনপূর্বক উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৬) শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত মটর সাইকেল শিল্পের জন্য নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন;

(৭) প্রস্তাবিত জাতীয় লবননীতি - ২০১৬ এর উপর মতামত প্রেরণ;

(৮) 'বর্তমান শুল্ক ধাপসমূহকে অধিকতর যুগোপোযোগী করা' বিষয়ে সুপারিশমালা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ;

(৯) দেশীয় ভারী প্রযুক্তিগত শিল্প বিকাশে প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও মটর সাইকেল উৎপাদনে জারীকৃত প্রণোদনা সংক্রান্ত এস.আর.ও এর মেয়াদ বৃদ্ধি বিষয়ে অর্থ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;

(১০) 'মূলধনী যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস এবং মূসক অব্যাহতি প্রদান' বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;

(১১) 'ব্যাটারীর Re-melted Led রপ্তানির উপর Levy বা Export Price আরোপ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(১২) ভারত থেকে মটর সাইকেল আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্ক বিষয়ে প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(১৩) শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০% নগদ প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(১৪) গ্রেভিউয়ার/ফ্লাক্সো ছাপার কালির উপর প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ।

৫। বাণিজ্য নীতি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

৫.১ । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

✓ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণঃ

কমপক্ষে ১২টি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

✓ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকিঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রয়টার্স থেকে আন্তর্জাতিক বাজার দর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে কমপক্ষে ০৩টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

✓ গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদনঃ

২৭ জুন ২০১৬ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে "পর্যটন এর সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব" শীর্ষক সেমিনারে চেয়ারম্যান মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

০৩টি বিষয়ের উপর সমীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুমোদন, লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট , তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন । গবেষণার বিষয় ০৩টি নিম্নরূপ:

(১) A Study on Motor Cycle Industries in Bangladesh

(২) A Study on Writing Paper Industries in Bangladesh: Aspects & Prospects

(৩) A Study on By Products from Tyre Industries in Bangladesh

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

ভূমিকা :

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও তা বহুমুখীকরণ, আমদানির বিকল্প উৎপাদন (Production of Import Substitutes), বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নতুন গতি সঞ্চার এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমান ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদারিকরণ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং পিটিএ (Preferential Trade Arrangement) ও এফটিএ (Free Trade Agreement) সম্পৃক্ত বিষয় ও রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে ৪০টির অধিক দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক ও ৫টি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি আছে। অত্র বিভাগ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও সরকারকে প্রয়োজনীয় নেগোসিয়েশন কৌশলপত্র, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুটস্ সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়া সরকারের FTA Policy Guidelines অনুসরণে বিভিন্ন দেশ/অঞ্চলের সাথে FTA/PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility Study করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ যথা: (১) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি (RTA) (২) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি (FTA&PTA) (৩) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি (BT Issues) এবং (৪) অন্যান্য কার্যাদির শতকরা হার লেখচিত্র-১ এ এবং কার্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো।

লেখচিত্র-১: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের শতকরা হার

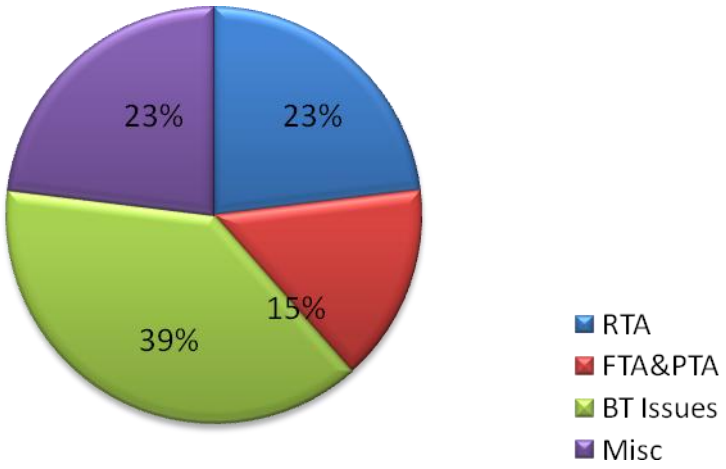

১. আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

- **সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কর্পোরেশন (South Asian Association for Regional Cooperation) (SAARC)**

১.১। সাফটা (SAFTA) চুক্তির আওতায় শ্রীলংকার সেনসিটিভ পণ্যের তালিকা হতে কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্য প্রত্যাহারের জন্য বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

সাফটা চুক্তির আওতায় শ্রীলংকার সেনসিটিভ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কতিপয় কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্য প্রত্যাহার করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। কমিশন বাংলাদেশের কাগজ ও কাগজজাত পণ্যের রপ্তানি এবং ইতোপূর্বে শ্রীলংকার নিকট প্রেরিত বাংলাদেশের অনুরোধ তালিকা পর্যালোচনা করে দেখে যে, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কাগজ ও কাগজ জাত পণ্য শ্রীলংকার সেনসিটিভ তালিকা হতে প্রত্যাহারের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে শ্রীলংকার নিকট অনুরোধ করেছে। সরকার যদি অনুরোধ তালিকাটিতে কতিপয় পণ্য সংযোজন করতে চায়, সেক্ষেত্রে কতিপয় কাগজ ও কাগজজাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলে কমিশন মত প্রদান করে।

- **বিসমটেক (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)**

১.২। ভূটান সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Concept Note for the Workshop on Promotion of Agricultural Trade and Investment among the BIMSTEC Member States" বিষয়ে মতামত প্রণয়ন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক ভূটান সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Concept Note for the Workshop on Promotion of Agricultural Trade and Investment among the BIMSTEC Members States" বিষয়ে বিস্তারিত পরীক্ষাপূর্বক কমিশনের মতামত প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ওয়ার্কশপে অন্তর্ভুক্তির জন্য অন্যান্য মতামতের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে:

- এই কর্মশালার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে অংশীজনকে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- বিমসটেক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে উদ্ভাবনী কৃষি উৎপাদনের প্রযুক্তি চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- যৌক্তিক জননীতির (public policy) গুরুত্ব বিষয়ে উক্ত কর্মশালায় আলোচনা করা উচিত।
- খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়নের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা উচিত।
- বায়োটেক ফসলের নিম্ন স্তরের উপস্থিতি এবং আইনী অসামঞ্জস্যের বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা উচিত।
- খাদ্য ও কৃষি খাত সম্পর্কিত বিধি-বিধানগুলো বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট অশুল্ক ব্যবস্থা (NTMs) বিমসটেক দেশগুলোর বাণিজ্যকে প্রভাবিত করছে। অশুল্ক ব্যবস্থা (NTMs) গ্রহণ বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখার চেষ্টা জোরদার করার এবং তাদের প্রভাব পরিমাপ করার ক্ষমতা উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। উক্ত সমস্যা এই কর্মশালার মাধ্যমে সুরাহা করা যেতে পারে।

১.৩। বিমসটেক ট্রেড নেগোসিয়েশন কমিটি (TNC) এর ২০ তম সভায় বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান।

০৭-০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ সময়ে থাইল্যান্ডের কোন কুন (Khon Keon)-এ অনুষ্ঠিতব্য বিমসটেক TNC-এর ২০ তম সভায় বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান নিম্নরূপ হওয়া সমীচীন মর্মে কমিশন হতে মতামত প্রদান করা হয়ঃ

- রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) এর মানদন্ড ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে বিধায় এ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করা সমীচীন হবে না।
- তবে শুল্ক অঙ্গীকার (Tariff Commitment) এইচ, এস, কোড ২০০৭ ভার্সন হতে ২০১২ ভার্সন এ রূপান্তরের বিষয়টি সময়সাপেক্ষ বিধায় বাংলাদেশ ২০ তম টিএনসি এর সভার পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে শুল্ক তফসিল (Tariff Schedule) রূপান্তরিত করবে-এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা যায়।
- ইতোমধ্যে যদি কোন দেশ পণ্য সুনির্দিষ্ট বিধিমালা (Product Specific Rules)এর এইচ, এস, কোড ২০০৭ ভার্সন হতে ২০১২ ভার্সনে রূপান্তর করে থাকে, তাহলে তা পরীক্ষাপূর্বক মতামত দেয়া যেতে পারে।
- সেবাখাত সংক্রান্ত চুক্তিটি চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে খসড়া চুক্তি'র উপর সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের মতামত নেয়া প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে অঙ্গীকার করার ক্ষেত্রে SAARC Agreement on Trade in Services (SATIS) এর সাথে সামঞ্জস্য রাখা সমীচীন।

১.৪। বিমসটেক-২০ তম ট্রেড নেগোসিয়েশন কমিটির সভায় উপস্থাপিতব্য ডকুমেন্টস বিষয়ে মতামত প্রেরণ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক ০৭-০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ সময়ে থাইল্যান্ডের Khon Keon-এ অনুষ্ঠিতব্য BIMSTCE Trade Negotiation (TNC)-এর ২০ তম সভার এজেন্ডাভূক্ত নিম্নলিখিত বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রস্তুত করা হয়ঃ

- Agreement on Trade in Goods and Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area;
- Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism of the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area;
- Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters for BIMSTEC FTA;
- Protocol to Amend the Framework Agreement on BIMSTEC Free Trade Area;

উক্ত ৪টি ডকুমেন্ট ২০তম Trade Negotiating Committee সভায় চূড়ান্ত করা হবে যাতে পরবর্তীতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য ৬ষ্ঠ BIMSTEC Trade and Economic Ministerial সভায় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা যায়।

১.৫। বিমসটেক এর আওতা'য় Trade in Service সংক্রান্ত চুক্তির অনুচ্ছেদ-২২ এবং অনুচ্ছেদ-২৬ সংক্রান্ত বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রণয়ন।

বিগত ০৭-০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ সময়ে থাইল্যান্ডের কোন কুন (Khon Keon)-এ অনুষ্ঠিত BIMSTCE Trade Negotiation (TNC)-এর ২০ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে Trade in Service সংক্রান্ত চুক্তির অনুচ্ছেদ-২২ এ উল্লিখিত "Special and Differential Treatment for LDC's এবং অনুচ্ছেদ-২৬ এ উল্লিখিত Denial of Benefit সংক্রান্ত বাংলাদেশের খসড়া অবস্থানপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.৬। বিমসটেক এর আওতা'য় HS 2007 হতে HS 2012 ভার্সনে রূপান্তরিত বাংলাদেশের Schedule of Tariff Commitment প্রণয়ন।

গত ৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়ে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত BIMSTEC TNC এর ২০ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের Schedule of Tariff Commitment HS 2007 ভার্সন হতে HS 2012 ভার্সনে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ৪টি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামতের আলোকে বাংলাদেশের সিডিউল (১৩৪৭ পাতা) HS-2012 ভার্সনে রূপান্তর করে রূপান্তরিত সিডিউল এবং এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনাসহ প্রণীত প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের সিডিউল এর পণ্যসমূহ World Customs Organization (WCO) এর HS 2007 হতে HS 2012 এ রূপান্তর করে দেখা যায় যে, HS 6 digit level এ ২০ টি পণ্য বিভিন্ন কমিটমেন্ট লেভেল যেমন, নেগেটিভ লিষ্ট, ফাস্ট ট্র্যাক, নরমাল ট্র্যাক এলিমিনেশন ও নরমাল ট্র্যাক রিডাকশন-এর মধ্যে ওভারল্যাপিং হচ্ছে। ওভারল্যাপিং হওয়া এই ২০টি পণ্য কমিটমেন্ট লেভেলে রাখার ব্যাপারে প্রথমে নেগেটিভ লিস্টকে গুরুত্ব দেয়া হয়। অর্থাৎ, যে পণ্য নেগেটিভ লিস্ট এ আছে সে পণ্য অন্য এক বা একাধিক লিস্টে থাকলেও HS 2012 এ তা নেগেটিভ লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়। একইভাবে পর্যায়ক্রমে NTR, NTE এবং FT লিস্টে পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্ণিত ২০টি পণ্যের মধ্যে Negative list-এ ৮টি, Fast Track-এ ০টি, Normal

Track Elimination-এ ৩টি এবং Normal Track Reduction-এ ৯টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে অন্তর্ভুক্তির ফলে Negative list-এ মোট পণ্যের সংখ্যা ১,২২৩টি, Fast Track-এ ৫১৪টি, Normal Track Elimination-এ ২,৪২৭টি এবং Normal Track Reduction-এ ১,০৪০টি সহ সর্বমোট পণ্যের সংখ্যা (৬ ডিজিট লেভেল) ৫,২০৪টি। কিন্তু HS 2012 এর Correlation Table অনুযায়ী ৬ ডিজিট লেভেলে পণ্যের সংখ্যা হবে ৫,২০৫টি অর্থ্যাৎ ০১ (এক)টি পণ্য কম যার এইচএস কোড ৮৫১৬.৭২ (Toaster) যা ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯ এর Operative Tariff Schedule এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, পরবর্তীতে ২০০৯-২০১০ এর সিডিউলে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জাতীয় অন্যান্য সকল পণ্য NTR-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্ণিত পণ্যটি (৮৫১৬.৭২) NTR-এ অন্তর্ভুক্ত করে ৬ ডিজিট লেভেলে ৫,২০৫টি পণ্য পাওয়া গেছে। অধিকন্তু, HS 2012 ভার্সনে রুপান্তরের ক্ষেত্রে ৮ ডিজিটের স্থলে ৬ ডিজিটে কমিটমেন্ট করার কারণে কোন Sub Heading (৬ ডিজিট) এর মধ্যে একাধিক National Tariff Line (৮ ডিজিট) থাকলে সর্বোচ্চ বেইজ রেট গ্রহণ করে ৬ ডিজিটে কমিটমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০ তম TNC সভায় নতুন কোন সিদ্ধান্ত না থাকায় বিভিন্ন কমিটমেন্ট লেভেলে পূর্ববর্তী TNC সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পণ্যের শতকরা হার (FT=10%, NTE=19%, NTR=48% and NL=23%) অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরবর্তী TNC-সভায় আলোচনা করা যেতে পারে মর্মে জানানো হয়-

ক. HS-2012 ভার্সনে রুপান্তরের ফলে বিভিন্ন কমিটমেন্ট লেভেলে পূর্ববর্তী TNC সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পণ্যের শতকরা হার (FT=10%, NTE=19%, NTR=48% and NL=23%) অনুসরণের বিষয়টি পরবর্তী TNC সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।

খ. HS-2012 ভার্সনে রুপান্তরের ফলে Base Rate সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে পরবর্তী TNC- এর সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উত্থাপন করা যেতে পারে।

গ. HS-2012 ভার্সনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সকল কমিটমেন্ট লেভেল সংশোধনের জন্য পরবর্তী TNC সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।

ঘ. HS-2012 ভার্সনে রুপান্তরিত সিডিউলটি ১ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও তা না হওয়ায় পরবর্তী অর্থ বছরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে সিডিউলটি HS-2017 ভার্সনে রুপান্তরের প্রয়োজন বিধায় এ বিষয়ে পরবর্তী TNC-সভায় স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উত্থাপন করা যেতে পারে।

টিপিএসওআইসি (Trade Preferential System among OIC)

১.৭। The Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC (PRETAS) এর আওতায় বাংলাদেশের Concession List (Offer List) আপডেট করা।

The Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC (PRETAS) এর আওতায় বাংলাদেশের অফার তালিকা ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে হালনাগাদ করা হয়। তালিকাটি হালনাগাদ করার ফলে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জাতীয় ট্যারিফ লাইনে রূপান্তর করায় পণ্য সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৪৭৬টি হতে ৪৩৯টিতে দাড়ায়। কমিশন কর্তৃক প্রণীত হালনাগাদ তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হালনাগাদ তালিকাটির উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত গ্রহণ করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শুধুমাত্র ০১ (একটি) এইচ.এস কোড পরিবর্তনের সুপারিশ করে। কমিশন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুপারিশের আলোকে ৪৪০টি পণ্যের তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

১.৮। টিপিএসওআইসি (Trade Preferential System among OIC) এ বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।

১৪-১৫ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিতব্য ১৩তম **টিপিএসওআইসি সংক্রান্ত** সভার নিমিত্ত তথ্য প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন এ বিষয়ে বাংলাদেশের আপডেটেড অফার তালিকা ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট প্রিটাস (PRETAS), রুলস অব অরিজিন (RoO) সংশ্লিষ্ট তথ্যসহ মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

- **আপটা (Asian-Pacific Trade Agreement)**

১.৯। আপটা (APTA) কনসেশন লিস্ট এর বর্ণনা সংশোধন সংক্রান্ত কার্যাদি।

আপটা'র আওতায় বাংলাদেশের National List of Concession প্রায় ছয় বছর পূর্বে ২০১০ সালে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত তালিকাটি ২০১২ সালে এইচএস কোড পরিবর্তনের কারণে হালনাগাদ করা হয়। পরবর্তীতে, আপটা'র সদস্য রাষ্ট্র দঃ কোরিয়া কিছু এইচএস কোড-এর বর্ণনায় সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে। যার প্রেক্ষিতে বিষয়টি পরীক্ষান্তে এইচএস কোডসমূহের বর্ণনাসমূহ সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়।

২. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

২.১। টিপিপি (Trans-Pacific Partnership) চুক্তির ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কি প্রভাব পড়বে এবং বাংলাদেশের এ চুক্তিতে যোগদান করা সমীচীন হবে কি না এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

ফেব্রুয়ারি'২০১৬ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো, পেরু, চিলি, ব্রুনাই, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, জাপান ও ভিয়েতনাম – এ ১২টি দেশের মধ্যে টিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে এ চুক্তিতে যোগদান করা সমীচীন হবে কিনা – এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট জানতে চাওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে কমিশন টিপিপি চুক্তির প্রেক্ষাপট, চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি, বাংলাদেশের সাথে টিপিপি-ভুক্ত দেশসমূহের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানিপণ্য ও প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশ ও সেসব দেশে বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রতিযোগী দেশ, টিপিপি-ভুক্ত দেশসমূহ হতে বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তি, টিপিপি চুক্তির ইংরেজিতে অনূদিত টেক্সট, রুলস অব অরিজিন, বিভিন্ন টিপিপি-ভুক্ত দেশের ট্যারিফ কমিটমেন্ট, নতুন কোন দেশ টিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কমিশন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

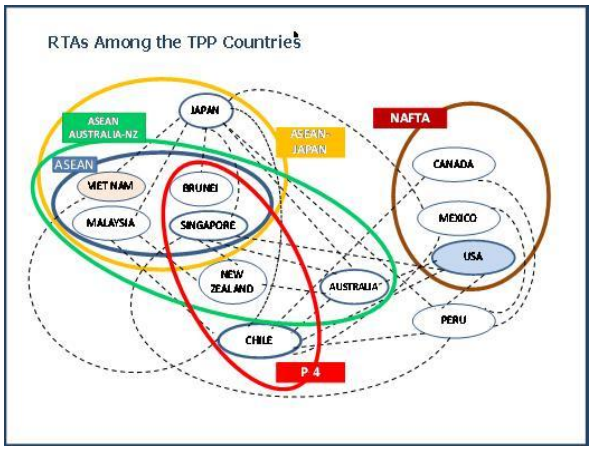

উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় টিপিপি গঠনের পূর্বেই টিপিপি-ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিদ্যমান ছিল। চিত্রে টিপিপি-ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে Dashed line দ্বারা বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও বৃত্তের মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্লক দেখানো হয়েছে। যেমন ব্রুনাই, চিলি, সিঙ্গাপুর ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্যাসিফিক ফোর (P-4) নামে একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি ২০০৫ হতে বিদ্যমান ছিল। উল্লেখ্য, এই P-4 চুক্তি থেকেই টিপিপি চুক্তির উৎপত্তি। টিপিপি একটি মেগা এফটিএ হিসেবে বিবেচিত কারণ, এ দেশসমূহ বিশ্ব জিডিপির প্রায় ৪০% কে প্রতিনিধিত্ব করে। টিপিপি চুক্তি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের সবচেয়ে বৃহৎ আমদানিকারক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন ও বাংলাদেশের পর বিশ্বের বৃহত্তম তৈরী পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশক পরিমাপ করে টিপিপি-ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানির উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে দেখে যে, টিপিপিভুক্ত চারটি দেশ তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান বাংলাদেশী পণ্যের আমদানিকারক। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার। টিপিপি-ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভিয়েতনাম বিশ্ববাজারে তৈরী পোশাকের অন্যতম রপ্তানিকারক দেশ। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নীটওয়্যার পণ্য রপ্তানিতে ভিয়েতনাম বাংলাদেশের চেয়ে এমনিতেই বেশ এগিয়ে। তাই টিপিপি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ প্রধান টিপিপি-ভুক্ত রপ্তানি বাজারসমূহে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তবে টিপিপি'র সুবিধা নিতে হলে ভিয়েতনামকে টিপিপি'র পণ্য ভিত্তিক রুলস অব অরিজিন শর্ত পূরণ করতে হবে যা অত্যন্ত জটিল। তাই টিপিপি বাস্তবায়ন করা হলে ঠিক কতটুকু ক্ষতি হবে তা নির্ভর করবে ভিয়েতনাম টিপিপির রুলস অব অরিজিন শর্ত পূরণ করতে পারবে কিনা তার উপর। তাছাড়া টিপিপি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী। তাই খুব শীঘ্রই তেমন কোন ক্ষতি না হলেও দীর্ঘ মেয়াদে টিপিপির নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

টিপিপি অত্যন্ত উচ্চ মানের একটি চুক্তি। এখানে মেধাস্বত্ব, শ্রম, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা হয়েছে। টিপিপির আওতায় সুবিধা নিতে হলে এ চুক্তির সকল সদস্যকে টিপিপির মান নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অধিকাংশ প্রধান টিপিপি বাজারসমূহে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। টিপিপিতে যোগদান করলে সেসব দেশসহ সকল সদস্য দেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিতে হবে। ফলে টিপিপিতে যোগদান করা সমীচীন হবে না বলে প্রতিবেদনে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

২.২। বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাদি।

মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দুটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনসমূহে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উভয় দেশের ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, বৈদেশিক বাণিজ্য (পণ্য ও সেবা), আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, শুল্কহার, রাজস্ব হ্রাসের সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক কল্যাণসহ অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনসমূহে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সেবা বাণিজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করতঃ মালয়েশিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য নেগোশিয়েশনের পক্ষে মত দেয়। উল্লেখ্য, প্রতিবেদনসমূহে বিভিন্ন সিমুলেশন (Partial Equilibrium Model) এর জন্য বিশ্ব ব্যাংকের SMART সফটোয়্যারটি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া ASYCUDA-এর ডাটাবেইজ ব্যবহার করে রাজস্ব ক্ষতির সিমুলেশনও আলাদাভাবে করা হয়েছে।

২.৩। বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

চীনের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত Policy Guidelines on Free Trade Agreement (২০১০)-এর আলোকে বাংলাদেশ ও চীনের অর্থনৈতিক পরিবেশ, বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি, শুল্ক কাঠামো, নন-ট্যারিফ মেজারস সেবাখাতে বিদ্যমান বাণিজ্যিক অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা, বিনিয়োগ, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি, এসব দেশের সাথে বিদ্যমান বিভিন্ন চুক্তি, এ দেশ থেকে বাংলাদেশের আমদানি এবং চীনে বাংলাদেশে রপ্তানির সম্ভাবনা, আমদানি বাবদ রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব ইত্যাদি বিষয়সহ রিভিল্ড কম্পারেটিভ এডভান্টেজ (RCA), সিমিলারিটি ইনডেক্স (FKI) ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২.৪। মেসিডোনিয়ার সঙ্গে এফটিএ/ পিটিএ এর উপযুক্ততা যাচাই সম্পর্কিত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

মেসিডোনিয়ার সাথে বাংলাদেশের FTA/PTA করার উপযুক্ততা যাচাই করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন মেসিডোনিয়ার অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, বিশ্ব বাণিজ্যে মেসিডোনিয়ার অবস্থান, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, শূল্ক কাঠামো, ভোগের ধরণ (Consumption Pattern), বিনিয়োগ কাঠামো, শ্রম বাজার সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণপূর্বক উক্ত বিশ্লেষণ এবং নির্দেশক পর্যালোচনা (Indicator Analysis) এর প্রেক্ষিতে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

২.৫। Impact Analysis of SAFTA: Bangladesh Perspective শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২০০৪ সালের ৬ জানুয়ারি South Asian Free Trade Area চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে উক্ত দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য আন্তঃসার্ক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ছিল SAFTA'র মূল উদ্দেশ্য । ১৯৮৫ সালে সার্ক এবং ১৯৯৫ সালে সাপটা কার্যকর হওয়ার প্রেক্ষিতে রিজিওনাল ইন্টিগ্রেশন (Integration) এর মাত্রা নির্ধারণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যকার আঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ সন্তোষজনক নয়। এ প্রেক্ষিতে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যকার আঞ্চলিক বাণিজ্য,বাংলাদেশের বাণিজ্যে সার্কভুক্ত দেশসমূহ এবং সাফটার আওতায় আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের অবদান ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত

নেয়। সার্কভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য কাঠামো, বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো, বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান, সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে এবং সাফটার আওতায় বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো এবং এর গতি প্রকৃতি, রুলস অব অরিজিন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা এবং পর্যালোচনা করে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

২.৬ । "ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আসিয়ান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ): বাংলাদেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব" শীর্ষক স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগে European Union-ভুক্ত ২৫টি এবং ASEAN-ভুক্ত ১০টি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হলে বাংলাদেশের ওপর তার সম্ভাব্য প্রভাব যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য/উপাত্ত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাদান সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। EU-ASEAN ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক, বর্তমান বাণিজ্যিক অবস্থা, দ্বি-পাক্ষিক আমদানি ও রপ্তানি, বাংলাদেশের মোট আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত, বিনিয়োগ সম্পর্ক এবং বহুপাক্ষিক সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সুস্পষ্ট সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ :

- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি বাজার যেখানে রপ্তানির পরিমান বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৫৭%।
- ইউরোপিয় বাজারে সমষ্টিগত পর্যায়ে (Aggregate level) বাংলাদেশের প্রাপ্ত প্রেফারেন্স মার্জিন আসিয়ান এর তুলনায় ৬% অধিক এবং এই মার্জিন অসমষ্টিগত পর্যায়ে (Disaggregate)আরও বেশী (প্রায় ১৪%)। এই ৬% অগ্রাধিকার মার্জিন ইঙ্গিত করে যে, সমষ্টিগত পর্যায়ে বাংলাদেশের রপ্তানির ওপর প্রভাব কম হতে পারে।
- ইউরোপিয় বাজারে আসিয়ান এবং বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের কাঠামো কিছুটা একই ধরনের হওয়ায় এফটিএ চুক্তির অধীনে এই বাজারে আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহ বাংলাদেশের প্রতিযোগী হতে পারে।
- বাংলাদেশ হতে ইউরোপিয় বাজারে সবচেয়ে বেশী রপ্তানিকৃত পণ্য (যেগুলো প্রায় ৬.৬% শুল্ক সুবিধা ভোগ করে) বাংলাদেশের মতো, আসিয়ানও সে সকল পণ্যে তুলনামূলক অসুবিধার (Comparative Disadvantage) মুখোমুখি হতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইইউ ও আসিয়ানের মধ্যে সম্ভাব্য এফটিএ চুক্তির আওতায় ট্যারিফ বাধা অপসারিত হলে পণ্যের পর্যায়ে (Product Level) বাংলাদেশের রপ্তানির ওপর কিছুটা প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে।

- বাংলাদেশ নির্দিষ্ট কিছু পণ্যে আসিয়ানের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক। কিন্তু এটা দেখা যায় যে, কিছু পণ্য যেখানে বাংলাদেশ ইউরোপিয় বাজারে প্রতিযোগিতামূলক কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক নয় অর্থাৎ, ইইউ ও আসিয়ানের মধ্যে সম্ভাব্য এফটিএ চুক্তির আওতায় শুল্ক অপসারিত হলে ইউরোপিয় বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমান (Export Share) কমতে পারে।
- আসিয়ান এর বাজারে বাংলাদেশ ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন ভিন্ন ধরনের পণ্য রপ্তানি করে বলে এ বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি হুমকির মুখে পড়বে না।
- একটি পণ্যের রপ্তানি শুধুমাত্র এর মূল্যের উপর নির্ভর করে না, এটা কখনো ভোক্তার পছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রয়ের আচরণ এবং সর্বোপরি ব্র্যান্ড মূল্যের উপর নির্ভর করে। যদি ইইউ'র বাজারে আসিয়ানের উপর বাংলাদেশের আধিপত্যের একমাত্র কারণ অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা হয়, তাহলে এই সুবিধা হ্রাসের ফলে আসিয়ান এর কাছ থেকে প্রতিযোগিতামূলক চাপ (Competitive Pressure) বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের রপ্তানির পরিমান (Export Share) কমতে পারে। এই প্রভাব বস্ত্র ও পোশাক খাতে সবচেয়ে দৃষ্টিগোচর হতে পারে।

উক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে কমিশন কর্তৃক নিম্নরূপ সুপারিশমালা প্রদান করা হয়ঃ

একটি দেশ অন্য একটি দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে পারে। এ ধরনের চুক্তি রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা বাণিজ্য উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে হতে পারে। অতএব, উক্ত চুক্তির আওতাধীন সদস্য নয় এমন একটি দেশের (বাংলাদেশ) জন্য বর্ণিত চুক্তিকে প্রভাবিত করা সহজ কাজ নয়। তবে, উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক বলা যায় যে, বাংলাদেশ সরকার নিচের কার্যক্রমসমূহ বিবেচনা করতে পারে :

১। ইইউ ও আসিয়ানের মধ্যে সম্ভাব্য এফটিএ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশের উপর তার সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে ইউরোপিয় ইউনিয়নকে অবহিত করতে পারে।

২। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহকে বিশেষ করে পোশাক খাতকে উক্ত চুক্তির আওতা বহির্ভূত রাখা অথবা আসিয়ানের জন্য কোটা পদ্ধতি রাখার জন্য ইউরোপিয় ইউনিয়নকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

৩। এই চুক্তির আওতায় শুল্কহার কমানোর সময়সীমা (Phase Out Period) বৃদ্ধির জন্য ইউরোপিয় ইউনিয়নকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

৪। রপ্তানী গন্তব্য একটি দেশ কিংবা একটি অঞ্চল হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বাজার বহুমুখীকরণ (Market Diversification) বিষয়ে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫। পোশাক খাতের উপর অধিকতর রপ্তানী নির্ভরতা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হতে পারে। সে কারণে পণ্য বহুমূখীকরণে (Product Diversification) অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

৬। উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বিপণন প্রচারাভিযান মাধ্যমে (যেমন বিবিসি, সিএনএন) বাংলাদেশের পণ্যের প্রচারাভিযান নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৭। কার্যকর ও দক্ষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ ও শ্রমশক্তি প্রবর্তনের দ্বারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৮। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন ব্যবস্থা জোরদারকরণের মধ্যে দিয়ে ব্যবসার খরচ (Cost of Doing Business) কমানোর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৯। রপ্তানির লীড টাইম কমানোর জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

১০। পোশাক খাতে ট্রেড ফাইন্যান্সিং এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১১। ইইউ ও আসিয়ানের মধ্যে সম্ভাব্য এফটিএ চুক্তির ফলে ইউরোপিয় বাজারে ক্ষতির সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের রপ্তানীকারকদের সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। রপ্তানীকারকগণও এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাদের নিজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১২। মূল্য হ্রাসকরণ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারা মূল্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্যে প্রতিযোগিতামূলক হওয়া যেতে পারে।

১৩। বাংলাদেশের তৈরি পোশাককে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রেও অধিক শুল্ক প্রদান করতে হয়। ইইউ- আসিয়ান এফটিএ এর ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে। এ ভাবে ইউরোপিয় বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহের তুলনামূলক সুবিধা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

৩. দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৩.১। ব্রাজিল, চিলি ও আর্জেন্টিনা'র শুল্ক ও অশুল্ক বাধা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি।

রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ করা অতীব জরুরি। কিন্তু শুল্ক ও অশুল্ক বাধার কারণে অনেক দেশেই রপ্তানি সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয় না। যার কারণে এ সকল বাধা সম্পর্কে যথোপযুক্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা জরুরি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ২০১৫ খ্রিঃ ব্রাজিল, চিলি ও আর্জেন্টিনায় বাণিজ্য মিশন প্রেরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার প্রাক্কালে উক্ত দেশসমূহে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন হয়। কমিশন অংশীজনদের সাথে সভা করে শুল্ক ও অশুল্ক বাধাসমূহ চিহ্নিতকরতঃ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। উক্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, উক্ত ৩টি দেশের মধ্যে চিলিতে সবচেয়ে কম এবং ব্রাজিলে সবচেয়ে বেশি শুল্ক ও অশুল্ক বাধা বিদ্যমান।

৩.২। বাংলাদেশ ও ইথিওপিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সম্ভাবনার বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি।

গত ২৩-২৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ইথিওপিয়া সফর করেন। উক্ত সফরের ফলশ্রুতিতে Trade and Investment Promotion and Protection শীর্ষক একটি খসড়া চুক্তি প্রণয়নের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভাবনার বিষয়টি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করে। এমতাবস্থায়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে বাণিজ্য সম্ভাবনা যাচাই/পর্যালোচনা করে যথাযথ মতামত প্রণয়নপূর্বক অবহিত করতে অনুরোধ করে। যার প্রেক্ষিতে কমিশন একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। প্রতিবেদনটিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছিলোঃ

(ক) ভৌগলিক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা (দুই দেশের তুলনা)

(খ) জনমিতি তুলনা

(গ) ইথিওপিয়ার আঞ্চলিক চুক্তিসমূহ

(ঘ) অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা

(ঙ) পণ্য বাণিজ্যঃ বাংলাদেশ ও ইথিওপিয়া

(চ) সেবা বাণিজ্যঃ বাংলাদেশ ও ইথিওপিয়া

(ছ) পণ্য পর্যায়ে বিশ্লেষণ

(জ) শুল্ক কাঠামো

(ঝ) বাণিজ্য সম্ভাবনা (সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য তালিকা)

উক্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ইথিওপিয়ায় স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকলেও ভবিষ্যতে ইথিওপিয়ার সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধিকল্পে এবং বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ চুক্তিটি করা যেতে পারে বলে কমিশন মত প্রদান করে।

৩.৩। রাশিয়া ও জার্মানির সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনাময় পণ্য তালিকা প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনের বাণিজ্যিক উইংসমূহের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গঠিত "নীতি নির্ধারণী কমিটি"-এর সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জার্মানি ও রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন জার্মানি ও রাশিয়ায় রপ্তানি সম্ভাবনাময় ১০টি পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করবে। সে অনুসারে, উক্ত দেশসমূহের আমদানি পণ্যের চাহিদা, বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ, দ্বিপাক্ষিক রপ্তানির পরিমাণ এবং তাদের গড় প্রবৃদ্ধির হার ইত্যাদি বিষয়ের প্রেক্ষিতে ১০টি পণ্যকে বাছাই করা হয়। উক্ত পণ্যসমূহের মধ্যে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ পণ্যই তৈরী পোশাকের অন্তর্ভুক্ত।

৩.৪। Preferential Offer List of Nepal to Bangladesh এর উপর মতামত প্রদান

গত ২২-২৩ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নেপাল ৫০টি পণ্যের (এইচএস কোড ৬ ডিজিট লেভেল) একটি তালিকা বাংলাদেশের নিকট হস্তান্তর করে। বর্ণিত ৫০টি পণ্য নেপালের বাজারে বাংলাদেশকে শুল্ক সুবিধায় রপ্তানি করার সুযোগ দেয়া হয়। নেপালের ৫০টি পণ্যের (এইচএস কোড ৬ ডিজিট লেভেল) তালিকার উপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে অনুরোধ করে। বিষয়টি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৩.৫। নেপালের নিকট শুল্ক-মুক্ত সুবিধা চাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য তালিকা প্রণয়ন।

২০১২ সালে বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী অনুসারে নেপালের নিকট শুল্ক-মুক্ত সুবিধা চাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নেপালের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে নেপালের জন্য ৫৫টি পণ্যের (এইচএস কোড ৬ ডিজিট লেভেল) তালিকা প্রণয়ন করে এবং তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৫৫টি পণ্যের তালিকা পুনঃপরীক্ষা করার জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে কমিশন

এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআইসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে ১টি পণ্য সংযোজনপূর্বক ৫৬টি পণ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করে।

৩.৬। ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব এ্যাকশন (IPoA) বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব একশন (IPoA) বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে 'গ্লোবাল ভ্যালু চেইন' এ বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে 'গ্লোবাল ভ্যালু চেইন' এ বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বিষয়ে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

- বাণিজ্য কেন্দ্রীকরণ
- শিল্প সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা
- বাণিজ্য সহজীকরণ সম্পর্কিত বিষয়াদি
- আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির অভাব
- শুল্ক কাঠামো
- অশুল্ক বাধা
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের অভাব
- ব্যবসার খরচ
- প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
- দেশীয় মূল্য সংযোজন

৩.৭ । বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে গঠিত ব্লু-ইকোনমি ও মেরিটাইম সহযোগিতা বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) এর সভার জন্য মতামত।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে গঠিত ব্লু-ইকোনমি ও মেরিটাইম সহযোগিতা বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) এর প্রথম সভা উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Ocean/Blue Economy for Bangladesh" শীর্ষক কনসেপ্ট নোট বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রস্তুত করা হয়।

৩.৮। ভারতের DFTP Scheme এর আওতায় বাংলাদেশের রপ্তানিতে সম্ভাব্য প্রভাব বিষয়ক প্রতিবেদন ।

ভারতের Duty Free Tariff Preference ভারতের (DFTP Scheme) এর আওতায় ২০০৮ সাল থেকে ভারত সরকার স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে শুল্ক সুবিধা প্রদান করে আসছে। ২০১৫ সালে ১০ মার্চ DFTP

Scheme এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ হতে ভারতের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তনসহ রুলস অব অরিজিনের শর্তে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানিতে কি ধরণের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য, বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো, DFTP Scheme এর আওতায় প্রদত্ত শুল্ক সুবিধা এবং উক্ত স্কীমের আওতায় আনীত পরিবর্তনসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৩.৯। Bangladesh Africa Bilateral Relations শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

আফ্রিকার ৫৪টি দেশের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি করা, বিদ্যমান বাণিজ্য ব্যবধান হ্রাস করা এবং আফ্রিকার বাজারে সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য তালিকা প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। উল্লিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৪ সালে বাংলাদেশের সাথে আফ্রিকার (৫৪টি দেশ) ট্রেড ঘাটতি ছিল ৬৪.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তৈরী পোশাক সামগ্রি, টেবিলওয়্যার ও কিচেন ওয়্যার, পাটপণ্য আফ্রিকার বাজারে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। এছাড়াও আফ্রিকার বাজারে মাছ, আলু, অন্যান্য সবজি, সংরক্ষিত মাংস (Preserved Meat), পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, জুতা, প্লাস্টিক সামগ্রী ইত্যাদি পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা বিদ্যমান। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৩.১০। জি-৭ আউটরিচ প্রোগ্রাম (G-7 Outreach Programme) এর জন্য বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়াবলী সংক্রান্ত ব্রিফ/ইনপুটস প্রণয়ন।

গত ২৫ থেকে ২৭ মে ২০১৬ তারিখে জাপানের ইসে-সীমাতে অনুষ্ঠিত G-7 Outreach Programme এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জাপানের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাতপূর্বক একটি ব্রিফ প্রণয়নের অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন জাপানের সাথে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, জাপানের শুল্ক কাঠামো, জাপান কর্তৃক প্রদত্ত DFQF সুবিধা, বিদ্যমান অশুল্ক বাধা, রুলস অব অরিজিন ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক একটি ব্রিফ প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৩.১১। 'বাংলাদেশ ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড' এর ১০ম সভায় নতুন এজেন্ডা অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব ও বাংলাদেশ ভারত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বিদ্যমান প্যারা ট্যারিফ এবং নন ট্যারিফ বাধা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কাজ।

'বাংলাদেশ ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড' এর ১০ম সভায় আলোচনার জন্য ভারতে পণ্য আমদানি/রপ্তানিতে বিদ্যমান প্যারাট্যারিফ ও ননট্যারিফ বাধা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এ প্রেক্ষিতে অংশীজনদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং ভারত সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নোটিফিকেশনের ভিত্তিতে ইনপুটস প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৩.১২। বাংলাদেশ -উজবেকিস্তান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে ব্রিফ প্রণয়ন ।

বাংলাদেশ উজবেকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উজবেকিস্তানের বৈদেশিক অথনৈতিক সম্পর্ক, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল উজবেকিস্তান সফর করবে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে উজবেকিস্তানের অথনৈতিক ও বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি, উজবেকিস্তানের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহ এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনার উপর আলোকপাত করে টকিং পয়েন্টস প্রস্তুত করে।

৩.১৩। বাংলাদেশ -তুরস্ক দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত যাচাই।

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-তুরস্ক দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিনিময়ের কথা রয়েছে। সে মোতাবেক তুরস্ক কর্তৃক তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত প্রেরণ করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশের সরকারি তথ্য উপাত্ত ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তথ্যকোষ হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনাপূর্বক তুরস্ক কর্তৃক প্রেরিত তথ্য উপাত্ত হতে প্রাপ্ত কতিপয় অসঙ্গতি ও তার সম্ভাব্য কারণ উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৩.১৪ মায়ানমারের পোশাক শিল্পের উন্নয়নে ১০ বছর মেয়াদী সমন্বিত উন্নয়ন কৌশলের উপর মতামত প্রদান।

মায়ানমার সরকার তাদের তৈরী পোশাক শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনার উপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক, মায়ানমারের তৈরী পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে। কমিশন হতে মায়ানমারের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সেখানে প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে বলে সেখানে তৈরী পোশাক শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে মতামত দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের Competitive advantage ধরে রাখার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য BGMEA, BKMEA, BTMA, FBCCI, EPB ও অন্যান্য অংশীজনদের মতামতের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র সেল বাংলাদেশের তৈরী পোশাক ও বস্ত্র সংক্রান্ত নীতি পর্যালোচনা করতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

৩.১৫ বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে জুন ২০১৬ সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য Foreign Office Consultation (FOC) বিষয়ে ব্রিফ/ইনপুটস/মতামত প্রদান

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে Foreign Office Consultation (FOC) সভার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নেপালের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্রিফ/ইনপুটস/মতামত প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ব্রিফ/ইনপুটস/মতামত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে:

(ক) নেপালের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য পরিস্থিতি;

(খ) নেপালের বিশ্ব বাজার;

(গ) বিশ্ব বাজারে নেপালের প্রধান ২০টি রপ্তানিযোগ্য পণ্য;

(ঘ) বিশ্ব বাজার হতে নেপালে ২০টি আমদানিযোগ্য পণ্য;

(ঙ) বাংলাদেশ-নেপাল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য;

(চ) নেপালের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য;

(ছ) নেপাল হতে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানিযোগ্য পণ্য;

(জ) দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক বিনিময় বিষয়ে সাম্প্রতিক অবস্থা;

(ঝ) কমিশনের মতামত।

৪. অন্যান্য কার্যাদি

৪.১। তৈরী পোশাক সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা বিষয়ক কার্যাদি

তৈরি পোষাক বাংলাদেশের প্রধানতম রপ্তানি পণ্য হওয়ায় এই শিল্পের গুরুত্ব বাংলাদেশের জন্য অপরিসীম। যার কারণে সরকার এই শিল্পে শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় "বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান আইন ২০১৫"ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়" তৈরি পোষাক শিল্পের সাবকন্ট্রাক্টিং নীতিমালা" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কমিশনের মতামত প্রেরণ করা হয়।

৪.২। বিবিআইএনএমভিএ (BBINMVA) এর আওতায় Draft Protocol for Movement of Regular, Non-Regular and Personal Vehicle এর উপর মতামত প্রদান

Motor Vehicle Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicle Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal এর অধীনে Draft Protocol for Movement of Regular, Non-Regular and Personal Vehicle under BBIN-MVA বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ড্রাফট প্রটোকলের উপর মতামত প্রদানের জন্য কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন ড্রাফট প্রটোকলের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনসহ ড্রাফট প্রটোকলের প্যারা নং৬, ৯, ১০, ১২.৪.১, ১৫.১.১, ১৫.২.৩(iv) এবং ১৫.৩ এর উপর মতামত প্রদান করে। তাছাড়া Provisional Arrangement সংক্রান্ত একটি প্যারা সংযুক্ত করার জন্য কমিশন হতে মত দেয়া হয়।

৪.৩। বিবিআইএন এমভিএ [BBIN MVA (Bangladesh-Bhutan-India-Napal Motor Vehicle Agreement)] এর অধীনে প্রণীত যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for Movement of Passenger Vehicle) এবং মালামালবাহী যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for Movement of Cargo Vehicle)- বিষয়ে মতামত প্রণয়ন।

গত ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে "Motor Vehicle Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicle Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal" স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্ণিত চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক BBIN MVA এর অধীনে প্রণীত যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for

Movement of Passenger Vehicle) এবং মালামালবাহী যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for Movement of Cargo Vehicle)-এর খসড়া বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে বিবিআইএন এমভিএ'র আওতায় নিয়মিত, অনিয়মিত এবং ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত খসড়া প্রটোকল (Draft Protocol for Movement of Regular, Non-Regular and Personal Vehicle under BBIN-MVA) এর উপরও মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.৪। কমসেক (COMCEC)- এর ৩১তম সেশনের খসড়া এজেন্ডা এর জন্য ইনপুটস প্রদান

২৩-২৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিতব্য Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC)এর ৩১তম অধিবেশনের জন্য বর্ণিত বিষয়ে মতামত/ইনপুটস প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়:

- ট্রেড প্রেফারেন্সিয়াল সিস্টেম এমাং টিপিএস-ওআইসি
- ইসলামিক ট্রেড ফেয়ার্স
- আন্ত: ওআইসি বাণিজ্য বৃদ্ধির রোড ম্যাপ
- ডব্লিউটিও বিষয়ক টেকনিক্যাল এসিসটেন্স

৪.৫। "ডায়াগনস্টিক ট্রেড ইন্টিগ্রেশন স্টাডি" (ডিটিআইএস) একশন ম্যাট্রিক্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতামত প্রেরণ।

বাংলাদেশ ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর এইড ফর ট্রেড কর্মসূচির আওতায় গৃহীত এনহেন্সড ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্ক (ইআইএফ) প্রোগ্রামে যোগদান করে। এই ইআইএফ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের (এলডিসি) বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা। এ উদ্দেশ্যে ইআইএফ-ভুক্ত প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা সমাধানের কৌশল নির্ধারণের জন্য ইআইএফ এর অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে ডায়াগনস্টিক ট্রেড ইন্টিগ্রেশন স্টাডি (ডিটিআইএস) সম্পন্ন করা হয়। এ স্টাডি সম্পূর্ণভাবে সদস্য রাষ্ট্রের চাহিদার ভিত্তিতে করা হয়। বাংলাদেশ ইআইএফ এর অর্থায়নে বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমে ডিটিআইএস সম্পন্ন করে। উক্ত ডিটিআইএস এর একশন ম্যাট্রিক্স অংশে বাংলাদেশের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। উল্লেখ্য, ইআইএফ কর্মসূচিতে ডিটিআইএস একশন ম্যাট্রিক্স এ প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত

করার বিধান আছে। ডিটিআইএস একশন ম্যাট্রিক্স এ সন্নিবেশিত সংশ্লিষ্ট সুপারিশমালা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে কমিশনের বিশ্লেষণধর্মী মতামত প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৬। ডব্লিউটিওর ১০ম মিনিষ্টারিয়াল কনফারেন্সের প্রস্তুতির জন্য মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ডব্লিউটিও সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য মতামত প্রণয়ন।

কেনিয়ার নাইবেরীতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিওর ১০ম মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সের প্রস্তুতির জন্য মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ডব্লিউটিও সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত পূর্বক একটি ব্রিফ প্রণয়ন করা হয়।

৪.৭। আঙ্কটাড এর Zero draft of the outcome document of the 14 the UNCTAD (17-22 July, 2016, Nairobi, Kenya) and initial input of the mission সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন।

২০১৬ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠেয় UNCTAD এর ১৪ তম কনফারেন্সের Zero draft এর উপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন Zero draft এ উল্লিখিত একটি থিম ও চারটি সাব থিম এর মূল বিষয়বস্তু এবং এক্ষেত্রে আরো কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এ বিষয়ে মতামত প্রণয়ন করে।

৪.৮। অপ্রচলিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির বিষয়ে মতামত প্রদান

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ কোন কোন দেশে বাংলাদেশ অপ্রচলিত পণ্য বিশেষ করে অস্ত্র রপ্তানি করতে পারে এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করে। কমিশন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, অস্ত্রের বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করে মতামত সম্মলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৪.৯। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক জাতীয় শুল্কনীতি ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন

সরকারের Allocation of business অনুযায়ী শুল্কনীতি প্রণয়ন করা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিষয়। বাংলাদেশে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্কহার নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু শুল্কহার নির্ধারণের কোন লিখিত নীতিমালা নেই। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন স্ব-উদ্যোগে একটি খসড়া জাতীয় শুল্ক নীতি প্রণয়ন করে। এ নীতির উদ্দেশ্য ছিল মূলত শুল্ক হার নির্ধারণের এমন একটি সাধারণ নীতিমালা বা গাইডলাইন তৈরি করা যা শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের পাশাপাশি শিশু শিল্পের (Infant Industry) বিকাশের পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সম্প্রসারণে

ভুমিকা রাখবে। খসড়া নীতিমালায় আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের উপর বিদ্যমান শুল্ক ও কর আরোপের পাশাপাশি দেশে বিদ্যমান আইনের আলোকে নতুন ধরণের শুল্ক আরোপের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদানের একটি মাপকাঠি খসড়া জাতীয় শুল্কনীতি ২০১৫ তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪.১০। "Bangladesh's Alignment to the WTO Trade Facilitation Agreement" শীর্ষক প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রস্তুতকরণ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক **International Finance Corporation (IFC)** কর্তৃক প্রণীত **"Bangladesh's Alignment to the WTO Trade Facilitation Agreement"** শীর্ষক প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রস্তুত করা হয়।

৪.১১। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে গঠিত ব্লু-ইকোনমি ও মেরিটাইম সহযোগিতা বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) এর সভার জন্য মতামত।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে গঠিত ব্লু-ইকোনমি ও মেরিটাইম সহযোগিতা বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) এর প্রথম সভা উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Ocean/Blue Economy for Bangladesh" শীর্ষক কনসেপ্ট নোট বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রস্তুত করা হয়।

৪.১২। প্রেফারেনশিয়াল রুলস অব অরিজিন বিষয়ে মতামত প্রেরণ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় "প্রেফারেনশিয়াল রুলস অব অরিজিন বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রস্তুত করা হয়।

৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১। South Asian Free Trade Area (SAFTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

২। SAARC Trade in Services (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তথ্য পর্যালোচনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন।

৩। Asia Pacific Trade Agreement (APTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৪। Trade Preferential System among OIC Countries (TPS-OIC) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৫। Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৬। Preferential Trade Agreement among D-8 Member States চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৭। Preferential Trade Agreement (PTA) among the Countries of Indian Ocean Rim - Association for Regional Cooperation (IOR-A) চুক্তিতে অংশগ্রহণে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৮। বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (FTA/PTA) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৯। বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠন বিষয়ে নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১০। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।

১১। General Agreement on Trade in Services (GATS) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১২। World Trade Organisation (WTO) এর আওতায় Trade Facilitation সহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১৩। BREXIT এর ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১৪। Protection and Promotion of Potential Geographical Indication (GI) in Bangladesh: Challenges and Way Forward সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১৫। Trade in Services: Selected Sectors: বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১৬। সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কাজ।

কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা

সমস্যাবলী

- ১৯৯২ সনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পর ১৯৯৫ সনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দেশের শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ও বাণিজ্য উদারীকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রুল-বেজ্ড ট্রেডিং সিস্টেম নিবিড়ভাবে প্রতিপালনের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকার সেইফগার্ড বিধিমালা জারি করেছে, যা আমদানি বাণিজ্যের অস্বাভাবিক স্ফীতি হতে দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করবে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত বিষয়ে কমিশনের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির আবশ্যকতা রয়েছে।
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এ কমিশনকে কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণসহ বাণিজ্য নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছে না। সুতরাং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-কে যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধন প্রয়োজন।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি- ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে। একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরও অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন।
- বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে শুল্ক নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন। তাছাড়া সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নসহ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর বর্তমান শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্যারিফ কমিশনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে / বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও এতদসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের বিষয়টি সমাধান করা আশু প্রয়োজন। কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলান করা প্রয়োজন।

- যৌক্তিক শুল্কহার নির্ধারণ ও স্থানীয় বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ কমিশনের কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার। এ প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনের আরও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা অপরিহার্য। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত এজেন্সিসমূহ যেমন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর ও বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে কমিশনের অন-লাইন সংযোগের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা আবশ্যক।

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় আলোচিত বিষয় হচ্ছে বাণিজ্য সহজীকরণ। আমদানি- রপ্তানি পর্যায়ে শুল্ক বহির্ভূত বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকার কারণে বাণিজ্য খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সময়ও বেশী লাগছে। বাণিজ্য সহজীকরণ বিষয়টি দেশের একক কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নয়। বিষয়টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। উল্লেখ্য, বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Doing Business, 2015 রিপোর্টের Ease of Doing Business র‍্যাংক অনুয়ায়ী ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭৩ তম স্থানে রয়েছে। বাণিজ্য সহজীকরণে এখনও বাংলাদেশের অনেক কিছু করার সুযোগ আছে।

সুপারিশমালা

- মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা একদিকে যেমন রাষ্ট্রগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্যে টিকে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তেমনি অনেক সময় এই প্রতিযোগিতার কারণে স্বল্প বাণিজ্য ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলোর শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিযোগিতার এসব ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশীয় উৎপাদনকারীদের রক্ষা করার জন্য বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (Trade Remedy Measures) যেমন এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড গ্রহণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংশোধনের মাধ্যমে কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের ধারায়ও পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শুল্ক নীতি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি কমিশন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আঞ্চলিক এবং দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সরকারকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-কে যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন।

- একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি- ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরও অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে / বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও এতদসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

- কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের বিষয়টি সমাধানকল্পে নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনকে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কমিশনকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সমন্বয়কের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। কমিশন এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক কমিশন বাণিজ্য সহজীকরণের একটি দিক নির্দেশনা দিতে পারে। কমিশনের দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করলে বাণিজ্য ব্যয় ও সময় কমে যাবে ফলে ভোক্তাগণ কম দামে পণ্য পাবে। এতে বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে।

পরিশিষ্ট - ১

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা	কার্যকাল	মন্তব্য
৩৯।	বেগম মুশফেকা ইকফাৎ ৯৩/এ দক্ষিণ ফুলার রোড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মোবাইল ০১৭১৩১৭১৬২৪	২৪-০২-২০১৬ হতে বর্তমান	কর্মরত আছেন
৩৮।	জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি মাধবীলতা ফ্ল্যাট-০৯, এলেনবাড়ি সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার তেজগাঁও, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৩০৩৫৬৫৬	১৪-০৯-২০১৫ হতে ১২-০১-২০১৬	অবসরপ্রাপ্ত
৩৭।	ড. মোঃ আজিজুর রহমান কনকচাঁপা-৬ এলেন বাড়ি সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ মোবাইলঃ ০১৭১৭০১৫০৪২/৫৮১৫০৮১৮	২৮-০৯-২০১৪ হতে ১৩-০৯-২০১৫	অবসরপ্রাপ্ত
৩৬।	জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী প্লট নং-৩০১, বাড়ি নং-১১৭ অফিসার্স কোয়াটার গুলশান এভিনিউ, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭১৬৯১১৯৫৬/৮৮	০৪-০৩-২০১৪ হতে ২৮-০৯-২০১৪	অবসরপ্রাপ্ত
৩৫।	জনাব মোঃ সাহাব উল্লাহ অরুনিমা-৮, ৪র্থ তলা (পশ্চিম) ইস্কাটন গার্ডেন অফিসার্স কোয়াটার ইস্কাটন, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১১৮১৭১৭৮/৮৯৬০৫২৫	২২-০৭-২০১২ হতে ০৬-০৩-২০১৪	ভিয়েতনামে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত
৩৪।	ড. মোঃ মজিবুর রহমান বাড়ি নম্বর-৩৩, লেকড্রাইভ রোড সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১১৮১৭১৭৮/৮৯৬০৫২৫	২০-০৭-২০০৯ হতে ১৯-০৭-২০১২	অবসরপ্রাপ্ত
৩৩।	জনাব এ কে এম আজিজুল হক ফ্যাট-২/৪০৪, হোল্ডিং নম্বর-১৫২/২/জি/২ প্রান্ত ছায়া, পান্থপথ, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭২৪৬১৯১৯৮	১৮-০১-২০০৯ হতে ১৯-০৭-২০০৯	অবসরপ্রাপ্ত
৩২।	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম ২/৬, শামস টাওয়ার শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবাইলঃ০১৫৫২৪৭২০০১	১২-০২-২০০৮ হতে ১৭-১২-২০০৮	অবসরপ্রাপ্ত

৩১।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম বাড়ি নং- ১৪, সড়ক নম্বর ১৯/এ বনানী, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭৪২৩৮৮৮৪৯	০৯-০১-২০০৭ হতে ০৩-০২-২০০৮	অবসরপ্রাপ্ত
৩০।	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব এপার্টমেন্ট-ই/৩ টোটাল তমিজ ৪১, দিলু রোড, মগবাজার ঢাকা-১০০০ মোবাইল:০১৭২০৩৩৩৫৫৫	০৮-১০-২০০৬ হতে ২৬-১২-২০০৬	অবসরপ্রাপ্ত
২৯।	জনাব এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০-০৮-২০০৬ হতে ১৯-০৯-২০০৬	বিদেশে অবস্থান করছেন
২৮।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ফ্ল্যাট-৬ ডি, শেলটেক-পরমা-১ শান্তিবাগ, ঢাকা মোবাইল:০১৯২৪৫৪২০২৮	০৩-০৫-২০০৬ হতে ০৩-০৭-২০০৬	অবসরপ্রাপ্ত
২৭।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ নকসই টাওয়ার, ৬/জি, এপার্টমেন্ট-৯/জি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা মোবাইল:০১৭১১৯৫৫৭৫১	১২-০৯-২০০৫ হতে ২৭-০৪-২০০৬	অবসরপ্রাপ্ত
২৬।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া বাড়ি নম্বর-৭৫, সড়ক নম্বর-১২/এ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা মোবাইল:০১৭৪৮৭৬৪২৩৮	০৫-০১-২০০৫ হতে ১২-০৯-২০০৫	অবসরপ্রাপ্ত
২৫।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম চেয়ারম্যান অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মোবাইল:০১৭১২৬২৩৩৬৭	২৩-০৬-২০০২ হতে ২২-০৬-২০০৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত
২৪।	জনাব দেলোয়ার হোসেন	১১-০৯-২০০১ হতে ১৪-১১-২০০১	ইন্তেকাল করেছেন
২৩।	জনাব এম আই চৌধুরী (মহিবুল ইসলাম)	০৭-০৫-২০০১ হতে ০৮-০৮-২০০১	তথ্য পাওয়া যায়নি
২২।	জনাব এ. ওয়াই,বি,আই সিদ্দিকী ফ্যাট-৩ বি, বাড়ি নম্বর-৭, সড়ক নম্বর-৫১ কনকর্ড-আশা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ মোবাইল:০১৭১১৫২৩১৬৭	০৭-০৬-২০০০ হতে ২২-০৪-২০০১	অবসরপ্রাপ্ত

২১।	জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন বাড়ি নম্বর-১০৫, সড়ক নম্বর-৭ সেক্টর-৪, উত্তরা-ঢাকা মোবাইল:০১৯১১৩৫৬০৫৩	১৫-১১-১৯৯৯ হতে ২৬-১০-১৯৯৯	অবসরপ্রাপ্ত
২০।	ড. মোঃ ওসমান আলী ফোন: ৮৯২৪১৪৬	১৫-১০-১৯৯৭ হতে ২৬-১০-১৯৯৯	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৯।	জনাব শামসুজ্জামান চৌধুরী এপার্টমেন্ট-এ/৯, প্রিয় নীড় ১৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড ঢাকা-১০০০ ফোন:৮৩১৬১৫০	১৫-১০-১৯৯৭ হতে ০৯-১২-১৯৯৭	অবসরপ্রাপ্ত
১৮।	জনাব আজাদ রুহুল আমিন প্রান্ত নীড়, ডি/২, ৭/৩ আওরঙ্গজেব রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২১৭ মোবাইল:০১৮১৯২১৯৪৩৩	০১-০৩-১৯৯৭ হতে ০৭-১০-১৯৯৭	অবসরপ্রাপ্ত
১৭।	জনাব এ,এ,এম, জিয়াউদ্দিন ফ্ল্যাট-৬, বি-১, নাভানা মুন গার্ডেন ১১৫, বড় মগবাজার কাজী অফিস লেন, ঢাকা-১২১৭ মোবাইল:০১৭২৬৯০৬৫৬২	২২-০৮-১৯৯৬ হতে ২৩-০২-১৯৯৭	অবসরপ্রাপ্ত
১৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	২৬-০৫-১৯৯৬ হতে ২৩-০৭-১৯৯৬	ইন্তেকাল করেছেন
১৫।	জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ফ্যাট-১/এ, কনকর্ড টাওয়ার ব্লক-২১, রোড নং-৩২ গুলশান-১, ঢাকা মোবাইল:০১৭১৭১০৬০৯২	০৫-১০-১৯৯৪ হতে ২২-০৪-১৯৯৬	অবসরপ্রাপ্ত
১৪।	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর বাড়ী নম্বর-১৬, সড়ক নম্বর-২৫, ব্লক-এ বনানী, ঢাকা মোবাইল:০১৭৪১১১৬৩২২/০১৭৪৫৪৮০৯৯৮	২৩-১০-১৯৯১ হতে ০৫-১০-১৯৯৪	জাতীয় সংসদের চাঁদপুর-১ আসনের সদস্য
১৩।	জনাব আমিনুল ইসলাম ফ্ল্যাট-৮/এ, নাভানা কনডোমিনিয়াম ৭৬, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ফোনঃ ৮৩১২৬১৪	১৯-০৬-১৯৯১ হতে ২৩-১০-১৯৯১	অবসরপ্রাপ্ত

১২।	জনাব সৈয়দ হাসান আহমদ এপার্টমেন্ট-৪বি বাড়ি নম্বর-১০ সি, সড়ক নম্বর -৮১ গুলশান-২, ঢাকা মোবাইল: ০১৭২০১১৮৪১৫/৯৮৮৬৬০০	১৫-১২-১৯৯০ হতে ১৯-০৬-১৯৯১	অবসরপ্রাপ্ত
১১।	জনাব এম.এ. মালিক বাড়ি নম্বর-৮, সড়ক নম্বর-৭৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ মোবাইল: ০১৭৪১১২৪৩৪৮৯	১০-০১-১৯৯০ হতে ১৫-১২-১৯৯০	অবসরপ্রাপ্ত
১০।	জনাব মুসলেহ উদ্দীন আহমেদ	০৮-০৭-১৯৮৬ হতে ২৯-১১-১৯৮৯	ইন্তেকাল করেছেন
৯।	জনাব নাসিম উদ্দীন আহমেদ ৭৫ এইচ, ইন্দিরা রোড, ঢাকা মোবাইল: ০১৭৬৬০৭৩০৩৮	০২-১১-১৯৮৫ হতে ০৮-০৭-১৯৮৬	অবসরপ্রাপ্ত
৮।	জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ বাড়ি নম্বর-২, সড়ক নম্বর-৫০ গুলশান-২ (গুলশান ক্লাব রোড), ঢাকা-১২১২ মোবাইল: ০১৭১৩০১৪১৩৬	০৬-০৬-১৯৮৪ হতে ৩১-১০-১৯৮৫	অবসরপ্রাপ্ত
৭।	জনাব খন্দকার মোঃ নুরুল ইসলাম	৩০-০১-১৯৮৪ হতে ০৬-০৬-১৯৮৪	ইন্তেকাল করেছেন
৬।	কমোডর এম, এ, রহমান (অঃ প্রাঃ) ফ্লাট-এ/৫/ই, বাড়ি নম্বর-৭৫ সড়ক নম্বর-৮/এ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা মোবাইল: ০১৭১১৫৬৩২২৮	২৭-১০-১৯৮০ হতে ৩০-০১-১৯৮৪	অবসরপ্রাপ্ত
৫।	কাজী মোশারফ হোসেন	১৫-০২-১৯৮০ হতে ২৬-১০-১৯৮০	ইন্তেকাল করেছেন
৪।	জনাব এ, এম, হায়দার হোসেন	২০-০১-১৯৭৭ হতে ১৪-০২-১৯৮০	তথ্য পাওয়া যায়নি
৩।	জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান বাড়ি নম্বর-২, সড়ক নম্বর-৭৭ গুলশান, ঢাকা। ফোনঃ৯৮৮৮৩৯১	২৬-১০-১৯৭৬ হতে ১৯-০১-১৯৭৭	বিদেশে অবস্থান করছেন
২।	জনাব আবদুস সামাদ	১৯-০৭-১৯৭৬ হতে ২৫-১০-১৯৭৬	ইন্তেকাল করেছেন
১।	জনাব আনোয়ারুল হক খান	৩০-১২-১৯৭২ হতে ১৫-০৩-১৯৭৬	তথ্য পাওয়া যায়নি

পরিশিষ্ট - ২

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

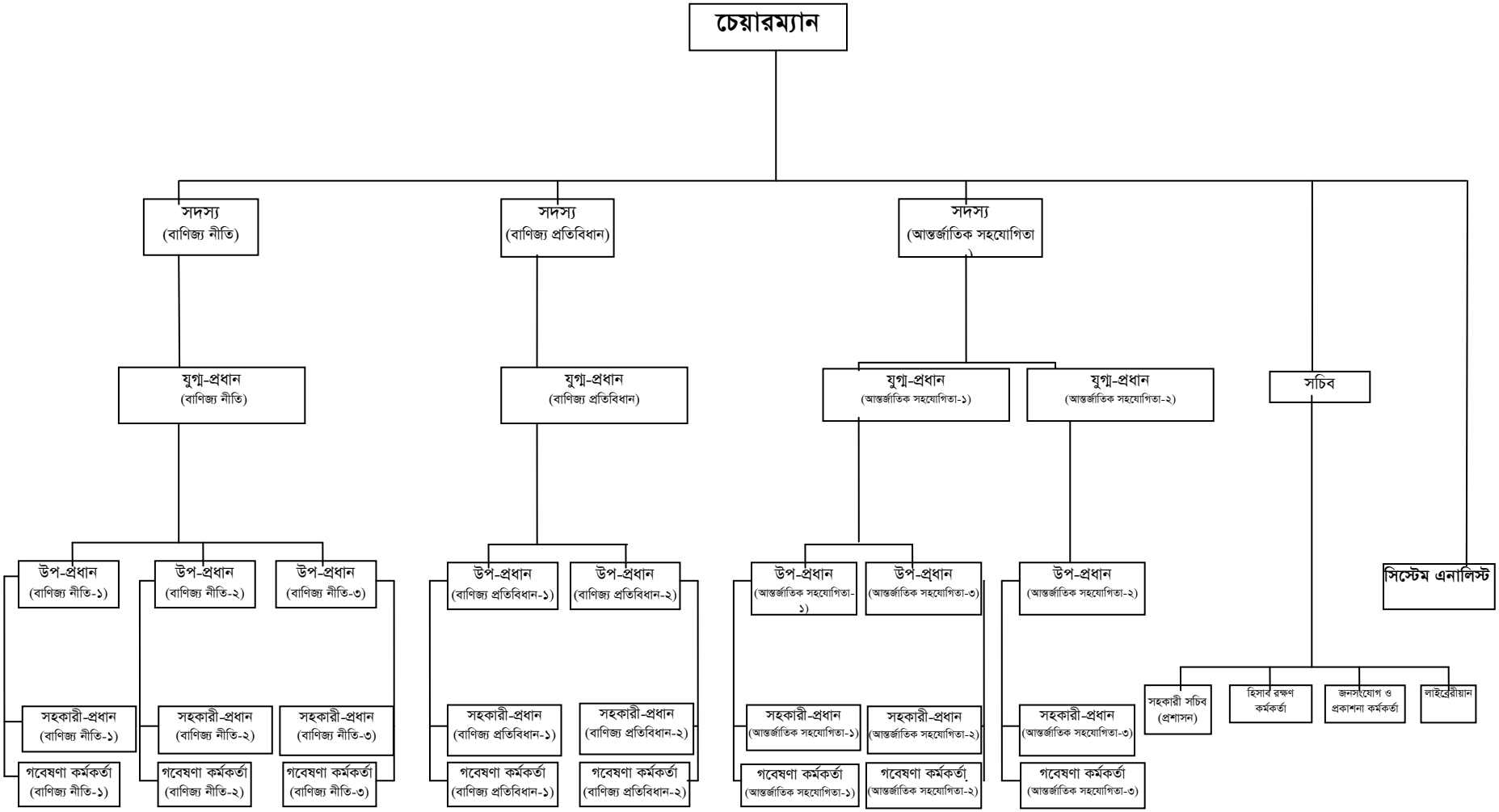

অনুমোদিত জনবল ঃ
কর্মকর্তা = ৩৯ জন
কর্মচারী = ৭৬ জন
সর্বমোট = ১১৫ জন

গাড়ীর সংখ্যা ঃ
কার ঃ ৯টি
মাইক্রোবাস ঃ ২টি
মটরসাইকেল ঃ ১টি

পরিশিষ্ট – ৩

The Customs Act, 1969 (IV of 1969) [Section 18A to 18D]

18A. Imposition of countervailing duty – (1) Where any country or territory pays, bestows, directly or indirectly, any subsidy upon the manufacture or production therein or the exportation therefrom of any goods including any subsidy on transportation of such goods, then, upon the importation of any such goods into Bangladesh, whether the same is imported directly from the country of manufacture, production or otherwise, and whether it is imported in the same condition as when exported from the country of manufacture or production or has been changed in condition by manufacture, production or otherwise, the Government may, by notification in the official Gazette, impose a countervailing duty not exceeding the amount of such subsidy.

Explanation. – For the purposes of this section, subsidy shall be deemed to exist, if –

(a) there is financial contribution by a Government, or any public body within the territory of the exporting or producing country, that is, where –

(i) a Government practice involves a direct transfer of funds including grants, loans and equity infusion) or potential direct transfer of funds or liabilities or both;

(ii) Government revenue that is otherwise due is forgone or not collected (including fiscal incentives);

(iii) a Government provides goods or services other than general infrastructure or purchases goods;

(iv) a Government makes payments to funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions specified in clauses (i), (ii) and (iii) which would normally be vested in the Government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by Governments; or

(b) a Government grants or maintains any form of income or price support, which operates directly or indirectly to increase export of any goods from, or to reduce import of any goods to its territory, and a benefit is thereby conferred.

(2) The Government may, pending the determination of the amount of subsidy, in accordance with the provisions of this section and the rules made thereunder impose a countervailing duty under this sub-section not exceeding the amount of such subsidy as provisionally estimated by it and if such countervailing duty exceeds the subsidy as so determined, -

(a) the Government shall, having regard to such determination and as soon as may be after such determination reduce such countervailing duty; and

(b) refund shall be made of so much of such countervailing duty which has been collected as is in excess of the countervailing duty as so reduced.

(3) Subject to any rules made by the Government, by notification in the official Gazette, the countervailing duty under sub-section (1) or sub-section (2) shall not be levied unless it is determined that –

(a) the subsidy relates to export performance;

(b) the subsidy relates to the use of domestic raw materials over imported raw materials in the exported goods; or

(c) the subsidy has been conferred on a limited number of persons engaged in manufacturing, producing or exporting the goods unless such a subsidy is for –

(i) research activities conduced by or on behalf of persons engaged in the manufacture, production or export; or

(ii) assistance to disadvantaged regions within the territory of the exporting country; or

(iii) assistance to promote adaptation of existing facilities to new environmental requirements.

(4) If the Government, is of the opinion that the injury to the domestic industry which is difficult to repair, is caused by massive imports in a relatively short period, of the goods benefiting from subsidies paid or bestowed and where in order to preclude the recurrence of such injury, it is necessary to levy countervailing duty retrospectively, the Government may, by notification in the official Gazette, impose countervailing duty from a date prior to the date of imposition of countervailing duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under that notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such duty shall be payable from the date as specified in the notification issued under this sub-section.

(5) The countervailing duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force.

(6) The countervailing duty imposed under this section shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the countervailing duty may continue to remain in force pending outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

(7) The amount of any subsidy referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall, from time to time, be ascertained and determined by the Government, after such inquiry as it may consider necessary and the Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the identification of such goods and for the assessment and collection of any countervailing duty imposed upon the importation thereof under this section.

(8) No proceeding for imposition of countervailing duty under this section shall commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written application by or on behalf of a domestic industry, informs the Government that there is *prima-facie* evidence of injury which is caused by direct or indirect subsidy on any particular imported goods.

18B. Imposition of anti-dumping duty. – (1) Where any goods are exported from any country or territory (hereinafter in this section referred to as the exporting country or territory) to Bangladesh at less than the normal value, then, upon the importation of such goods into Bangladesh, the Government may, by notification in the official Gazette, impose an anti-dumping duty not exceeding the margin of dumping in relation to such goods.

Explanation. – For the purposes of this section, -

(a) "margin of dumping", in relation to any goods, means the difference between its export price and its normal value;

(b) "export price", in relation to any goods, means the price of the goods exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported goods are first resold to independent buyer, or if the goods are not resold to an independent buyer or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(c) "normal value", in relation to any goods, means –

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like goods when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like goods in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or, when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison the normal value shall be either –

(a) comparable representative price of the like goods when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said goods in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the goods from a country other than the country of origin and where the goods have been merely transhipped through the country of export or such goods are not produced in the country of export, or there is no

comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to the price in country of origin.

(2) The Government may, pending the determination of the normal value and the margin of dumping in relation to any goods, in accordance with the provisions of this section and the rules made thereunder, impose on the importation of such goods into Bangladesh an anti-dumping duty on the basis of a provisional estimate of such value and margin and if such anti-dumping duty exceeds the margin as so determined –

(a) the Government shall, having regard to such determination and as soon as may be after such determination, reduce such anti-dumping duty; and
(b) refund shall be made of so much of the anti-dumping duty which has been collected as is in excess of anti-dumping duty as so reduced.

(3) If the Government, in respect of the dumped goods under inquiry, is of the opinion that –

(i) there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping cause injury; and

(ii) the injury is caused by massive dumping of goods imported in a relatively short time which in light of the timing and the volume of imported goods dumped and other circumstances, is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied, the Government may, by notification in the official Gazette, levy anti-dumping duty retrospectively from a date prior to the date of imposition of anti-dumping duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under that sub-section and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such duty shall be payable at such rate and from such date as may be specified in the notification.

(4) The anti-dumping duty chargeable under this section shall bin addition to any other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force.

(5) The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

(6) The margin of dumping as referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall, from time to time, be ascertained and determined by the Government after such inquiry as it may consider necessary and the Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purposes of this section and without prejudice to the generality of the forgoing, such

rules may provide for the manner in which goods liable for any anti-dumping duty under this section may be identified and for the manner in which the export price and the normal value of and the margin of dumping in relation to such goods may be determined and for the assessment and collection of such anti-dumping duty.

(7) No proceeding for imposition of anti-dumping duty under this section shall commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written application by or on behalf of a domestic industry, informs the Government that there is *prima facie* evidence of injury which is caused by dumping on any particular imported goods.

18C. No imposition under section 18A or 18B in certain cases – (1) Notwithstanding any thing contained in section 18A or section 18B –

(a) no goods shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization;
(b) the Government shall not levy any countervailing duty or anti-dumping duty
(i) under section 18A or section 18B by reasons of exemption of such goods from duties or taxes borne by the like goods when meant for consumption in the country of origin or exportation or by reasons of refund of such duties or taxes;
(ii) under sub-section (1) of each of these sections, on the import into Bangladesh of any goods from a member country of the World Trade Organization or from a country with which the Government of the People's Republic of Bangladesh has a most favoured nation agreement (hereinafter referred as a specified country), unless in accordance with the rules made under sub-section (2) of this section, a determination has been made that import of such goods into Bangladesh causes or threatens to cause material injury to any established industry in Bangladesh or materiality retards the establishment of any industry in Bangladesh; and

(ii) under sub-section (2) of each of these sections on import into Bangladesh of any goods from the specified countries unless in accordance with the rules made under sub-section (2) of this section, preliminary findings have been made of subsidy or dumping and consequent injury to domestic industry; and a further determination has also been made that a duty is necessary to prevent injury being caused during the investigation:

Provided that nothing contained in sub-clauses (ii) and (iii) of clause (b) shall apply if a countervailing duty or an anti-dumping duty has been imposed on any goods to prevent injury or threat of an injury to the domestic industry of a third country exporting the like goods to Bangladesh;

(c) the Government may not levy –
(i) any countervailing duty under section 18A, at any time, upon receipt of satisfactory voluntary undertaking from the Government of the exporting country or territory agreeing to eliminate or limit the subsidy or take other measures concerning its effect, or the exporter agreeing to revise the price of the goods and if the Government is satisfied that injurious effect of the sunsidy is eliminated thereby;

(ii) any anti-dumping duty under section 18B, at any time upon receipt of satisfactory voluntary undertaking from any exporter to revise its prices or to cease exports to the area in question at dumped price and if the Government is satisfied that the injurious effect of dumping is eliminated by such action.

(2) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purposes of this section, and without prejudice to the generality of the forgoing, such rules may provide for the manner in which any investigation may be made for the purposes of this section, the factors to which regard shall be paid in any such investigation and for all matters connected with such investigation.

18D. Appeal against imposition of countervailing or anti-dumping duty. – (1) An appeal against the order of determination or review thereof regarding the existence, degree and effect of any subsidy or dumping in relation to import of any goods shall lie to the Customs, Excise and Value Added Tax Appellate Tribunal constituted under section 196.

(2) Every appeal under this section shall be filed within ninety days of the date of order under appeal:

Provided that the Appellate Tribunal may entertain any appeal after the expiry of the said period of ninety days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(3) The Appellate Tribunal may, after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against.

(4) Every appeal under sub-section (1) shall be heard by a special Bench constituted by the President of the Appellate Tribunal for hearing such appeals and such Bench shall consist of the President and not less than two members and shall include one technical member and one judicial member.

18E. Imposition of safeguard duty.-(1) If the Government after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is being imported into Bangladesh in such increased quantities and under such conditions that such importation may cause or threaten to cause serious injury to domestic industry, it may, by notification in the official Gazette, impose a safeguard duty on that article:

Provided that the Government, may, by notification in the official Gazette, exempt any goods from the whole or any part of safeguard duty leviable thereon, subject to such conditions, limitations or restrictions as it thinks fit to impose.

(2) The Government may, pending the determination under sub-section (1) of the injury or threat thereof, impose a provisional safeguard duty on the basis of a preliminary determination in the prescribed manner that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry:

Provided that where, on final determination, the Government is of the opinion that increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry, it shall refund the duty so collected:

Provided further that the provisional safeguard duty shall not remain in force for more than two hundred days from the date on which it was imposed.

(3) The duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or under any other law for the time begin in force.

(4) The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:

Provided that if the Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition:

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.

(5) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purposes of this section, and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules may provide for the manner in which articles liable for safeguard duty may be identified and for the manner in which the causes of serious injury or causes of threat of serious injury in relation to such articles may be determined and for the assessment and collection of such safeguard duty.

(6) For the purposes of this section, -

(a) “domestic industry” means the producers-

i) as a whole of the like article or a directly competitive article in Bangladesh; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in Bangladesh constitutes a major share of the total production of the said article in Bangladesh;

(b) “serious injury” means an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry;

(c) “threat of serious injury” means a clear and imminent danger of serious injury.

পরিশিষ্ট - ৪
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১
বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, নভেম্বর ৬, ১৯৯২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২/ ২২শে কার্তিক, ১৩৯৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ (২২শে কার্তিক, ১৩৯৯) তারিখে রাষ্টপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে:-

১৯৯২ সনের ৪৩নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনাম:– এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ নামে অবিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা:– বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) ‘‘কমিশন ’’ অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।

(খ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(গ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঘ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঙ) “সদস্য” অর্থ কমিশনের সদস্য;

(চ) “সচিব” অর্থ কমিশনের সচিব।

৩। কমিশন প্রতিষ্ঠা :– (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিলে।

(২) কমিশন একটি স্থায়ী ধারাবাহিকতা সম্পন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার–

(ক) একটি সীলমোহর থাকিবে;

(খ) স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে;

(গ) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৪। কমিশনের প্রধান কার্যালয়:– কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। কমিশনের গঠন:– (১) একজন চেয়ারম্যান এবং অনুর্ধ তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা:– চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করিবেন।

৭। কমিশনের কার্যাবলী, ইত্যাদি:– (১) কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে যথা:–

(ক) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) দেশী পণ্য রপ্তানীর উন্নয়ন;

(ঙ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন।

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানী ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থায় প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ছ) দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয়।

(২) ধারা ১ এ উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে, যথা:–

(ক) বাজার অর্থনীতি

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ;

(গ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শূল্ক চুক্তি;

(ঘ) জনমত ।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয়, বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে ।

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিয়ে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে ।

৮ । তদন্ত অনুষ্ঠান:– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন যে কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অনুষ্ঠান বা তদন্তের জন্য কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে ।

৯ । কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা:– কমিশন কর্তৃক এই আইনের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যধারায় উহা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে যে সকল ক্ষমতা কোন দেওয়ানী আদালত Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন উক্ত বিষয়সমূহে প্রয়োগ করিতে পারে, যথা:–

(ক) আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য কোন ব্যাক্তির উপর সমন জারী এবং তাহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন তথ্য সরবরাহ এবং কোন তদন্ত বা অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় কোন দলিল দাখিল;

১০ । সভা:– (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

(২) কমিশনের সভা , উহার চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৩) কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন উহার চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমিশনের কোন সদস্য ।

(৪) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না ।

১১। সচিব:– (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিককৃত হইবে।

(৩) সচিব–

(ক) কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য উহা কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(খ) কমিশনের হিসাব সংরক্ষন, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন এবং হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন;

(গ) কমিশনের অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজত করিবেন;

(ঘ) কমিশনের প্রশাসনিক কাজ তদারক করিবেন এবং যাহাতে তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবেন;

(ঙ) কমিশন বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত বা নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী:– (১) কমিশন উহার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিকেকে কমিশন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১৩। কমিটি:– কমিশন উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। কমিশনের তহবিল:– (১) কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত ফি এবং অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।

(২) এই তহবিল কমিশনের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

১৫। বাজেট:– কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাষিংক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা:– (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অত:পর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীকষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন ।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন ।

১৭ । নির্দেশ প্রদানে সরকারের ক্ষমতা:– এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার কমিশনকে যে কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে ।

১৮ । প্রতিবেদন:– (১) প্রতি বৎসর ৩০ শে জুনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্পলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে ।

(২) সরকার প্রয়োজনমত কমিশনের নিকট হইতে উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে ।

১৯ । সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ:– এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ায় সম্ভবনা থাকিলে অন্যান্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না ।

২০ । জনসেবক:– কমিশনের চেয়ারম্যান সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ Penal Code (Act XLV of, 1860) এর section 21 এ ``Public servant'' (জনসেবক) কথাটি সে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে "Public servant" (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন ।

২১ । ক্ষমতা অর্পণ:– কমিশন উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে উহার চেয়ারম্যান, কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে ।

২২ । বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা:– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

২৩ । প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা:– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

২৪ । ট্যারিফ কমিশন বিলোপ, ইত্যাদি:– (১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৮ শে জুলাই,১৯৭০ জনের রিজিলিউশন নং এডমিন-১ই-২০/৭০/৬০৬, অত:পর উক্ত রিজিলিউশন বলিয়া উল্লিখিত, বাতিল হইয়া যাইবেঃ

(২) উক্ত রিজিলিউশন বাতিল হইবার সংগে সংগে:–

(ক) উক্ত রিজিলিউশনের অধীন গঠিত ট্যারিফ কমিশন, অত:পর বিলুপ্ত কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কমিশনের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ কমিশনে হস্তান্তরিত হইবে এবং কমিশন উহার অধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কমিশন এবং উহার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রকল্প (IDTC Project) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশনে বদলী হইবেন এবং তাহারা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলীর পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, কমিশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে তাহারা কমিশনে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

আব্দুল হাশেম
সচিব।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস। ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট - ৫

THE PROTECTIVE DUTIES ACT, 1950

(ACT NO. LXI OF 1950).

An Act to enable the immediate imposition of protective duties of customs on imported goods. [1]

WHEREAS it is expedient to enable the Government to impose with immediate effect protective duties of customs on goods produced or manufactured outside Bangladesh and imported into Bangladesh where such imposition is urgently necessary in the interest of industries established in Bangladesh;

It is hereby enacted as follows:-

Short title, extent and commencement

1. This Act may be called the Protective Duties Act, 1950.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once.

Powers of Government to impose duties of Customs

2. (1) If the Government is of the opinion that it is urgently necessary to provide for the protection of the interests of any industry established in Bangladesh the Government may, by notification in the official Gazette-

(a) impose on any goods produced or manufactured in any country outside Bangladesh and imported into Bangladesh a duty of customs of such amount and for such period as it thinks fit; or

[2][* * *]

(2) Every duty imposed under sub-section (1) shall be deemed to be a duty leviable under the [3][Customs Act, 1969], and shall be in addition to any duties imposed under that Act or any other law for the time being in force.

[1] Throughout this Act, unless otherwise specified, the words “Government” and “Bangladesh” were substituted for the words “Central Government” and “Pakistan” respectively by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980)

[2] Clause (b) was omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980)

[3] The words, comma and figures “Customs Act, 1969” were substituted for the words, comma and figures “Tariff Act, 1934,” by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980)

Power to alter rates of protective duty and to extend the duration of the protection and the continuance of certain protective duties

3. (1) If, after such enquiry as it thinks necessary the Government is satisfied that the duty imposed on any goods under sub-section (1) of section 2 (altered, where necessary, in the manner hereinafter provided) has become unnecessary or excessive or that it is too low to provide adequate protection to the industry concerned in Bangladesh, it may, by notification in the official Gazette, reduce or raise the duty to such extent and for such period (which may be extended from time to time but by not more than three years at any one time) as it thinks fit.

(2) On the expiration of the period specified in any notification issued under sub-section (1) of section 2 or sub-section (1) of this section, whichever is the later, there shall be levied and collected on the goods referred to therein customs duty at the rates for the time being in force under the [4][Customs Act, 1969], and the provisions of the said Act and any other law for the time being in force relating to the levy and collection of the duty of customs shall apply accordingly

(3) [Omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980).]

Powers of the Tariff Commission

[5][3A. The Tariff Commission shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely: -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the supply of any information and production of any document which may be useful for the conduct of its enquiry.]

Power to make rules

4. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may prescribe the conditions subject to which any goods shall be deemed to be produced or manufactured in a particular country for the purposes of this Act.

5[Repealed]

5. [Repeal.- Repealed by section 2 and 1st Schedule of the Repealing and Amending Ordinance, 1965 (Ordinance No. X of 1965).]

---

[4] The words, comma and figures "Customs Act, 1969" were substituted for the words, comma and figures "Tariff Act, 1934," by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980)

[5] Section 3A was inserted by section 2 of the Protective Duties (Amendment) Ordinance, 1962 (Ordinance No. XXX of 1962)

পরিশিষ্ট - ৬
কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১।	মুশফেকা ইকফাৎ চেয়ারম্যান	৯৩৪০২০৯ ৯৩৪০২৪৩ chairman@btc.gov.bd	
২।	জনাব শেখ আব্দুল মান্নান সদস্য (আঃ সঃ)	৯৩৩৩৫৬৫ ০১৫৫২৪৫৭৮৪৫ member_icd@btc.gov.bd	
৩।	জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান সদস্য (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯১ ০১৮১৭৫৩২১৬০ member_trd@btc.gov.bd	
৪।	জনাব আব্দুল কাইয়ূম সদস্য (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৯২ ০১৯২৬৮৪৫২৭৬ member_tpd@btc.gov.bd	
৫।	ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম যুগ্মপ্রধান (আঃ সঃ - ১)	৯৩৩৫৯৩৫ ০১৫৫২৩০৮৭৯৪ jc_icd1@btc.gov.bd	
৬।	জনাব আবদুল বারী যুগ্মপ্রধান (আঃ সঃ - ২)	৯৩৩৬৪১১ ০১৭৩০০২০৫০৩ jc_icd2@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৭।	জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ সচিব	৯৩৩৫৯৩৩ ০১৭৯৩৫৯৯৬৪২ secretary@btc.gov.bd	
৮।	জনাব এ কে এম হাফিজুর রহমান উপপ্রধান (আঃ সঃ)	৯৩৩৬৪৪৬ ০১৭৫৩৯০৪৫৩৪ dc_icd_ds@btc.gov.bd	
৯।	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্মপ্রধান (বাঃ প্রঃ) (চলতি দায়িত্ব)	৯৩৩৬৪৪৭ jc_trd@btc.gov.bd	
১০।	জনাব শেখ লিয়াকত আলী যুগ্মপ্রধান (বাঃ নীঃ) (চলতি দায়িত্ব)	৯৩৩৫৯৩৪ ০১৬৭৪১৩১৪০১ jc_tpd@btc.gov.bd	
১১।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপপ্রধান (আঃ সঃ) ও চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব	৯৩৩২৩৮৯ ৯৩৪০২৫১ ০১৫৫৮৭৪৪০৯২ pschairman@btc.gov.bd dc_icd_gats@btc.gov.bd	
১২।	জনাব মোঃ রকিবুল হাসান উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৩১ ০১৯১৯৫৬৭০৫৮ dc_tpd_iaa@btc.gov.bd	
১৩।	বেগম সৈয়দা গুলশান নাহার উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩২৩৮৯ dc_injury@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১৪।	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন উপপ্রধান (বাঃ নীঃ) ও সহকারী সচবি (অতিঃ দাঃ)	৯৩৩৫৯৩৪ ০১৭১২৬৮৮৫৫৮ asstsecretary@btc.gov.bd	
১৫।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	৯৩৩০৮০৪ ০১৯১১১১৮২৯৪ systemanalyst@btc.gov.bd	
১৬।	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান (আঃ সঃ) (চলতি দায়িত্ব)	৯৩৩৫৯৯৩ ০১৭১১২৪২৮২৩ dc_icd_gatt@btc.gov.bd	
১৭।	জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা উপপ্রধান (বাঃ প্রঃ) (চলতি দায়িত্ব)	০১৯১৮৭৯৭১২৩ dc_investigation@btc.gov.bd	
১৮।	বেগম মোহসিনা বেগম উপপ্রধান (বাঃ নীঃ) (চলতি দায়িত্ব)	dc_tpd_tpm@btc.gov.bd	
১৯।	জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার সহকারী প্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯৬ ০১৭১১০৬১৬৯২ ac_investigation@btc.gov.bd	
২০।	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী সহকারী প্রধান (আঃ সঃ)	০১৭১২১৬৯৮৫৫ ac_icd_ds@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২১।	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ)	০১৯১১২৩৩৬৪১ ac_tpd_sub@btc.gov.bd	
২২।	বেগম উমা সাহা সহকারী প্রধান (বাঃনীঃ)	ac_tpd_tpm@btc.gov.bd	
২৩।	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা সহকারী প্রধান (আঃ সঃ) (চলতি দায়িত্ব)	০১৯১২০২৩৫৫২ ac_icd_gatt@btc.gov.bd	
২৪।	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান (বাঃনীঃ) (চলতি দায়িত্ব)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১২২৮৪৬৯১ ro_tpd_iaa@btc.gov.bd	
২৫।	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ গবেষণা অফিসার (বাঃ প্রঃ)	০১৭১৭৪০৮৭৬৫ ro_investigation@btc.gov.bd	
২৬।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা অফিসার (বাঃ প্রঃ)	০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ro_injury@btc.gov.bd	
২৭।	জনাব মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ)	০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ro_icd_gats@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২৮।	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ-১)	ro_icd_ds@btc.gov.bd	
২৯।	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ-২)	০১৯১১৭২১৮৯৮ ro_icd_gatt@btc.gov.bd	
৩০।	জনাব এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও ও গ্রন্থাগারিক (অতিঃ দাঃ)	০১৭২৪৮৯৪০৩৬ prandpo@btc.gov.bd	
৩১।	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার (বাঃ নীঃ, মনিটরিং সেল)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ro_tpd_sub@btc.gov.bd	
৩২।	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন গবেষণা অফিসার (বাঃ নীঃ)	০১৭১৫৬৫৩৭৮৪ ro_tpd_tpm@btc.gov.bd	
৩৩।	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১১০০১৭০২ account_office@btc.gov.bd	

পরিশিষ্ট - ৭

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	স্থান/আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১.	শেখ আব্দুল মান্নান সদস্য	UNCTAD Ministerial Conference.	নাইরোবি, কেনিয়া	১৫/০৭/১৬ হতে ২২/০৭/১৬
২.	জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের যুগ্মপ্রধান	Regional Workshop on WTO and Regional Trade Agreements in South Asia Negotiation And Implementation Challenges.	ভারত	১৪/০৯/১৫ হতে ১৬/০৯/১৫
৩.	জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ সচিব	ACAD Exposure Visit.	ভারত	১৫/০৫/১৬ হতে ১০/০৫/১৬
৪.	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্মপ্রধান (চঃ দাঃ)	1st Meeting of Legal and Technical Working Group0 of the Interim inter governmental Steering Group on Gross-border Paperless Trade Facilitation এবং Expert Group Meeting on Integrated Use of Single Windows for Trade Facilitation.	থাইল্যান্ড	০৮/০৮/১৫ হতে ১১/০৮/১৫
	ঐ	2st Meeting of Legal and Technical Working Group of the Interim Intergovernmental Steering Group on Gross-border Paperless Trade Facilitation এবং- Capacity Building Workshop on Cross-border Paperless Trade Facilitation: Lessions from Ongoing Initiatives and Way Forward Hearing of Anti-dumping investigation on Hydrozen Peroxide against dumped imports in to Pakistan.	পাকিস্তান	০৪/১১/১৫ হতে ০৬/১১/১৫

	ঐ	Commission of Anti-subsidy/countervailing investigation on Jute Products against subsidized imports into india.	ভারত	০১/০২/১৬
	ঐ	3st Meeting of Legal and Technical Working Group of the Interim Intergovernmental Steering Group on Cross-border Paperless Trade Facilitation এবং Capacity Building Workshop on Cross-border Paperless Trade Facilitation: Gains from Implementation.	থাইল্যান্ড	২১/০৩/১৬ হতে ২৫/০৩/১৬
	ঐ	Informal Consultation of Anti-dumping investigation on Jute Product against dumped inports into india.	ভারত	৩০/০৪/১৬
৫.	বেগম সৈয়দা গুলশান নাহার উপ প্রধান	Seminar on Capacity Building in FTA Negotiation for Bangladesh in 2015	চীন	১০/১১/১৫ হতে ৩০/১১/১৫
৬.	বেগম ফৌজিয়া খান উপ প্রধান	Seminar on Business Investment and Risk Management for Development Countries.	চীন	১৮/০৮/১৫ হতে ০৭/০৯/১৫
৭.	বেগম মোহসিনা বেগম উপ প্রধান (চঃ দাঃ)	Seminar on Capacity Building in FTA Negotiation for Bangladesh in 2015	চীন	১০/১১/১৫ হতে ৩০/১১/১৫
৮.	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	South Meeting of the Trade Negotiation Committee (TNC)	থাইল্যান্ড	০৭/০৮/১৫ ০৯/০৮/১৫
৯.	জনাব আব্দুল লতিফ গবেষণা কর্মকর্তা	Seminar on Capacity Building in FTA Negotiation for Bangladesh in 2015	চীন	১০/১১/১৫ হতে ৩০/১১/১৫
	ঐ	"Certificate of Proficiency in English Communication & Web Designing"	ভারত	১৮/১০/২০১৬ হতে ২০/০১/২০১৭
১০.	জনাব এইচ.এম. শরিফুল ইসলাম জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা	Seminar on Capacity Building in FTA Negotiation for Bangladesh in 2015	চীন	১০/১১/১৫ হতে ৩০/১১/১৫
১১.	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	Seminar on Capacity Building in FTA Negotiation for Bangladesh in 2015	চীন	১০/১১/১৫ হতে ৩০/১১/১৫

পরিশিষ্ট - ৮

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কর্মকর্তাগণের স্থানীয় প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	স্থান/আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১.	জনাব শেখ আব্দুল মান্নান সদস্য	পলিসি প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট (পিপিএমসি) কোর্স	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	০৭/০৮/১৬ হতে ১৮/০৮/১৬
২.	জনাব ইকবাল হোসেন সচিব	English Language Proficiency Course	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	১৬/০৮/১৫ হতে ২৫/১১/১৫
৩.	জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের, যুগ্মপ্রধান	Strengthening Inspirational Capacity and Human Resources Development for Trade Promotion.	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), ঢাকা	০৮/০৫/১৬
৫.	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিষ্ট	CNA with Network Security	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকা	জানুয়ারী-১৬ জুলাই/১৬
৬.	জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার উপ প্রধান	Project Feasibility Appraisal Study	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	৩০/০৫/১৬ ০২/০৬/১৬
৭.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	Personal Computer Troubleshooting	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	২০/০৩/১৬ হতে ২০/০৪/১৬
৮.	জনাব মোঃ রকিবুল হাসান উপ প্রধান	লিডারশীপ এন্ড স্ট্র্যাটেজিক প্লানিং	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	২৫/১০/১৫ হতে ২৯/১০/১৫
৯.	বেগম ফৌজিয়া খান উপ প্রধান	২য় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কোর্স	বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, ঢাকা	১৩/০৩/১৬ হতে ০৭/০৪/১৬
৮.	বেগম মোহসিনা বেগম উপ প্রধান (চঃ দাঃ)	Footwear Export from Bangladesh Existing Problems and its Solutions	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা	১৫/০৩/১৬
	ঐ	নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক কর্মশালা	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	০৮/২২/১৫
৯.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, সহকারী প্রধান	A brief Overview of Labour Law and its impact on export Trade.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা	০৮/০৩/১৬
	ঐ	Financial and Economic Appraisal of Project.	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	২০/০৩/১৬ হতে ২৪/০৩/১৬
	ঐ	"Training on General Agreement on Trade in Services (GATS) Opportunities for Bangladesh"	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), ঢাকা	০১/০৮/১৬ হতে ০৩/০৮/২০১৬
	ঐ	"Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)"	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), ঢাকা	২৩/০৮/২০১৬ হতে ২৪/০৮/২০১৬

	ঐ	বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট HS 2007 ভার্সন হতে HS 2012 ভার্সন রূপান্তর	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা	০৯/০৮/১৬ ১১.০০
	ঐ	Microsoft Project	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	১৭/০৪/১৬ হতে ২৬/০৪/১৬
১০.	বেগম উমা সাহা সহকারী প্রধান	Modern Office Management Course.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	১০/০৪/১৬ হতে ২১/০৪/১৬
	ঐ	'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ রুলস-২০০৮' শীর্ষক কর্মশালা	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	২৩/০৭/১৫
১১.	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা, সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)	Duty-Free Quota-Free Market Access: Generalised System of Preferences	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), ঢাকা	১০/০৮/১৫ হতে ১৩/০৮/১৫
১২.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা কর্মকর্তা	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	০৬/০৯/১৫ হতে ১৭/০৯/১৫
	ঐ	Project Formulation, Appraisal and ELA	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	১৫/০১/১৫ হতে ২৯/০৮/১৫
১৩.	জনাব মাহমুদুল হাসান গবেষণা কর্মকর্তা	আচরণ ও শৃঙ্খলা	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	২৩/০৮/১৫ হতে ২৭/০৮/১৫
	ঐ	Value added Tax in Bangladesh, Legal provisions and Compliance issues.	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), ঢাকা	১৯/০১/১৫ হতে ২২/০১/১৫
১৪.	জনাব আব্দুল লতিফ গবেষণা কর্মকর্তা	Human Resource Management	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	০৯/০৮/১৫ হতে ১৩/০৮/১৫
	ঐ	Personal Computer Troubleshooting	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	২০/০৩/১৬ হতে ২০/০৪/১৬
১৫.	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	Duty-Free Quota-Free Market Access: Generalised System of Preferences	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), ঢাকা	১০/০৮/১৫ হতে ১৩/০৮/১৫
	ঐ	"Training on General Agreement on Trade in Services (GATS) Opportunities for Bangladesh"	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই), ঢাকা	০২/০৮/১৬ হতে ০৩/০৮/১৬
১৬.	জনাব এইচ,এ, শরিফুল ইসলাম, পি.আর এন্ড পি.ও	আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	০৪/১০/১৫ হতে ০৮/১০/১৫
	ঐ	Database Application Development using oracle with Database Administration	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকা	১৪/০৩/১৫ হতে সপ্তাহে ৩দিন (১৫৬

				ঘন্টা)
	ঐ	তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	২২/১০/১৫
১৭.	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	Trade Policy Regime of Bangladesh	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), ঢাকা	২৭/০৭/১৫ হতে ৩০/০৭/১৫
	ঐ	আচরণ ও শৃঙ্খলা	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	১১/১০/১৫ হতে ১৫/১০/১৫
	ঐ	আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	২৩/০৮/১৫ হতে ০৩/০৯/১৫
১৮.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন একান্ত সচিব	Training Course on Computer Basics	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	২০/১২/১৫ হতে ২০/০১/১৬
	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন গবেষণা অফিসার	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	২০/০৩/১৬ হতে ০৭/০৪/১৬
১৯.	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃ দাঃ)	Advance Microsoft Excel	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	২৩/০৮/১৫ হতে ১৩/০৯/১৫
	ঐ	Seminar on Medium Term Budget Framework (MTBF)	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	২৫/০৪/১৬
	ঐ	Workshop on PPA 2006 and PPR2008	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা	১৪/০৭/১৬